Contents

২য় বর্ষ

১১শ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

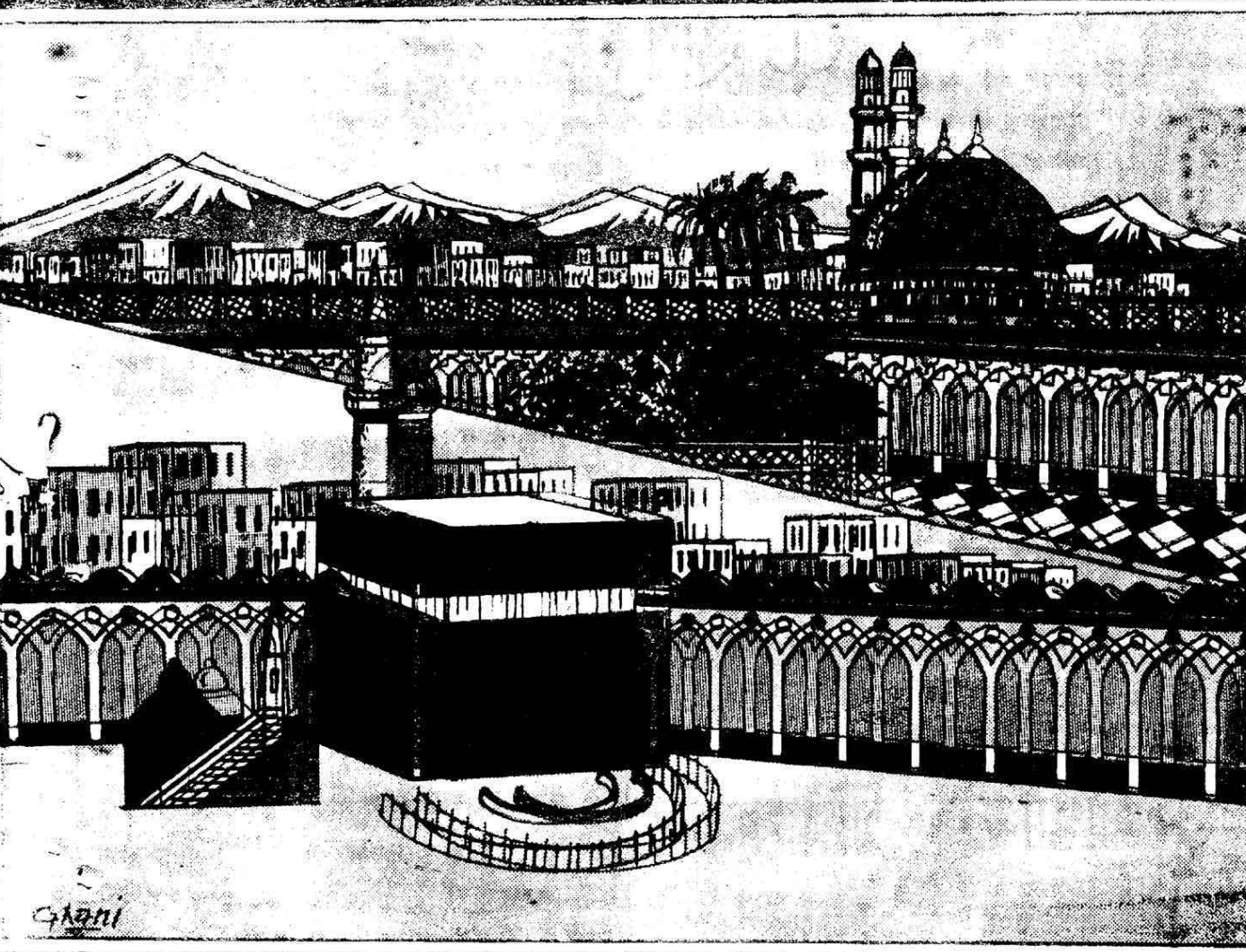

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

যুল্‌কাদা—১৩৭৭ হিঃ।

শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৫৮ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর	...	৪৫৫
২। কোরবানী ... মুফাখ্‌খারুল ইস্‌লাম	...	৪৬২
৩। আধুনিক নারী-স্বাধীনতার স্বরূপ	মোহাম্মদ আবদুর রহমান ...	৪৬৩
৪। চিরঞ্জীব ... আতাউল হক তালুকদার	...	৪৭০
৫। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান (পূর্বানুবৃত্তি) ...	...	৪৭১
৬। বিশ্ব সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা ...	অধ্যাপক মুহাম্মদ মনছুর উদ্দীন এম,এ ...	৪৯০
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ ...	...	৪৯৮

তর্জুমানুল হাদীছ

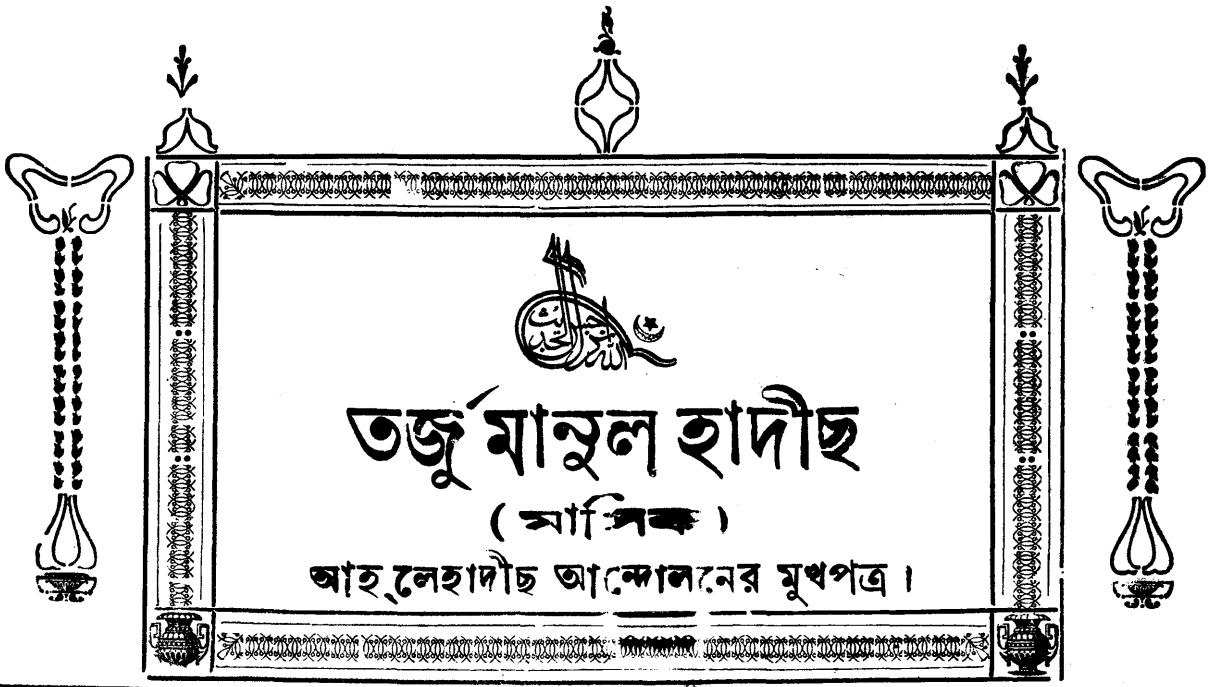

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ | যুল্‌কাদা—১৩৭০ হিঃ। শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৫৮ বাং। | একাদশ সংখ্যা

تفسیرالقرآن العظیم –

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فی تفسیر ام الکتاب

(১৭)

পার্থিবজীবনে কর্মফলের বিধান।

কর্মের সূক্ষ্মবিচার এবং পরিপূর্ণ প্রতিফলদান করার কার্য একটী অবধারিত দিবসে সম্পাদিত হইবে এবং আল্লাহর স্বামিত্ব এবং সার্বভৌমত্বে আপত্তি উত্থাপনকারী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সেদিন — কেহই বিদ্যমান রহিবেনা, সর্বোপরি বিচারপদ্ধতি এরূপ সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইবে যে কর্মফলের — সম্পূর্ণতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে সেদিবস বাঙনিষ্পত্তির অবকাশ থাকিবেনা। উপরিউক্ত কারণ পরম্পরায় আল্লাহকে বিচারদিবসের অধিস্বামী—"মালিকে ইয়াওমিদ্দীন" বলা হইয়াছে। কিন্তু চরম ও পূর্ণ বিচারের পূর্বে পার্থিবজীবনেও কর্মফলের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আংশিকরূপে কার্যকরী রহিয়াছে। কোর্‌আনের নির্দেশ——হেমানবসমাজ, তোমরা অবহিত হও যে, যাহারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র, তাহাদের জন্য ভয়ের কিছুই নাই এবং— তাহারা কদাচ সন্তপ্ত হইবেনা। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং তক্‌ওয়ার জীবন অবলম্বন

الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولاهم یحزنون' الذین امنوا وکانوا یتقون' لهم البشری فی الحیوة الدنیا وفی الاخرة لاتبدیل

www.ahlehadeethbd.org

Contents

لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم -

করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলী—প্রিয়পাত্র ! পার্থিবজীবনে এবং পরবর্তীকালে তাহাদের জন্যই সুসংবাদ ! আল্লাহর বিধানে কদাচ কোন্ ব্যতিক্রম নাই—ইহাই বিরাট সাফল্য—ইউ-নুছ : ৬২ - ৬৪ আয়ত।

উপরিউক্ত আয়তদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঈমান ও সতর্কিত জীবনযাত্রার প্রতিফলকে শুধু চরমদিবসের জন্য সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট রাখা হয়নাই, বরং পারলৌকিক জীবন ছাড়া পার্থিব—জীবনেও কর্মফলের বিধান বলবৎ রহিয়াছে। এই শ্রেণীর প্রতিফল সম্বন্ধেই ছুরত-আন্নূরে কথিত—

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا - يعبدوننى لايشركون بى شيئا -

হইয়াছে—হে মুছ্লিম সমাজ, তোমাদের—মধ্যে যাহারা সত্যি-কার বিশ্বাসপরায়ণ এবং সদাচারশীল,—তাহাদিগকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ভূপৃষ্ঠের শাসনকার্যে তিনি অবশ্যই তাহা-দিগকে স্বীয় প্রতি-নিধিস্থানীয় করিবেন, যেরূপ তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে তিনি প্রতিনিধিস্থানীয় করিয়াছিলেন এবং তাহা-দের জন্য যে জীবনপদ্ধতি (দীন) তে তিনি—পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তাহাদের জন্য উহাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করিবেন এবং তাহাদের সশংক অব-স্থাকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রূপান্তরিত করিবেন।—আল্লাহ বলেন, আমার প্রতিনিধিত্বের গৌরবান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত এবং নির্ভয়জীবনের অধিকারী—হইয়াও তাহারা শুধু আমারই দাসত্ব করিতে থাকিবে এবং কোন বস্তুকেই আমার সহিত অংশী করি-বেনা—৫৫ আয়ত।

দৃঢ়প্রত্যয় ও উন্নতজীবনের প্রতিফল স্বরূপ এই আয়তে চারটা বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে—

প্রথম, আল্লাহর প্রতিনিধিস্থানীয় শাসনকর্তৃত্বের গৌরব লাভ।

দ্বিতীয়, পৃথিবীর অপরাপর কাল্পনিক মতবাদ ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের পরাভব এবং ঈমানদারদের পরিগৃহীত নীতি ও জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠালাভ।

তৃতীয়, উপেক্ষিত ও সন্ত্রস্ত জীবনের পূর্ণ অবসান।

চতুর্থ, শান্তিপূর্ণ ও গৌরবমণ্ডিত জীবনের অধি-কার লাভ।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের খিলাফত লাভ করার যে ইংগিত এই আয়তে রহিয়াছে, ছুরত আল্আ'রাফে তাহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্বরূপ ইছ্রাঈলীয়দের কথা—উল্লিখিত হইয়াছে।

واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التى باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا -

আল্লাহ বলেন—আর দেখ, যে জাতিকে—দুর্বল করিয়া রাখা—হইয়াছিল, তাহাদি-গকে আমরা এমন—এক ভূখণ্ডের (শাম-দেশের) পূর্ব ও—পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাধিকারী করিলাম, যাহাকে—আমরা সমৃদ্ধি দান করিয়াছিলাম এবং হে রছুল (দঃ) আপনার রব্বের প্রতিশ্রুতি বনি ইছ্রাঈলদের জন্য তাহাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার ফলেই পূর্ণ হইল—— ১৩৭ আয়ত।

উল্লিখিত আয়তে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার—দৃঢ়তা ও স্থৈর্যের প্রতিফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে আত্মত্যাগের প্রেরণায় যখন রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচরবৃন্দ হুদয়বিয়ার সমরক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও তাঁহাদের দৃঢ় সংকল্প ও সমুন্নত আচরণের যে প্রতিফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ—ছুরত-আল্ ফত্হে প্রদত্ত হইয়াছে—হে রছুল (দঃ) মু'মিনের দল হুদয়বিয়ার বৃক্ষ মূলে যখন আপনার—হস্তে বয়অত হইতে-ছিল, তখনই আল্লাহ তাহাদের প্রতি রাযী হইয়া গিয়াছেন।—

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل

www.ahlehadeethbd.org

السكينة عليهم واثـــابهم
فـتحاقـريبا - ومـغانم
كثيرة يـاخذونها وكان الله
عزيزا حكيما - وعدكم الله
مغانم كثيرة تـاخذو نها
فعجل لكم هـــذه وكف
ايدى الـناس عـــنكم
ولتكون آية للمؤمنين
ويهديكم صراطامستقيما -
واخرى لم تقدروا عليها
قد احاطالله بها وكان الله
على كل شئ قديرا -

তাহাদের মনে তখন যে ঐকান্তিকতা ও আত্মোৎসর্গের দৃঢ়—সংকল্প বিরাজ করিতেছিল, আল্লাহ তাহা অবগত হইয়াছেন, তাই তিনি তাঁহার—স্বস্তি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিলেন — এবং আসন্ন খয়বর—জয়ের পুরস্কার তাহাদিগকে দান করিলেন, সংগে সংগে যুদ্ধের—বিরাট লুঠও তাহারা লাভ করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও প্রজ্ঞা—সম্পন্ন। হে মুছলমানগণ, আল্লাহ তোমাদিগকে —এমন আরও যুদ্ধেলব্ধ বহু লুঠের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন যেগুলি তোমরা অধিকার করিবে, তন্মধ্যে—খয়বরের জয়কে তোমাদের জন্য তিনি আসন্ন করিয়াছেন এবং শত্রুপক্ষের হস্ত তোমাদের উপর হইতে হটাইয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে মুছলমানগণের জন্য—ইহা নিদর্শনে পরিণত হয় এবং তোমরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করিতে পার। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ —তোমাদিগকে পরবর্তী মক্কা জয়ের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করিতেছেন, যাহা সমাধা করা আপাততঃ তোমাদের সাধ্যায়ত্ত নয় কিন্তু উহা আল্লাহর ক্ষমতাধীন এবং নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান—— ১৮—২১ আয়ত।

উপরিউক্ত আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণকারীগণ তাঁহাদের—ঈমান, আনুগত্য, আত্মত্যাগ ও দৃঢ়সংকল্পতার ইহলৌকিক প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহর সন্তুষ্টি, খয়বর ও মক্কার জয়, সমগ্র আরবদেশের প্রভুত্ব এবং বিরাট ঐশ্বর্য ও সম্পদের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে যতদিন পর্যান্ত মুছলমানগণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের গুণাবলীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন, দৃঢ়প্রত্যয় ও উন্নত জীবনের অনিবার্য প্রতিফল স্বরূপ তাঁহারা ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকার, মানবজাতির নেতৃত্ব এবং এই বিপুলা বসুন্ধরার অতুলনীয় ঐশ্বর্য ও সুখ-সম্পদের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রতিফলের প্রাকৃতিক নিয়ম কেবল ঈমান ও আমালে ছালেহার জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, অবিশ্বাস, অনাচার ও দুর্নীতিপরায়ণতার প্রতিফলও আংশিকভাবে এই পার্থিব জীবনে বলবৎ রহিয়াছে। আগুনে হস্তার্পণ করিয়া উহার উত্তাপ ও জ্বালা হইতে রেহাই পাওয়ার যেমন উপায় নাই, বিদ্রোহ ও বাগাওয়াতের বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া শান্তি ও—গৌরবের অমৃতফল ভক্ষণ করার আশাও তেমনি সুদূরপরাহত।

কর্মফলের অমোঘ বিধান সম্বন্ধে কোর্‌আনের—ছুরত-আন্‌নহলে একটী জনপদের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে— আর দেখ, অসৎকর্মের প্রতিফল সম্বন্ধে আল্লাহ একটী জনপদের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। শান্তি ও সুখে ভরপুর ছিল সে জনপদ, পৃথিবীর প্রতিপ্রান্ত হইতে তথায় পর্যাপ্ত খাদ্যভাণ্ডার আমদানী হইত, কিন্তু সে জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহর ন্যামৎসমূহের অকৃতজ্ঞ হইল, তাহাদের আচরণের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষুধা ও সন্ত্রাসের দণ্ড চাখাইলেন, ——১১২ আয়ত।

ضرب الله مثلا قرية كانت
امنـــة مطمئنة ' ياتيها
رزقها رغدا من كل مكان'
فكفرت بانعم الله ' فاذاقها
الله لباس الجوع والخوف
بما كانوا يصنعون -

উপরিউক্ত নির্দেশ দ্বারা ইলাহী বিধানের এই ব্যবস্থা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, জাতির নিঃশংক অর্থাৎ বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনাহীন অবস্থা এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক সুখসমৃদ্ধি অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, খাদ্যের প্রাচুর্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা, রাজস্ব ও শুল্কহারের লঘুত্ব এবং কলহবিবাদের অভাব ইত্যাদি ব্যাপার একটী রাষ্ট্রের পক্ষে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ন্যামৎ। যে রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠি ও নাগরিকবৃন্দ নিমকহারাম, অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর উপরিউক্ত ন্যামৎ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমূহের কোনই পরওয়া করেনা, নিঃশংক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাহারা বিলাসব্যসন, আমোদ-প্রমোদ ও পাপের উদ্দামস্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, সুখসমৃদ্ধির সদ্ব্যবহার করার পরিবর্তে অহংকার—ও আত্মবঞ্চনায় প্রলুব্ধ হইয়া যাহারা ইলাহীবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রেরিত প্রচুর খাদ্যসম্ভার যাহারা কেবল নিজেদের উদরপূর্তি ও মুনাফাখুরীর উদ্দেশ্যে গ্রাস করিয়া থাকে এবং জনমণ্ডলীর মধ্যে খাদ্যসামগ্রীর ন্যায়সংগত বণ্টন ব্যবস্থায় পরাঙমুখ হয়, তাহাদের—আচরণের প্রতিফল স্বরূপ তাহাদের রাষ্ট্রে খাদ্যের প্রাচুর্যের পরিবর্তে অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ—করে, জনগণের মনে অসন্তোষ ও ক্রোধ বাসাবাঁধে, অশান্তি, ফছাদ ও অরাজকতা শুরু হইয়াযায় এবং সকল সময় শত্রুপক্ষ কর্তৃক রাষ্ট্র আক্রান্ত হইবার—আশংকা পরিলক্ষিত হয়।

ইলাহী-বিধানের বিদ্রোহের প্রতিফল স্বরূপ যে সকল শাস্তি যুগে যুগে অপরাধী মানবদলকে ভোগ করিতে হইয়াছে, কোরআনে সেগুলির বিচিত্র — তালিকা রহিয়াছে। উক্ত তালিকা হইতে কয়েকটী মাত্র নিম্নে সংকলিত হইল।

ব্যাপক দণ্ড,

ছুরত-আত্তালাককে বলা হইয়াছে—এমন কতই না জনপদ ছিল, যাহার অধিবাসীরা তাহাদের রব্বের বিধান এবং তদীয় রছুলগণের নির্দেশ-সমূহের বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য আমরা তাহাদিগকে শক্ত ভাবে ধরপাকড় করিয়াছিলাম এবং

وكاين من قرية عتت
عن امر ربها و رسله
فحاسبناها حسابا شديدا
وعذبناها عذابا نكرا
فذاقت وبال امرها وكان
عاقبة امرها خسرا -

তাহাদিগকে কুৎসিত শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম, এই ভাবে তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল চাখিয়া-ছিল এবং তাহাদের সমুদয় তৎপরতার পরিণাম—ক্ষতিকর হইয়াছিল— ৮ আয়ত।

ঘূর্ণিবাত্যার দণ্ড,

আরামিক (Aramaic) গোত্রাবলীর অন্যতম — শাখা আদগণের বিধ্বস্তি সম্বন্ধে ছুরত হা-মিম ছিজ্-দায় কথিত হইয়াছে—অতঃপর আমরা — তাহাদের প্রতি অতি কুক্ষণ সমূহে প্রবল ঝটিকা বায়ু প্রেরণ— করিলাম, পার্থিব — জীবনে তাহাদিগকে

فارسلنا عليهم ريحا صرصرا
فى ايام نحسات لنذيقهم
عذاب الخزى فى الحيوة
الدنيا ولعذاب الاخرة
اخزى وهم لاينصرون -

অপমানজনক শাস্তি চাখাইবার জন্য, আর পরকালের শাস্তি অত্যন্ত অপমানজনক হইবে এবং তখন তাহারা কোনরূপ সাহায্যই লাভ করিতে পারিবেনা—— ১৬ আয়ত।

বৈদ্যুতিক ঝটিকার দণ্ড,

আদগণের পরবর্তী ছমুদদের বিদ্রোহ প্রশমিত করার জন্য বৈদ্যুতিক ঝটীকার দণ্ড অবতীর্ণ করা হই-য়াছিল। উপররিউক্ত আয়তের পরেই তাহাদের অবস্থা বর্ণিত হই-য়াছে— আর দেখ ছমুদদিগকে আমরা সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছিলাম কিন্তু— তাহারা হিদায়তের

واما ثمود فهدينا هم
فاستحبوا العمى على
الهدى فاخذتهم صاعقة
العذاب الهون بما كانوا
يكسبون -

স্থলে অন্ধত্বকেই পছন্দ করিল, তাহাদের কৃতকর্মের—প্রতিফল স্বরূপ তাহারা বিদ্যুতের লাঞ্ছনাকর শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত হইল,— ১৭ আয়ত।

জলপ্লাবনের দণ্ড,

ইয়েমেনের শেবারা স্থাপত্য বিদ্যায় বিশেষ — পারদর্শী ছিল। পাহাড়ের ঝরণা নিসৃত পানী বৈজ্ঞা-নিক কৌশলে বিরাট হাওযে আটক করিয়া তাহারা অনুর্বর দেশকে শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছিল।— তাহারা সুরম্য নগরী এবং বিরাট খাদ্য ভাণ্ডারের— অধিকারী ছিল কিন্তু ইলাহী অনুশাসনের বিদ্রোহ করায় ধ্বংসকরী বন্যার প্রকোপে পতিত হইয়াছিল। আল্লাহ বলেন,——

فاعرضوا فارسلنا عليهم

www.ahlehadeethbd.org

শেবারা আমাদের—আদেশ প্রত্যাখ্যান করায় আমরা তাহাদের উপর ধ্বংসকরী বন্যা প্রেরণ করিলাম এবং তাহাদের শস্যোদ্যানগুলিকে কটুফল, ঝাউগাছ আর সামান্য কিছু কুল গাছের দুইটী ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করিলাম। তাহাদের অকৃতজ্ঞতার আমরা এই প্রতিফল দিলাম আর কৃতঘ্নদের ছাড়া এরূপ ভয়াবহ প্রতিফল আমরা কি আর কাহাকেও প্রদান করি? ছাবা: ১৬ আয়ত।

سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى اكل خمط واثل وشئ من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا الكفور –

দুর্ভিক্ষের দণ্ড,

মিছরের ফির্আওনের গোষ্ঠি ইলাহী-বিধানে—বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহাদের প্রতি দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানির শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল। ছুরত আল্ আ'রাফে কথিত হইয়াছে—এবং আমরা ফির্আওনের গোষ্ঠিকে দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানির শাস্তি দ্বারা ধৃত করিলাম, যাহাতে তাহারা উপদিষ্ট হইতে পারে—১৩০ আয়ত।

ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون -

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে সত্যকে অস্বীকার করার প্রতিফল স্বরূপ যাহাদিগকে পার্থিব জীবনে—দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল, কোরআনের ছুরত-কাফে সমষ্টিগত ভাবে তাহাদের কতিপয় দলকে উল্লেখ করা হইয়াছে। আরবগণের পূর্বে হযরত নূহের স্বজাতীয়গণ, হযরত—ইছমাঈলের বংশধরগণের অন্যতম ইয়েমেনের রছ গোত্র,—ছালেহ নবীর উম্মত আরামী ছমূদগণ,—ভ্রাম্যমান সেমেটীকগণের শাখা বাবিলোনিয়ার আদগণ, মিছরের ফির্আওনগণ, লূত নবীর স্বগোত্রদল, জংগলের অধিবাসী অর্থাৎ দদান বা তবুকের অধিবাসী শুআইব নবীর—উম্মত আইকাগণ এবং ইয়েমেনের রাজন্যবর্গ 'তুব্বাঅ'—ইহারা সকলেই সত্যকে এবং আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের প্রতি দণ্ডের আদেশ বলবৎ হইয়াছিল—১২—১৪ আয়ত।

كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد –

বর্ণিত জাতিসমূহ তাহাদের আচরিত কর্মের কিরূপ প্রতিফল ভোগ করিয়াছিল, ছুরত-আল্আন্কবুতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন——অতএব আমরা তাহাদের প্রত্যেককে তাহার অপরাধের জন্য ধৃত করিলাম, তাহাদের কাহারো উপর আমরা প্রস্তর বর্ষণ করিলাম, তাহাদের কেহ শব্দভেদী বাত্যায় আক্রান্ত হইল, তাহাদের কাহাকেও আমরা মাটিতে ধ্বসাইয়া দিলাম আর তাহাদের কাহাকেও আমরা ডুবাইয়া দিলাম এবং আল্লাহ তাহাদের প্রতি অত্যাচারকারী ছিলেননা, পরন্তু তাহারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি অত্যাচারী ছিল——৪০ আয়ত।

فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون –

জাতীয় গৌরবের বিপর্যয় এবং পরাধীনতার দণ্ড,

এযাবৎ যেসকল প্রতিফলের বিবরণ আলোচিত হইল, সেগুলি সমস্তই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্তরভুক্ত, কিন্তু এই শ্রেণীর প্রতিফল ছাড়া ইলাহী-অনুশাসনের বাগাওয়াতের আর একপ্রকার ভয়াবহ দণ্ড অপরাধীদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যাহারা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর প্রতিনিধিস্থানীয় হইবার গৌরবলাভ করিয়াছিল, স্বাধীনতা ও রাজত্বের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা যখন খিলাফতের মহান দায়িত্ব বহন করার অযোগ্য হইয়া পড়িল, শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তাহারা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে অশান্তি, উপদ্রব ও গোলযোগ আরম্ভ করিয়াদিল, ইলাহীবিধানের অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচার, অনাচার

www.ahlehadeethbd.org

ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতে লাগিল, তখন তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিনিধিত্বের গৌরব কাড়িয়া লইলেন, স্বাধীনতা, রাজত্ব এবং জাতীয় প্রতাপের সমুদয় অংশ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। এরূপ একটী জাতির কর্মফল সম্বন্ধে কোর্‌আন সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছে —আমরা বনী-ইছ্‌রাঈলদের জন্য গ্রন্থে নির্ধারিত করিয়াছিলাম যে,— তোমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে দুইবার বিপর্যয় ঘটাইবে এবং তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিবে। প্রথম নির্ধারণ যখন আসন্ন হইল, তখন

وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولى باس شديد فجاسوا خلال الديار و كان وعدا مفعولا –

আমরা তোমাদের উপর আমাদের এক পরাক্রান্ত ও রুদ্রদলকে প্রেরণ করিলাম, তাহারা তোমাদের অধিকৃত দেশের প্রত্যেক অঞ্চলকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিল এবং আল্লাহর নির্ধারণ এইভাবে পূর্ণ হইয়া গেল,— বনীইছ্‌রাঈল : ৫ আয়ত।

বনিইছ্‌রাঈলদের কৃতকর্মের প্রতিফল সম্বন্ধে বাইবেলের পুরাতন বিধানে যিশাইয়, যিরমিয় ও যিহিকেল নবীগণের পুস্তকে আর নববিধানের লুক ও মথির পুস্তকে সুস্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে। প্রথম নির্ধারণ অনুসারে হয়্‌রত ঈছার ৬শত বৎসর পূর্বে বখ্‌তেনছরের নেতৃত্বে বাবিলোনীয়রা ইছ্‌রাঈলীদের কেন্দ্রস্থল যিরূশালিমের পবিত্রভূমিতে হানাদিয়া— সর্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং তাহাদের শ্রেষ্ঠতম উপাসনালয় বয়তুল-মক্‌দছকে জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর ইছ্‌রাঈলীদিগকে শতাব্দী কাল পর্যন্ত তাহারা বাবিলনে কয়েদ করিয়া রাখে। শতাব্দীকালপর পারস্যসম্রাট ইছ্‌রাঈলীদিগকে — উদ্ধার করেন এবং ইয়াহুদীয়ার বিধ্বস্ত জনপদগুলি আবার সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নির্ধারণ সম্বন্ধে হয্‌রত ঈছা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন— "আর যখন তোমরা যিরূশালিমকে সৈন্যদল পরিবেষ্টিত— দেখিবে, তখন জানিবে যে, তাহার ধ্বংস সন্নিকট। কেননা তখন প্রতিশোধের সময়। যেসমস্ত কথা— লিখিত আছে, সেসমস্ত পূর্ণ হইবার সময়! দেশে বিষম দুর্গতি এবং এই জাতির প্রতি ক্রোধ বর্তিবে। লোকেরা খড়্‌গতলে পতিত হইবে এবং বন্দী হইয়া সকল জাতির মধ্যে নীত হইবে। *

হয্‌রত ঈছার ৭০ বৎসর পর ইন্‌জীল কিতাবের উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। এ বিষয়ে কোর্‌আনের সাক্ষ্য যে, অতঃপর যখন দ্বিতীয় নির্ধারণের সময়— উপস্থিত হইল, তখন আমি তোমাদের— মুখকে অপমানের — কালিমায় কলংকিত

فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا –

করার জন্য এবং প্রথম বারে যেমন আক্রমণকারী দল পবিত্র মছ্‌জিদে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি পুনরায় প্রবেশ করার জন্য এবং সমুদয় অধিকৃত বস্তুসমূহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার জন্য আর এক দল লোককে প্রেরণ করিলাম—৭ আয়ত।

বনী ইছ্‌রাঈলদের এই দ্বিতীয় পরাজয় এবং বয়তুল মক্‌দছের পতন রোমকগণ কর্তৃক টেটিংসের— নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কেবল ইছ্‌রাঈলীয়দের জাতীয় পতন এবং যিরূশালিমের ধ্বংসের ইতিহাস বর্ণনা করাই কোর্‌আনের উদ্দেশ্য নয়, বখ্‌তেনছরের দলকে আল্লাহ স্বীয় দল রূপে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহাদের অভিযানকে তাঁহার প্রেরিত অভিযান বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য এই যে, বখ্‌তেনছর ও টেটিয়সের অভিযান, পবিত্র ভূমির বার-ম্বার বিধ্বস্তি এবং ইছ্‌রাঈলীয়দের পতন তাহাদের দুশ্চরিত্রতা ও আইনঅমান্যের প্রতিফল ব্যতীত অন্য কোন কারণে ঘটে নাই এবং উপরিউক্ত ব্যাপারগুলি ইলাহি-বিধানের অন্তর্গত 'প্রতিফল নীতি' অনুসারেই সংঘটিত হইয়াছিল।

পরাধীনতার অভিশাপ,

মানবত্বের বিকাশ, জাতীয় সম্মান ও গৌরবের

* লুক (২১) ২০, ২২ ও ২৪ শ্লোক।

প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সুখ সমৃদ্ধির সংরক্ষণকল্পে স্বাধীনতা একান্তভাবে অপরিহার্য, ইহা মানবজীবনের—শ্রেষ্ঠতম দাবী, পরাধীন জীবন এবং পশু জীবনের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। পরাধীনতার তুল্য—অভিশাপ কোন জাতির পক্ষে অন্য কিছুই হইতে পারে না। ইহার সাধারণ বিষময় ফল সম্বন্ধে কোরআনের সাক্ষ্য যে, — সাম্রাজ্যবাদীর দল— যখন কোন জনপদে প্রবেশ লাভ করে, তখন সে জনপদের শান্তি ও সমৃদ্ধি তাহারা সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে এবং উপদ্রব, অশান্তি ও ফছাদ আরম্ভ করিয়া দেয়, দেশের সমুদয় বিধিব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে তাহারা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত ও প্রতিপত্তিশীল—দলকে তাহারা সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত শ্রেণীতে পরিবর্তিত করে। সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনের ইহাই সাধারণ নিয়ম—আন্‌নমল : ৩৪।

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون -

পরাধীন জীবনের যে ভয়াবহ চিত্র কোরআনে অংকিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী রেখা যে কিরূপ সুস্পষ্ট, মানব জাতির ইতিহাস, বিশেষ করিয়া হিন্দ উপমহাদেশে মুছলমানগণের বিগত দুই শতাব্দীর ইতিহাসের প্রত্যেকটী পৃষ্ঠা তাহার জলন্তসাক্ষ্য। কোরআনের নির্দেশ যে, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা,—গৌরব ও অপমান জাতির কৃতকর্মের প্রতিফল মাত্র। প্রতিফলের এই অমোঘ ও অলংঘনীয় বিধানের হস্ত হইতে কোন জাতির পক্ষে রেহাই পাওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রাকৃতিক প্রতিফলের দার্শনিক ব্যাখ্যা।

একটী বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ করা উচিত যে, পানী, বাতাস, মাটি সমস্তই সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণের—অপরিহার্য উপকরণ, অথচ কৃতকর্মের পার্থিব প্রতিফল যখন দণ্ডের আকারে আত্মপ্রকাশ করে তখন—জীবন ও প্রতিপালনের এই উপাদানগুলি ধ্বংসলীলার উপকরণে পরিণত হয়। যে আকাশ স্বীয় বৃষ্টিধারায় ধরিত্রীর বক্ষকে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া তোলে, উষর ভূমিকে উর্বর ও শস্য শ্যামলায় পরিণত করে, ইলাহী-আইনের অমান্যকারীদের কর্মফল রূপে সেই আকাশ প্রস্তর বর্ষণ করিয়া থাকে, বৃষ্টিধারা প্রবল বন্যার রূপ পরিগ্রহ করে, অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা সৃষ্টি হয়। যে মাটির বুক জীব জগতের স্থিতি ও আবাস গৃহ রূপে সৃজিত হইয়াছে, বিদ্রোহীদল তাহাদের গগণস্পর্শী প্রাসাদমালা ও ধনরত্নের ভাণ্ডারসহ উহাতে ধ্বসিয়া গিয়াছে। বায়ু জীবনের পক্ষে সর্বক্ষণের জন্য সর্বাপেক্ষা আবশ্যক উপকরণ—কিন্তু অনাচারীদের জন্য উহা প্রলয় ঝটিকায় পরিণত হয়। প্রতিফলের উপরিউক্ত সমুদয় দৃষ্টান্ত—কোরআনে বিবৃত হইয়াছে। এই সকল ঘটনা দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? প্রাকৃতিক শক্তিগুলি যে সকল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর আজ্ঞাবহ, ওগুলির—উপর মানুষের যে কোন হাত নাই, সর্বপ্রথম ইহাই প্রমাণিত হয়। এই কথার দিকেই ছুরত-আলেইমরানে ইংগিত করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, তবে কি তাহারা আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য— কোন বিধানের অনুসরণ করিতে চায়? অথচ — আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যতকিছু আছে, সমস্তই তাঁহার বিধানের সম্মুখে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় নতশির রহিয়াছে—৮৩ আয়ত।

افغير دين الله يبغون ؟ وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها -

উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আকাশ, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু ও মৃত্তিকা প্রভৃতির নিজস্বভাবে উপকার বা অপকার সাধন করার ক্ষমতা নাই, এগুলির শক্তি আপেক্ষিক মাত্র। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, ওগুলির সাহায্যে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়, আবার যখন মানুষ আল্লাহর আইনের অন্যথাচরণ করে, তখন ওগুলির কল[redacted] স্বভাব ধ্বংসকরী প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়

এইরূপ একজাতির অনাচার ও বিদ্রোহে যখন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, তখন তাহাদের স্পর্দ্ধা ও উপদ্রবকে প্রশমিত করার জন্য আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

কোরবানী

—মুফাখ্‌খারুল ইস্‌লাম

স্মৃতির হাওয়ায় ভেসে আসে
কালের তিমির সাঁতারিয়া
খলীলের ত্যাগ-দৃঢ় হাতে
কোরবানীর দুলালের খুনরাঙা পিরাহান নিয়া।

ফিরিশ্‌তার পাখায় পাখায়
কাঁপিতেছে সেই পিরাহান,
জীল্‌হজ্জের চাঁদ ঘিরে গোধূলির রক্তমেঘছায়
চায় সে যে দুলালের জান :
বাড়াও তোমার মুঠি-রক্ত রাঙা হাত
বাঁচাইতে খলীলের আগ্নেয় মিল্লাত!

মায়েরা হাজেরা তাই—দুলালের গায়
শাহানা লেবাস পরাইয়া
জিহাদের পথে তারে আলোকের উদ্দীপ্ত রাহায়
দেয় পাঠাইয়া!
বলে : ওরে, বাছা মোর, হৃদয়ের রক্ত নিঙাড়িয়া
বত্রিশ ধারার সুধা পান তোরে করায়েছি কাল,
আজি তার শোধ চাই—রক্ত দে'রে আল্লার রাহায়
ঘনায়েছে জিহাদ করাল!

আল্লার কোরবান-গাহে ছুটিয়াছে মুস্‌লিম-কাফিলা
কওমের ঝাণ্ডা হাতে দেখাতে খুনের মুক্তিলীলা!
সবাই কোরবান-দিল
সবাই মুক্তির পথে আজি ইস্মাঈল!

হে আল্লাহু রব্বে জাল্লা শান!
কবুল করিয়ো তুমি আমাদের রক্ত জান প্রাণ!

(৫৬১ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

আর একজাতির সাহায্যে তাহাদিগকে দমন করিয়া থাকেন। [redacted]দের সাহায্যে উৎপীড়কদিগকে দমন করাহয়, [redacted]দৃঢ়প্রত্যয় ও চরিত্রমাহাত্ম্যে সর্ব্বক্ষেত্রে যে উন্নতজীবনের অধিকারী হইয়া থাকে, তাহা নয় কারণ উদ্দেশ্য হয়—অপরাধী জাতির কৃতকর্মের আংশিক প্রতিফলের ব্যবস্থা করা এবং তাহাদিগকে তাহাদের মূল আদর্শের দিকে ফিরাইয়া আনা। কিন্তু যখন কোন জাতি তাহার কলুষিত চরিত্রের ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে তাহার অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখার যোগ্যতা—হারাইয়া ফেলে, তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিয়া ফেলাহয় এবং তাহার পরিত্যক্ত স্থানের অধিকার যোগ্যতর জাতির হস্তে সমর্পিত হইয়াথাকে।

www.ahlehadeethbd.org

আধুনিক নারী-স্বাধীনতার স্বরূপ

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ-বি, টি।

(২)

একেই বলে স্বাধীনতা!

পাশ্চাত্যের নারীরা যে মানবীয় অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করিতেছে নিরপেক্ষ সমালোচক ও সত্যদ্রষ্টার নিকট উহার দুইটী পরস্পর—বিপরীত রূপ ধরা পড়িবে। এক দিকে আজও তাহারা নারীর স্বাভাবিক জন্মগত বহু অধিকার হইতে—বঞ্চিতা অন্য দিকে অনধিকার চর্চ্চা ও সীমা লঙ্ঘনের কার্যে তাহাদের অপরিসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনা—পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শুনিতে আশ্চর্য্য লাগে আধুনিক নারী পতিত্ব বরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পৃথক অস্তিত্ব মায় তাহার আশৈশব নাম ও বংশগত চিহ্ন সমস্তই মুছিয়া ফেলিয়া স্বামীর চরণ পদ্মে আপনার পৃথক সত্ত্বাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। আর স্বামী নির্ব্বাচনে নারীর আন্তরিক বাসনা ও ব্যক্তিগত অধিকারকে পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দানের যে কথা সদম্ভে ঘোষণা করা হইয়া থাকে বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে তাহাও সঙ্কীর্ণ ভৌগলিক জাতীয়তা ও চর্ম্মকৌলিন্যের বেড়াজালকে বড় বেশী অতিক্রম করিয়া যাইতে—পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃটেনের যে কোন নারী স্বেচ্ছায় বিদেশী কোন সম্মানীয় পুরুষকেও স্বামী রূপে বরণ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই—তাহাকে ব্রিটীশ নাগরিকত্ব হারাইতে হয়। আমেরিকার এক অপদার্থ শেতাঙ্গিনী সর্ব্বগুণবিশিষ্ট এক কৃষ্ণকায় নিগ্রোকে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে জীবন-সহচর রূপে নির্ব্বাচন করিলে সেই হতভাগ্য নারীকে শাস্তি-স্বরূপ দুই হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইতে হয়! যুগ যুগান্তর হইতে সভ্য জগতের নারীরা যে সব মৌলিক মানবীয় অধিকার হইতে বঞ্চিতা রহিয়াছে তাহার অংশ বিশেষ অর্জ্জনের জন্য আজ পুরুষ কর্ত্তাদের খেদমতে দাবী পেশ করার উদ্দেশ্যে জেনেভার আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ করিতে দেখা যায়! অন্য দিকে তাহারা নারীর—স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র ও কর্ম্ম কেন্দ্র ছাড়িয়া দিয়া নানাবিধ অবাঞ্ছিত অনধিকার চর্চ্চায় মাতিয়া উঠিয়াছে এবং নারী স্বাধীনতার প্রাকৃতিক সীমারেখা উলঙ্ঘন করিয়া সামাজিক জীবনে বিপর্য্যয় ও পারিবারিক—জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ডাকিয়া আনিতেছে।

এই সীমালঙ্ঘনের প্রকৃতি ও উহার ফলাফল—পর্য্যালোচনা ও বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

সীমা লঙ্ঘনের প্রথম পদক্ষেপ ঃ পর্দার অপসারণ

সীমা লঙ্ঘনের প্রথম পদক্ষেপ নারীর স্বাভাবিক আবরণ বা পর্দ্দার অপসারণ। নারীর চেহারা ও—বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির প্রতি পুরুষের একটি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। নারী দেহের নগ্ন সৌন্দর্য্য—অনেক সময় পুরুষের অন্তরকে করে মুগ্ধ, তার দৃষ্টিকে করে আকর্ষণ এবং সুপ্ত যৌন-চেতনাকে করিয়া তোলে জাগ্রত ও উদ্দীপিত। নারীর আত্ম-সম্ভ্রম বজায়—রাখার জন্য বিনা প্রয়োজনে পুরুষের সংমিশ্রণে না আসা এবং বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে পুরুষের লোভ আকর্ষক শরীরাংশকে আবৃত করিয়া বহির্গত হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আধুনিক নারী সমাজ এই একান্ত কাম্য এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় পর্দ্দাটুকুকেও মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা এবং নারীত্বের অবমাননাকর—কার্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাহারা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ঘরের বাহির হইতে ভালবাসে এবং সব পুরুষের সহিত অবাধ মেলা মেশার কার্য্যকে—সভ্যতার অপরিহার্য্য নমুনা মনে করিয়া থাকে। শুধু তাই নয়, পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নিজেদের দৈহিক সৌন্দর্য্যের নির্লজ্জ প্রকাশ আজকাল মেয়েদের সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে। ফলকথা পোষাক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিচ্ছদে নগ্নতা, অঙ্গ-অবয়ব সঞ্চালন ও চালচলনে বেহায়াপনা, দেহের লোভনীয় অংশগুলিকে সপ্রকাশ রাখিবার উৎকট আগ্রহ নারী সমাজে ব্যাপক—আকারে সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ পরপুরুষের সহিত অবাধ সংমিশ্রণ

স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এই সংমিশ্রণের প্রকৃতি ও ফলাফল পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।—এখন পরিণত বয়স্কদের মধ্যে কি আকারে এই মিলা মিশা সংঘটিত হয় এবং কেমন করিয়া যৌন-ব্যভিচারের পঙ্কিল স্রোত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেয় তাহাই বর্ণিত হইবে।

(ক) কোর্টশিপ বা পরীক্ষামূলক বিবাহ

পাশ্চাত্যের আধুনিক যুবক যুবতিরা মনে করিয়া থাকে যে, আসল বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী স্বামী ও—স্ত্রীর মনের মিল ও শারীরিক সামঞ্জস্য যাচাই করিয়া দেখার জন্য বেশ কিছুদিন তাহাদের একত্র বসবাস করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য সাধারণতঃ একজন যুবতি পছন্দসই একটি যুবককে তাহার সহচররূপে বাছিয়া লয়। তাহারা সর্ব্বদা হাত ধরাধরি করিয়া একত্রে চলাফেরা করে, বিলাসভ্রমণ বা পিকনিকে বহির্গত হয়, দূরবর্ত্তী কোন অপরিচিত স্থানে গমন করিয়া তথায় মানসিক সামঞ্জস্য পরীক্ষার সঙ্গে—সঙ্গে দৈহিক মিলনের উপযুক্ততার পরীক্ষাও চালাইতে থাকে। তখন তাহারা বিশ্বের প্রচলিত যাবতীয়—আইন কানুন ভুলিয়া যায়। পুরুষের কুকুর ও নারীর শূকর প্রবৃত্তিই তখন তাহাদের মোহাচ্ছন্ন মনের—উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে। আইন ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে এই পরীক্ষামূলক মিলন দোষাবহ হইলেও বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সমাজের ব্যাপক প্রচলিত রেওয়াজ হিসাবে সকলের নিকটই উহা এখন গা-সহা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মজার কথা এই যে, এই তথাকথিত পরীক্ষামূলক বিবাহ (Trial Marriage) আসল বিবাহের প্রস্তুতি হিসাবে গন্য হইলেও—আজকাল এই পরীক্ষা কার্য্য শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছে— মাত্র শতকরা ১০টি ব্যাপারে উহা আসল বিবাহে রূপান্তরিত হইতেছে, * তবু ঐ দেশের একদল লেখক ও তথাকথিত সমাজ সংস্কারক এই পরীক্ষামূলক বিবাহকে আইনতঃ সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য জোর ওকালতি শুরু করিয়া দিয়াছেন— তাঁহারা পরিষ্কার বলিয়া বেড়ান যে, আইনে দুইপ্রকার বিবাহের স্বীকৃতি থাকা—প্রয়োজন—একটির উদ্দেশ্য হইবে নিছক যৌনমিলন, অপরটির সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন। † যুবসমাজে এই নব-মতবাদ ও উহার প্রপাগাণ্ডার ফল দ্রুত ফলিতে শুরু করিয়াছে। বান্ধব-বান্ধবীর বাস্তব প্রেমনিবেদনকে বিপদমুক্ত ও নিরাপদ করার জন্য নিত্য নূতন বিবিধ প্রকরণের জন্ম-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, নব নব—রাসয়নিক দ্রব্য এবং বহু অদ্ভুত ক্রিয়াপদ্ধতি অবিরাম আবিষ্কৃত হইয়া চলিয়াছে। ইউরোপ আমেরিকায় এই সব যন্ত্রের প্রচলন কোটি কোটির উপর উঠিয়া গিয়াছে, পাশ্চাত্যের যেকোন ঔষধের দোকানে অহরহ যুবকযুবতির দলকে উক্ত দ্রব্য বা যন্ত্র ক্রয়ের জন্য ভিড় জমাইতে দেখা গিয়া থাকে। ‡

পরীক্ষামূলক বিবাহের বহুদোষের মধ্যে একটি মারাত্মক দোষ এইযে অনেক সময় মোহান্ধ যুবক—বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে এই সুযোগ গ্রহণ পূর্ব্বক এক হইতে অন্য নারী-দেহের মধু অন্বেষণ—করিয়া বেড়াইতে থাকে এবং যুবতি নারীও ভাগ্য অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ঘন ঘন শিকার পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। এক শিকারের সমস্ত রক্ত চুষিয়া নিষ্করুণভাবে তাহাকে পথে নিক্ষেপ করিয়া অন্য শিকারের রক্ত পানের জন্য হিংস্র-লুব্ধ দৃষ্টিতে সে সুযোগের অন্বেষণ করিতে থাকে। এই ট্রায়াল ম্যারিজ বা—পরীক্ষামূলক বিবাহের কল্যাণে রহস্যময়ী নারীর—বিচিত্র লীলাখেলায় কত মোহান্ধ পুরুষকে যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী সাজিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

---

* Abolish Marriage—Page 31

† Revolt of Modern youth—P. 195.

‡ আবুল হাসানাৎ—যৌনবিজ্ঞান, ২য় খণ্ড—৬১পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(ঘ) সম্পর্কহীন পুরুষের সহিত বিবাহিতা নারীর সখ্য ও বন্ধুত্ব—

নারীরা প্রথমে আপন স্বামীদের সাহায্যেই পরপুরুষের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করে। আধুনিক সামাজিক নিয়মে আনন্দউৎসব, নৃত্যানুষ্ঠান, সরকারী বেসরকারী দরবার, ক্লাব প্রভৃতিতে স্বামীর সহিত—স্ত্রীরাও একত্রে যোগদানের সুযোগ পাইয়া থাকে। এইভাবে যাতায়াতের ফলে তাহারা স্বামী-বন্ধুদের সহিত পরিচিত হয়, করমর্দ্দনের সৌভাগ্য অর্জ্জন করে, বন্ধুত্বের ভাব গড়িয়া উঠে। পরে বন্ধুত্ব গাঢ়—হইয়া উঠে। এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে পরে স্বামীর সাহচর্য্য ব্যাতিরেকেই বন্ধুদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ, যত্রতত্র গমন, আনন্দ ভ্রমণ প্রভৃতি শুরু হইয়া যায়। পাশ্চাত্যের অধুনা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় ইহার প্রচুর সুযোগও বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বামীর দল আপনাপন স্ত্রীর একঘেয়ে চালচলন ও বৈচিত্রহীন আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া অবসর বিনোদনের অজুহাতে নূতনত্বের আস্বাদ লাভ ও আনন্দ আহরণের জন্য যখন নানাদিক ঘুরিয়া বেড়ায় তখন—তাহাদের সুযোগ্য স্ত্রীরাও অনুরূপ উদ্দেশ্যে গৃহের প্রাচীর টপকাইয়া বাহিরের আলোবাতাসে পুরুষ বন্ধুদের নিকট হইতে বৈচিত্র লাভের সাধনায় ব্রতী হইয়া থাকে!

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে সম্পর্কহীন পুরুষের সহিত বিবাহিতা নারীর অবাধ মিলামিশার কিঞ্চিৎ পরিচয় ও নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ইটালীতে বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েরা সাধারণতঃ বিনা প্রয়োজনে গৃহের বাহির হয় না এবং অনেকটা সংযত জীবন যাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু বিবাহের পরপরই তাহাদের সংযমের বাঁধ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। স্বামী ছাড়া তাহারা আরও অন্ততঃ তিন চারিজন অন্তরঙ্গ পুরুষ-বন্ধু জুটাইয়া লয় এবং তাহাদের সহিত অবাধ মিলামিশা ও যত্রতত্র ভ্রমণ বিহারের অভ্যাস গড়িয়া তোলে। *

স্পেনের প্রত্যেক ভদ্র গৃহের একটি সামাজিক—শিষ্টাচার এই যে কোন পুরুষ কোন মেয়ের সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ পাইলেই তাহার সহিত তাহাকে প্রেমের অভিনয় করিতে হয়। কোন নিরীহ পুরুষ এই সুযোগের অসদ্ব্যবহার করিলে মেয়েরা তাহাকে নেহায়েৎ কৃপা ও কটাক্ষের চক্ষে দেখিয়া থাকে। *

ফ্রান্সের বিবাহিতা স্ত্রীরা নির্ব্বিবাদে এবং অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবেই পর-পুরুষের সহিত মিলামিশা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ স্বামীর পরিবর্ত্তে পুরুষ বন্ধুদের সাহচর্যেই ভ্রমণ ও ঘুরাফিরা করিতে তাহারা—অধিক আমোদ পাইয়া থাকে। অন্য পুরুষের সহিত আপন স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানা থাকিলেও স্বামীরা বিশেষ আপত্তি বা উচ্চবাচ্য করে না। কারণ তাহা হইলে তাহাদের স্ত্রীরাও স্বামীদের বহুবিধ—অবৈধ সম্পর্কের গোপন কথা ফাঁস করিয়া দিয়া একটা অবাঞ্ছিত গোলমাল সৃষ্টি করিয়া দিবে। *

যুগোশ্লাভিয়ার অবস্থাও তথৈবচ। সেখানে—এমন বহু স্ত্রীকে দেখা যাইবে যাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইয়াছে এক ব্যক্তির সহিত কিন্তু অবলীলাক্রমে যৌন জীবন যাপন করিতেছে অন্য ব্যক্তির—সহিত। *

পাশ্চাত্যের যোগ্য চেলা জাপান এই ব্যাপ্যারে আরও কিছুটা আগাইয়া গিয়াছে। সেখানে পর-পুরুষের সহিত শুধু মিলামেশা নহে, একত্রে রাত্রি—যাপনও বিশেষ দোষনীয় বিবেচিত হয় না। এত দিন ধর্ম্ম মন্দিরে সেবারতা বালিকা অথবা প্রতিবেশীর বয়স্কা মেয়েরা মিলনাকাঙ্খী পুরুষের যৌনলালসার—খোরাক রূপে যদৃচ্ছ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু উহার প্রচলন অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সমাজ জীবনের উপর উহার অপপ্রভাব প্রসারিত হওয়ায় সম্প্রতি আইনের সাহায্যে এই প্রচলিত রীতি নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে উহার ব্যাপকতা কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আইনের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এখনও—গোপনে উহা দস্তুরমত চালু রহিয়াছে। * বিদেশীয়দের সহিত সখ্য স্থাপনপূর্ব্বক দু পয়সা রোজগার—করিয়া লইতে জাপানী মেয়েদের যথেষ্ট খ্যাতি রহি-

* Polygamy and the Pardah system, Pages 90—98.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

য়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানে আমেরিকার বিজয়ী সৈন্যগণের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জাপানী মেয়েরা তাহাদের সহিত সখ্যতা (Fraternisation) — স্থাপনে আগাইয়া আসে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ এই অনুপ্রবেশের দশম মাসেই ১৮০০০ জারজ জাপ-আমেরিকান সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। পরবর্ত্তী— সময়ে এই সখ্যতার ভাব নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেই হারেই অবৈধ মিলন ও জারজ সন্তানের পয়দায়িশ সংঘটিত হইতেছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বিজিত জার্ম্মানীও এবিষয়ে পিছাইয়া নাই। আমেরিকার সৈন্য এবং জার্ম্মান মহিলাদের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন ও মিলনের ফলে বিগত ৫।৬ বৎসরে এত অধিক হারামী সন্তান দুনিয়ার আলো বাতাস— দেখার সুযোগ পাইয়াছে যে, তাহাদের মিলিত শক্তি আগামী বিশ্বযুদ্ধের এক বিপুল খোরাক রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। পশ্চিম জার্ম্মানীর এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে যে, আগামী বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের রক্ষা ব্যবস্থায় জার্ম্মান সৈন্যের সহায়তার প্রয়োজন হইলে পশ্চিমা শক্তিবর্গকে মাত্র একটি কাজ করিতে হইবে—তাহা এই যে, তাহারা এই কয় বৎসরে যে সন্তান বাহিনীর জন্ম দিয়াছে — তাহাদের গায়ে শুধু একটী করিয়া সৈনিকের পোষাক পরাইয়া দিতে হইবে। এই বিপুল বাহিনীর সঠিক সংখ্যা জানা যায় নাই তবে কাহারও কাহারও মতে উহা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে গিয়া দাঁড়াইতে পারে। ইহাদের লইয়া জার্ম্মানী এবং মিত্র পক্ষ উভয়ই মহা ফাঁপড়ে পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বস্ত মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, এই দখলী শিশুদের (Occupation babies) প্রতিপালন, ভরণ পোষণ ও দায়িত্বভারের প্রশ্ন লইয়া যুদ্ধাবসান চুক্তি পত্রের বিষয় বস্তুতে দারুণ মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। *

* * * *

নারী স্বাধীনতার তৃতীয় পদক্ষেপ : আর্থিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রয়াস

নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগের যে অদম্য আকাঙ্খা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা নারীদের মধ্যেও জাগ্রত হইয়াছে উহা পরিপূরণের পথে কোন কোন সময় স্বামীরা অন্তরায় স্বরূপ দাঁড়াইয়া যায় এবং পারিবারিক — কর্ত্তব্য ও গৃহ সংসারের দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য স্ত্রীদের উশৃঙ্খল গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে বাধ্য হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীদিগকে এই কন্‌ট্রোল ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হয় কিন্তু উহাকে তাহাদের প্রতি— স্বামীদের না-হক জুলুম এবং অন্যায় হস্তক্ষেপ বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায়— আর্থিক ব্যাপারে উপার্জ্জনশীল পুরুষের উপর নারীর একান্ত নির্ভরশীলতাই নাকি এজন্য দায়ী। পুরুষ অর্থ উপার্জ্জন করে বলিয়াই অন্ন বস্ত্র, বিলাসোপকরণ এবং আবশ্যক যাবতীয় দ্রব্য সম্ভারের জন্য একান্ত অসহায় ভাবে তাহাদের দয়ার উপর হতভাগ্য নারীকে — নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়—তাহাদের কৃপামিশ্রিত অন্ন কুড়াইয়া খাইতে হয়। সুতরাং তাহাদের ধারণা যে, এই অবস্থার প্রতিকার এবং সত্যকার স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য নারীকে এই আর্থিক অধীনতার নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইতেই হইবে।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে আধুনিক নারীরা হিতাহিত বিবর্জ্জিত অবস্থায় আনন্দোল্লাসে যে পথে হাঁটিতে শুরু করিয়াছে তাহার পরিচয় লাভ এবং উহার প্রতি-ক্রিয়া ও ফলাফল বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে অর্থোপার্জ্জনের জন্য মেয়েদিগকে — সাধারণতঃ চারি প্রকার কার্য্যে নিযুক্তা দেখিতে — পাওয়া যায়।

প্রথম— সম্মানজনক চাকুরী বা স্বাধীন — ব্যবসায়। এই কাজে নিয়োজিতা মহিলাদের সংখ্যা অন্যান্য উপায়ে উপার্জ্জনশীলা মেয়েদের তুলনায় নেহায়েৎ অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের অধিকাংশকেই— শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন ব্যবসায়, অন্যান্য — ছোট খাট চাকুরী প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উচ্চ শিক্ষা ও প্রতিভাস্ফুরণের সর্ববিধ সুযোগ পাওয়া স্বত্ত্বেও পাশ্চাত্যের কোন— গণতান্ত্রিক দেশেই বড় বড় সম্মানজনক ও দায়িত্ব পূর্ণ চাকুরী এবং রাষ্ট্রশাসন ও দেশ রক্ষার গুরুত্ব পূর্ণ পদ

* Pakistan Observer—May 19, 1951.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমূহে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যা বিবেচিত হয় নাই।

দ্বিতীয়, সিনেমা, থিয়েটার, পোস্টাফিস, রেলওয়ে স্টেশন প্রভৃতির বক্স অফিস অর্থাৎ টিকিট বিক্রয়ের কাজ, দোকানের বিক্রেতা এবং হোটেলের পরিবেশিকা, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স অফিস ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাজ, অফিসের টাইপিস্ট, বড় সাহেবদের স্টেনোগ্রাফার, প্রাইভেট ক্লার্ক ও সেক্রেটারী এবং হস্‌পিটালের নার্স প্রভৃতি কার্য্যেই অধিক সংখ্যায় নিয়োজিতা দেখাযায়। বক্স অফিসসমূহ এবং দোকান, হোটেল প্রভৃতিতে সুন্দরী মেয়েদের নিয়োজিত—করার পশ্চাতে মালিকদের যে স্বার্থসংযুক্ত একটি—বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে সেকথা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয়না। পুরুষ গ্রাহক ও ক্রেতাদেরকে যুবতি মেয়েদের কমনীয় সৌন্দর্য্য, মিষ্ট মধুর আলাপ এবং চপল অঙ্গভঙ্গির লোভনীয় ফাঁদে আটকাইয়া টিকিট বিক্রয় ও জিনিষ কাটতির এ এক অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নহে। আর পুরুষ বড়কর্ত্তাদের পাশেই আধুনিক লেংটা সাজে সজ্জিতা টাইপিস্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারী, স্টেনো গ্রাফার প্রভৃতির নিয়োগের অন্তর্নিহিত উদ্দ্যেশ্যটাও সহজেই অনুধাবনযোগ্য। তারপর নার্সদের কথা। ইহারা সমাজের বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্তা থাকিলেও যেভাবে যে পরিবেশের ভিতর তাহাদিগকে অবস্থান ও চলাফেরা করিতে হয় তাহাতে নৈতিক অধঃপতন ও পদস্খলন হইতে রক্ষা পাওয়া যে কতবড় দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা উপলব্ধি করা শুধু ওয়াকেফহাল ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব।

তৃতীয়, পরিশ্রমমূলক কাজ। স্বল্পশিক্ষিতা দরিদ্র শ্রেণীর মেয়েরা সাধারণতঃ কলকারখানা ও খনি প্রভৃতিতে কুলি মজুরের পরিশ্রমজনক কার্য্য—গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে দেশ ও স্থান বিভেদে ভিন্ন ভিন্ন শিফ্‌টে ১০ হইতে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত নারীর স্বভাব দুর্লভ কঠিন কাজে লিপ্ত থাকিতে হয়। কোথাও কখনও এমন হয় যে আসন্নপ্রসবাকে খনিতে কাজ করিতে করিতে কয়লার ঝুড়ি সমেত পড়িয়া গিয়া রাস্তায় সন্তান প্রসব করিতেও দেখা যায়। * সন্তান প্রতি-পালন ও তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষাদান, সেলাই, তুলির কাজ, গৃহের সাজসজ্জা অথবা নৃত্যগীত প্রভৃতি নারীসুলভ ও অবসর বিনোদক কাজের জন্য বিন্দুমাত্র ফুরসত তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। নির্দ্ধারিত কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে যন্ত্রের মত ধরাবাঁধা নিয়মে করিতে করিতে তাহারাও যন্ত্রবিশেষে পরিণত হইয়া যায়। তারপর— এই সব স্বল্প মাহিনার কুলি মজুরদিগকে আর্থিক অভাবনিবন্ধন বস্তি এলাকায় সঙ্কীর্ণগৃহে—আপন পর একত্রে মিলিতভাবে যেরূপ জঘন্য পরিবেশের ভিতর বাস করিতে হয়—তাহাতে যৌন-পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলারও কোন উপায় অবশিষ্ট থাকেনা।

চতুর্থ, অবৈধ উপায়ে উপার্জ্জন। 'সভ্য' জগতে এই শ্রেণীর নারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে যাহারা **গতর খাটাইয়া** নহে, গুটিকয়েক রৌপ্যচক্রের বিনিময়ে **গতর বিকাইয়া,** পুরুষের পদপ্রান্তে আপনার মান ও ইয্‌যৎকে লুটাইয়া দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের এক—শ্রেণী পেশাদার বারবণিতা, অন্য শ্রেণী যৌন ব্যভিচারের চোরাকারবারী। প্রথম শ্রেণী সরকারের—নিকট হইতে দস্তুরমত লাইসেন্স লইয়া সহর বন্দরের প্রকাশ্যস্থলে যৌন ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। ইহারা প্রধানতঃ বৈবাহিক জীবনের অধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তি পাওয়ার আশায় এই ঘৃণিত পথ বাছিয়া লয়, কিন্তু অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস এইযে, তাহাদের অধিকাংশকেই পতিতালয়ের অংশিদার নর-পিশাচদের অর্থলালসায় ও চণ্ডীরূপী ব্যবস্থাপিকার নিষ্ঠুর তত্ত্বাবধান ও নির্দ্দয় পরিচালনায় অভিশপ্ত জীবনের দুর্ব্বিসহ বোঝা নিরন্তর টানিয়া যাইতে হয়। তারপর লাইসেন্সবিহীন দেহব্যবসায়ী নারীদের কথা। ইহারা নাকি ভদ্রপরিবারের শিক্ষিতা মেয়ে। তাই প্রকাশ্যে দেহদান ব্যবসায়ে লিপ্ত নাহইয়া বিচিত্র কালবাজারী আবরণে নিজদিগকে ঢাকিয়া রাখে এবং একশ্রেণীর দালালদের যোগসাজসে গ্রাহক যোগাড় করিয়া গুপ্ত কামাচারবৃত্তির সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অধুনা 'সভ্য'জগতের ছোট বড় সমস্ত—

* ইত্তিহাদ, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ সন।

www.ahlehadeethbd.org

সহরগুলিতে চুল কাটার সেলুন, মাথা ডলার মেসেজ হোম, হোটেলের খাস কামরা প্রভৃতির পর্দ্দার— আড়ালে এই গুপ্ত ব্যভিচার ব্যবসায় শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এইরূপ নারীর দেহদান পদ্ধতি বে-আইনি ঘোষিত হইলেও শাসনবিভাগের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় ইহার কালবাজার সরগরম হইয়া আছে। তারপর আজ-কাল অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে দলে দলে নারীরা সিনেমা, থিয়েটার, কার্ণিভ্যাল, সার্কাস প্রভৃতিতে ঢুকিয়া থাকে। এই অর্থের বিনিময়ে তাহাদের ইয্-যৎ ও আব্রুকে কিভাবে বিসর্জ্জন দিতে হয় এবং পরি-চালক ও অভিনেতাদের কামবহ্নি ঠাণ্ডা করার জন্য কি রূপ অভিনয়ে মাতিয়া উঠিতে হয় তাহা — সাধারণের নিকট রহস্যের গূঢ় আবরণে আচ্ছাদিত কিন্তু চরম সাবধানতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে যখন সেই নিগূঢ় পরদা ভেদ করিয়া উক্ত রহস্য-জগতের গ্লানিকর বার্ত্তাসমূহ বাহির বিশ্বে প্রকাশিত হইয়া যায় তখন দুঃখে, লজ্জায় ও বিস্ময়ে প্রিয়মান হইয়া যাইতে হয়।

বেশ্যা প্রথার কুফল

মানব দেহের উপর প্রকাশ্য ও গোপন উভয়বিধ বেশ্যাবৃত্তির বহু কুফলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক কুফল গণোরিয়া ও সিফিলিস রোগের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক 'সভ্য' দেশেই উহা ভয়াবহ আকারে সংক্রামিত ও প্রসা-রিত হইয়া সমাজের কর্ম্মক্ষম ও কার্য্যকরী শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। জনৈক ইংরাজ লেখক এই বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহার Prostitution——the Moral Bearing of the Problem পুস্তকে বলেন, It threatens not only the physical vigour of the English race but even the very existence, involving as it does the innocent & guilty in one common catastrophy অর্থাৎ এই রোগের— আক্রমণে ইংরাজ জাতির শুধু শারীরিক শক্তি ও উদ্যমশীলতাই যে নষ্ট হইতেছে তাহা নহে, বরং দোষী ও নির্দ্দোষ নির্ব্বিশেষে একই সঙ্গে গোটা জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

উচ্ছৃঙ্খলতার চরম রূপ

অর্থোপার্জ্জনের লালসা এক শ্রেণীর মেয়েদিগকে যেমন উন্মত্তা করিয়া তুলিয়াছে, আধুনিক ব্যাঙ্ক ও— ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলিও তেমনি তাহাদের — সম্মুখে অদ্ভুত সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। এই সব কোম্পানীতে সুন্দর দেহের অধিকা-রিণীগণ তাহাদের দেহের বিশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বীমা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতেছে। এই রূপে কেহ তাঁহার সুন্দর আঁখিযুগল, কেহ— আকর্ষণীয় বিম্বোষ্ঠ, আর কেহবা তাহার সুডৌল পৃষ্ঠ অথবা পেলব হস্ত এমন কি পীন-পয়োধর ও চরণ-যুগল লক্ষ লক্ষ ডলারে ইন্সিওর করিয়া রাখিতেছে।*

দেশের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের অগোচর ও অসমর্থ-নেই যে এই সব অবাঞ্ছিত কাণ্ড ঘটিয়া থাকে তাহা— নহে। অনেক সময় সরকার বাহাদুর স্বয়ং বহু গর্হিত কার্যে সমর্থন জ্ঞাপন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে উৎসাহও দিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকায় ১৮ বৎসরের অনূর্দ্ধ কোন মেয়ের বিবাহ আইনতঃ দণ্ডনীয় হইলেও ১৫ বৎসরের কচি মেয়ের বেশ্যাবৃত্তির লাইসেন্স— সাগ্রহে প্রদত্ত হইয়া থাকে। আর যুদ্ধের সময় সেনা বাহিনীকে আনন্দস্ফূর্ত্তি ও তাহাদের দেলকে চাঙ্গা— রাখার নাম করিয়া যে সব কুৎসিৎ উপায়ে যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা হইয়া থাকে তাহার সামান্য পরিচয় দিতে গেলেও একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ফলকথা অর্থোপার্জ্জন ও বল্গাহীন স্বাধীনতা— উপভোগের যে উদগ্র বাসনা নারীর অন্তরে আগু-নের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে উহা তাহার মানবীয় বোধ শক্তিটিকেও পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে একশ্রেণীর কামলিপ্সু পুরুষের উস্কানিতে— তাহাদের সঙ্গে এই নারীরাও মানবত্বের সমহান মর্যাদার সুউচ্চ চূড়া হইতে পশুত্বের নিম্নস্তরে অব-তরণ করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছেনা। ফলে প্রত্যেক 'সভ্য' দেশেই এমন একদল নর ও নারী,— যুবক এবং যুবতীদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাহারা স্বাস্থ্য, যোগ্যতা ও প্রাকৃতিকতার দোহাই দিয়া — নির্দ্দিষ্ট এলাকায়, ক্লাবে, রৌদ্রস্নান ও সন্তরণ স্থলে

* নতুন জীবন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৫ সন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নারী-পুরুষ একত্রে সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকার নীতিকে তাহাদের জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং অপরকেও এই পশুত্বের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক-উজ্জ্বল দেশগুলিতে উলঙ্গের ক্লাব—(Nudists' Club,) সূর্য্যস্নান সমিতি (Sun Bathing Association) আলোবাতাস সমিতি (Sun & Air Society) প্রভৃতি নানা নামে নিত্যনূতন প্রতিষ্ঠান—গড়িয়া উঠিতেছে এবং উহাদের সভ্যসংখ্যা ক্রমেই—বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের প্রচারিত সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছবিতে ভরপুর পত্রিকাগুলি বিশ্বের সর্ব্বত্র সাগ্রহ পাঠকের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই দলের পুরুষ সভ্যদের অভিমত এই যে, "প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম সৃষ্টি—"নগ্নদেহ নারী" এবং "এই সুগঠিত ও সুসমঞ্জস বিবস্ত্র নারীদেহ সত্যই এক চরম আনন্দদায়ক ও—বিস্ময়কর দৃশ্য"।* সুতরাং এই সুন্দরতম, আনন্দদায়ক বিস্ময়কর বস্তুটিকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় দর্শন, স্পর্শন ও পরিপূর্ণ উপভোগের উদ্দেশ্যেই যে মানবসভ্যতাকে পশুত্বের বর্ব্বর স্তরে টানিয়া নামাইবার—ষড়যন্ত্র পাকান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ আছেকি?

আর্থিক আত্মনির্ভরশিলতা এক শ্রেণীর আধুনিক মেয়েদের অন্তরে এমন এক উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি জাগ্রত করিয়া দিয়াছে যে তাহারা কোন পুরুষকেই মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীত্বে বরণ করিতে রাজি নহে। তাহাদের স্বভাবের দাবী—নারিত্বের ক্ষুধা ও মাতৃত্বের আকাঙ্খা—মিটাইবার জন্য তাহারা অস্বাভাবিক পথ বাছিয়া লয়। যৌন ক্রিয়া ও সন্তান উৎপাদন এই দুই উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন পছন্দসই পুরুষের সহিত তাহারা চুক্তিবদ্ধ হয় কিন্তু তাহাদের ভিতর স্বামী-স্ত্রী বা প্রেম-প্রীতির কোন সম্পর্ক গড়িয়া উঠে না এবং এইরূপ মিলন-জাত সন্তানের উপর পুরুষের কোন অধিকার বা দায়িত্বও স্বীকৃত হয়না। এরূপ নারীও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা একই ব্যক্তির সহিত যৌনক্রিয়ায় এবং একজনের ঔরসে একই—প্রকার সন্তানলাভ করিয়া সন্তুষ্ট নহে—বিভিন্ন পুরুষের সহিত যৌন মিলন এবং ভিন্ন ভিন্ন ঔরসে পৃথক আকৃতি ও বিচিত্র প্রকৃতির সন্তানলাভ করিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হইতে চাহে।

কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও নারীর পুরুষের স্মরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন ঘটে—তাহার নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। অধুনা আবিষ্কৃত টেষ্টটিউব বা বীর্য্যাধার—নল উহা হইতেও নারীকে অব্যাহতি দিতে চাহে। এখন পাশ্চাত্যের বহু নারী যৌন সম্ভোগ ও সন্তানলাভ—প্রকৃতির এই দুই দাবীকে টেষ্টটিউবের সাহায্যে অস্বাভাবিক উপায়ে মিটাইবার পথ পাইয়াছে। চার্চ্চের ক্ষীণ প্রতিবাদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া খৃষ্টীয় দেশগুলিতে স্বাধীন নারীরা নৈতিকতার যুগ যুগান্তর স্বীকৃত নিয়মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া এবং—আল্লাহর সুনির্দ্ধারিত শাশ্বত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া এই অদ্ভুত উপায়ে নব নব মানব সন্তানকে জন্ম দিতেছে। এই নব জাত শিশুরা পাশ্চাত্যের বহু—অসমাধ্য সামাজিক সমস্যায় নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিতেছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ ও পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন

এই রূপে আর্থিক আত্মনির্ভরশিলতা, বহির্জগতের অভিজ্ঞতা এবং অতিরিক্ত ব্যক্তি-সচেতনতার ফলে বহু নারী বর্ত্তমান প্রচলিত বিবাহ বন্ধনকে আত্মবলি দানের যুপকাষ্ঠ মনে করিয়া উহা হইতে শত যোজন দূরে থাকিয়া অপ্রাকৃতিক উপায়ে নারীত্বের দাবী—মিটাইবার চেষ্টা করে আর যাহারা একবার এই—বৈবাহিক নিগড়ে আবদ্ধা হইয়াছে তাহারা এই শিকল ভাঙ্গিয়া স্বাধীন হওয়ার জন্য উন্মত্তা হইয়া—উঠে। ফলে সামান্য ছুতানাতায় দাম্পত্য জীবনে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠে, সামান্য সংঘর্ষে বিরোধ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া যায় এবং পারিবারিক জীবন নরকে পরিণত হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের কঠোরতম খৃষ্টানী নিয়মাবলী সত্ত্বেও ইউরোপ আমেরিকার—সবগুলি দেশেই তালাক বিচারালয় (Divorce Courts)

* The Naturist, January 1948—Page 23.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গুলির কর্মতৎপরতা আশ্চর্য্যরূপে দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বৃদ্ধির হার এবং সমস্যার ব্যাপকতা আমেরিকার রেজেষ্ট্রীকৃত তালাকের গত ৫০ বৎসরের হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে। আমরা নমুনা—স্বরূপ আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের ৬ দশকের তালাকের সংখ্যাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। *

সন—	তালাকের সংখ্যা
১৮৯০ খৃঃ	৩৩, ৪৬১
১৯০০ „	৫৫, ৭৫১
১৯১০ „	৮৩, ০৪৫
১৯২০ „	১৭০, ৫০৫
১৯৩০ „	১৯১, ৫৯১
১৯৪০ „	২৬৪, ০০০

গত মহাযুদ্ধের পর আরও ভয়াবহ আকারে—পারিবারিক ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেভারেণ্ড ব্রাইন গ্রীণ ওয়াশিংটনের ক্যাথেড্রেলে এক বক্তৃতায় বলেন, "বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ডে প্রতি পাঁচটি বিবাহে একটি—এবং আমেরিকায় প্রতি ৩টিতে একটি বিচ্ছেদ—ঘটিতেছে।" †

নারীর পরিবর্দ্ধমান আর্থিক স্বাধীনতাই যে ব্যাপক ব্যভিচার-ক্রিয়া এবং বিবাহের নিষ্ফলতার প্রধানতম কারণ তাহা যৌন-আন্দোলন ও যুব বিদ্রোহের উদ্গাতা জজ লিণ্ডসে মহাশয় অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তিনি বলেন, নারীর ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক স্বাধীনতাই যে পরিবর্দ্ধমান—বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং তালাক, বিবাহেতর মিলন এবং পরীক্ষামূলক বিবাহের অন্যতম প্রধানতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। *

পাশ্চাত্যের সমাজ-দরদী ও চিন্তাবিদ লেখকগণ এই অবস্থার প্রতিকারের নানাবিধ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ প্রচলিত বিবাহপদ্ধতি আর—কেহবা স্বয়ং বিবাহ অনুষ্ঠানটিকেই উঠাইয়া দিবার পরামর্শ দেন—কিন্তু বর্ণিত কোন পথেই শান্তির সন্ধান বা সুশৃঙ্খল সামাজিক ব্যবস্থার কোন লক্ষণ—দেখিতে পাওয়া যায়না।

উপসংহার—

প্রকৃত কথা এইযে, নারী যেপর্যন্ত লজ্জিত সীমানা ও নিষিদ্ধ এলাকা হইতে তাহার স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন নাকরিতেছে, অনধিকার চর্চ্চা—হইতে বিরত থাকিয়া আপন কুটিরে স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সমবায়ে সুখের নীড় রচনায় মনোনিবেশ না করিতেছে সেপর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনে আন্তরিক পরিতৃপ্তি, পারিবারিক জীবনে অনাবিল শান্তি এবং সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা বিধানের আশা বাতুলতা মাত্র। উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি—শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে—অরাজকতাই বৃদ্ধি করিবে মাত্র।

* The World Al Manac and Book of facts, Page 503.
† Dawn, 23rd Nov., 1949.
* Revolt of Modern Youth, Page 215.

চিরঞ্জীব

—আতাউল হক তালুকদার

পাকিস্তান, তুমি গুলিস্তান হ'য়ে
শ্মশানের বুকে কেবলি উঠিছ ফুঁটে,
আজো হায়, পাখী গাহিয়া উঠে নি,
ফুটেনি কুসুম, পড়ে নি খোশ্‌বু লুঁটে!
হেন কালে রুদ্র দৈত্য ও দানব
ভূত-প্রেত আর শ্মশানচারীর দল
হিংস্রতায় তা'রা উঠিছে গরজি',
ক্ষিপ্তের মতন করিতেছে কোলাহল!
পাকিস্তান আজ শত্রুর সম্মুখে
নবীন জান্নাত বেদনা-বিধুর-প্রাণ;
বিশ্বতলে আজ মুক্তির সফেদ সৌধ
কিসের পরশে হ'য়ে যায় যেন-ম্লান!

ভয় নাই হে বেহেশ্‌তী অতিথি—
অস্ফুট কোরক, নাহি ভয় নাহি ভয়;
জিন্দা জাতি এ-মুছলিম থাকিতে
পাকিস্তানের হ'বে না ক' পরাজয়!
জিন্দা মোরা; ঈমান ও আখ্‌লাক
চিরঞ্জীব ক'রে দিয়েছে মোদের প্রাণ,
তা'রি স্পর্শে তুমি চিরঞ্জীব হ'বে
মঞ্জরিত হ'বে হে মোর গুলিস্তান!
মোরা বীর, জিহাদ মোদের ধর্ম্ম,
জিহাদ করিয়া ছিনিয়া লইব জয়;
শির দিব যদি দিতে হয় শির
তবু দেখিব না পাকিস্তা'র পরাজয়!

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩। যুবয়র বিনুল আওয়াম বিনে খুয়লদ — আছাদী কোরায়শী, রছুলুল্লাহর (দঃ) ফুফাত ভাই, আশারায় মুবাশ্শরার অন্যতম, কোটিপতি। ইছলামের জন্য সর্বপ্রথম তরবারী নিষ্কাশনকারী। ক্রুদ্ধ স্বভাবের দোষ প্রদর্শন করিয়া হয্রত উমর তাঁহাকে মনোনীত করেননাই।

৪। তল্হা বিনে উবায়দুল্লাহ বিনে উছ্মান তৈয়েমী কোরায়শী, আশারায় মুবাশ্শরার অন্যতম। যে আটজন পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইছ্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন। উহদসংগ্রামে রছুলুল্লাহর (দঃ) হস্তে মৃত্যুর বয়অত করেন এবং শেষ পর্যন্ত— অবিচলিত থাকেন, উহদে তাঁহার দেহের চব্বিশটী স্থান গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছিল। অহংকৃত— স্বভাব এবং স্বীয় স্ত্রীর অতিপক্ষপাতি হইবার দোষে তিনি ফারূকের মনোয়ন লাভ করিতে পারেননাই।

৫। উছ্মান বিনে আফ্ফান বিনে আবিল-আছ বিনে উমাইয়া কোরায়শী। আশারায় মুবাশ্শরার অন্যতম, রছুলুল্লাহর (দঃ) দুই কন্যার পরপর পাণিপীড়ন করার গৌরব অর্জন করায় 'যুনুনুরয়ন' উপাধি লাভ করেন। তবুক যুদ্ধে তিন শত সুসজ্জিত উষ্ট্র এবং সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। হয্রত উমর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনার স্বগোত্র-প্রীতি এবং অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব আপনাকে স্থলাভিষিক্ত করিতে আমাকে বাধা দিতেছে।

৬। আলী বিনে আবিতালিব বিনে আবদুল মুত্তালিব, হাশেমী, কোরায়শী—আশারায় মুবাশ্শরার অন্যতম। রছুলুল্লাহর (দঃ) চাচাত ভাই ও জামাতা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান, ধার্মিক ও বীর পুরুষগণের অন্যতম। জননী খদীজাতুল কুব্রার পর সর্বপ্রথম ইছ্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খিলাফত লাভ করার উগ্র বাসনার দোষ ধরিয়া হয্রত উমর তাঁহাকে মনোনয়ন প্রদান করেননাই অথচ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি সর্বাধিনায়কত্বের সর্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র এবং তাঁহাকে খিলাফতের ভার সমর্পণ করিলে তিনি প্রকাশ্য সত্য ও সঠিক পথে জনমণ্ডলীকে পরিচালিত করিবেন। *

উল্লিখিত ইলেকশন বোর্ডের সদস্যগণ যুবক—দলের মধ্য হইতে আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ, আবদুল্লাহ বিনে উমর ও ইমাম হাছান বিনে আলীকে পরামর্শ সভায় কো-অপ্ট করিয়া লন। তিন দিন যাবৎ পরামর্শ চলিতে থাকে, যুবয়র হয্রত আলীর পক্ষে, তল্হা হয্রত উছমানের পক্ষে এবং ছঅদ আবদুর রহ্মান বিনে আওফের পক্ষে স্বস্ব দাবী প্রত্যাহার করেন। আবদুর রহমানও তাঁহার দাবী পরিহার করায় খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হইবার উপযোগী থাকিয়া যান হয্রত উছমান ও হয্রত আলী। অতঃপর আবদুর রহমান বিনে আওফ কি ভাবে জনমণ্ডলীর ভোট সংগ্রহ করেন তাহার বিবরণ বুখারী সংক্ষেপে ও ইব্নে কুতয়বা বিস্তৃত ভাবে প্রদান করিয়াছেন। ইবনে — আওফ আবৃত বদনে মদীনার গলিতে — গলিতে লোকদের সংগে সাক্ষাৎ করিতেন,— অথচ কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। মুহাজিরীন ও আন্ছার ছাড়া অন্যান্য— দলের এমন কি নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের — মধ্যেও প্রত্যেক — ব্যক্তির সহিত তিনি জিজ্ঞাসাবাদ ও পরামর্শ করিয়াছিলেন। — যাহারা বুদ্ধিমান, — তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন আর সাধারণ লোকদের জিজ্ঞাসা করিতেন—উমরের পর কাহাকে খলীফা পছন্দ কর? সকলেই উছ্মানের কথা বলিতেন। ইব্নে আওফ দেখিলেন যে, উছ্মানের — খিলাফতে সকলেই একমত। *

خرج يتلقى الناس فى انقاب المدينة متلثما لا يعرفه احد - فما ترك احدا من المهاجرين والانصار وغيرهم من ضعفاء الناس و رعاعهم الا سألهم واستشارهم، اما اهل الراى فاتاهم مستشيرا وتلقى غيرهم سائلا يقول : من ترى الخليفة بعد عمر؟ فلم يلق احدا يستشيره ولا يسأله الا و يقول عثمان - فرأى اتفاق الناس واجتماعهم على عثمان -

সর্বাধিকনায়ক নির্বাচন করা সম্বন্ধে পরামর্শ—

* ইব্নে কুতয়বা, ২৪ পৃঃ।

* ইব্নেকুতয়বা, ২৫ পৃঃ, বুখারী (৪) ১৫৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দিবার ও মতামত প্রকাশ করার অধিকার যে শুধু নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞ, ও ক্ষমতাশালী দলের জন্য সীমাবদ্ধ, উছ্‌মান গনীর নির্বাচন পদ্ধতির সাহায্যে—তাহা বাতিল প্রমাণিত হইতেছে।

ওয়েল হাওযনের অভিযোগ,

Wellhousen তাঁহার গ্রন্থে এই প্রশ্ন উত্থাপিত—করিয়াছেন যে, উমর ফারুক কর্তৃক গঠিত ইলেকশন বোর্ডে জাতিগত ভাবে মুছলমানগণের প্রতিনিধি—গৃহীত হয় নাই, মদীনার আন্‌ছারদিগকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, আশারায় মুবাশশ্‌রা ছাড়া সাধারণ কোরায়শদের নেতারাও পরামর্শ সভায় স্থান লাভ—করেন নাই। *

ওয়েলহাওযনের অভিযোগগুলি সত্য, কিন্তু—ইছ্‌লামী শাসনতন্ত্রকে অনৈছ্‌লামিক দৃষ্টিভংগী লইয়া বিচার করিতে বসিয়া তিনি উপরিউক্ত অভিযোগগুলিকে গণতান্ত্রিক ত্রুটী বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহা বুঝিতে পারেননাই যে,—বিভিন্ন অঞ্চলের এবং দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গকে না লইয়াও প্রতিনিধিমূলক ইছ্‌লামী ইলেকশন বোর্ড গঠিত হইতে পারে।

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীগণ সাম্য ও ন্যায়বিচারের জয়গানে দশদিক মুখরিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে—ডিমোক্রেসী এমন একটী সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ—যাহা শ্রেণীসংগ্রাম ও সংখ্যাগুরুদের যবরদস্তি শাসন (Tyranny of Majority) নীতির উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পশ্চাতে নির্দিষ্ট কোন ভাবাদর্শ বা নৈতিক মান নাই, সত্য ও মিথ্যাকে বিচার ও যাচাই করার কোন কষ্টিপাথর নাই। এই সকল রাষ্ট্রে মাথা গুন্‌তি প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিয়া ন্যায় ও বাস্তবতাকে পরিমাপ করা হয়!—মনীষী ইক্‌বাল সত্য কথাই বলিয়াছেন :—

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں
بندوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے!

অর্থাৎ গণতন্ত্র এরূপ শাসনব্যবস্থা, যাহাতে মানুষ গণনা করা হয় কিন্তু মানুষ ওযন করা হয় না। যদি প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে কেবল উক্ত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে নীতিজ্ঞান বিবর্জিত ব্যক্তিদের অভিমত—নৈতিক বিষয়ে কেমন করিয়া গ্রহণীয় হইবে? ইছ্‌লামী শাসনসংবিধানে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার কতকগুলি সূত্র, নীতি ও নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কোন লম্পট, মাতাল ও চোর তাহার অর্থ ও প্রচারণার সাহায্যে সংখ্যাগুরুদল কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া সর্বাধিনায়কের পদ অধিকার করিতে পারে এবং এই নির্বাচনের বৈধতা সম্বন্ধে কোন নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্ন উঠেনা কিন্তু ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে তাহা হইবার নয়, রাষ্ট্রাধিনায়কত্বের যে ন্যূনতম মান কোর্‌আন ও ছুন্নতে-ছহীহায় নির্দেশিত রহিয়াছে, তদনুসারে জনমণ্ডলীকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইবে। শরীঅতের প্রতি আস্থাহীন ও ন্যায়নীতি বিবর্জিত কোন অযোগ্য কাপুরুষ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সমুদয় নাগরিক সমবেত ভাবে নির্বাচন করিলেও সে কদাচ ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক ইমাম বলিয়া গ্রাহ্য হইবেনা। ইমাম বা আমীরুল মু'মেনীন হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতে পারেন তেমনি একটী নির্দিষ্টস্থানেও তাঁহাদের—সমবেত অবস্থান সম্ভবপর, বিভিন্ন গোত্রে বা বংশে যেমন তাঁহাদের বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর, একটী নির্দিষ্ট গোত্রের মধ্যেও সেইরূপ একাধিক যোগ্যব্যক্তি মওজুদ থাকা একান্ত ভাবে স্বাভাবিক। ইছ্‌লামী আদর্শের প্রতি সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত এবং উহার পথে সর্বাধিক আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তিগণ সকলেই হয্‌রত উমরের মৃত্যুকালে দৈবাৎ মদীনাতেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং যাঁহারা আখ্‌লাক, নৈতিক দৃঢ়তা ও চারিত্রিক যোগ্যতার জন্য তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে—যাঁহারা হয্‌রত উমরের মৃত্যুকালে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারাও দৈবাৎ কোরায়শ গোত্রেরই অন্তরভুক্ত—ছিলেন।

* Arab Kingdom, P, P, 40.

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আবুজা'ফর তাবারী বলেন, উমরফারুক যে ছয় ব্যক্তিকে সর্বাধিনায়কের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা সম্বন্ধে পরামর্শের অধিকার দিয়াছিলেন, ধর্মপরায়ণতা, হিজ্‌রত, ইছ্‌লাম গ্রহণ ব্যাপারে অগ্রবর্তীতা, বিদ্যাবুদ্ধি এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় মুছলমানগণের কেহই তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেননা। *

لم يكن فى اهل الاسلام احدا من المنزلة فى الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما لستة الذين جعل عمر الامر شورى بينهم —

মোটের উপর হযরত উমরের নির্বাচনী বোর্ডে যদি বিভিন্ন অঞ্চলের ও গোত্রের লোকেরা স্থানলাভ না করিয়া থাকেন এবং শুধু মদীনার কোরায়শ গোত্রের আশারায় মুবাশ্‌শারার অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ নির্বাচনী বোর্ডের সদস্যপদ লাভ করিয়া থাকেন তাহাতে ইছ্‌লামী আদর্শের মর্যাদাই প্রকৃতপ্রস্তাবে সুরক্ষিত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইছ্‌লামী আদর্শে নির্দিষ্ট অঞ্চল, পেশা, গোত্র বা শ্রেণীর সহিত নির্বাচন দূরে থাক মনোনয়ন রীতিরও কোন সম্পর্ক নাই। হযরত উমর যদি আঞ্চলিক বা পেশাগত জনসংখ্যার অনুপাতে ইলেক্‌শন বোর্ড গঠন—করিতেন এবং সাধুতা সচ্চরিত্রতা, যোগ্যতা ও—প্রভাব প্রতিপত্তির দিকে লক্ষ করার প্রয়োজন অনুভব না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর সংগে সংগেই ইছ্‌লামী রাজ্যশাসন-বিধানকেও চিরদিনের মত কবরে প্রবেশ করিতে হইত।

** ** **

রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগ হইতে হযরত উছমানের খিলাফতের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ইছলামী রাষ্ট্রে যে শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করিতেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ৩০ হিজরী পর্যন্ত মুছলমানগণ পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সমূহ অধিকার—করিয়া এমন এক বিশাল আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন যে, অবশিষ্ট দুনয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব উহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। তখনকার দিনে মুছলমানগণ ইচ্ছা করিলে অন্যান্য রাষ্ট্র—গুলিকে আসুরিক বলের সাহায্যে অতি সহজেই গ্রাস করিতে পারিতেন, কিন্তু যে আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ইছলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদের নীতি তাহার অনুকূল ছিলনা বলিয়া মুছলমানগণ সে কার্য হইতে বিরত ছিলেন। অমুছলমানদের একটী বিশিষ্টদল ইছলামের দৈনন্দিন বিজয় অভিযানে জলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছিল, শক্তি পরীক্ষায় ইছলামকে পরাস্ত করিবার আশা যে সুদূর পরাহত, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া তাহারা ইছলামকে বিপন্ন ও—তাহার ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল।

"পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র" যাঁহারা আগাগোড়া অভিনিবেশ সহকারে এযাবৎ পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে একথা নূতনভাবে বলিয়া দিতে হইবেনা যে, সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের যে—আদর্শমূলে ইছলামী রাষ্ট্রের বুনয়াদ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ফলেই ইছলাম জগজ্জয়ী হইতে পারিয়াছিল। ইছলাম শ্রেণীস্বার্থ, কৌলিন্যের অভিমান এবং বংশীয় ও গোত্রিয় সর্ববিধ প্রাধান্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এক ভেদহীন, শ্রেণীহীন ভ্রাতৃত্ব (اخوت) রচনা করিয়াছিল। ভ্রাতৃত্বের এই প্রাণস্পর্শী চেতনাই ছিল—জাতির প্রাণ-শক্তি! ইবাদত ও জাতীয়তার এই অপূর্ব একত্ব যাহা ইছলামী পরিভাষায় 'তওহীদ' নামে কথিত, তাহাই হইতেছে—ইছলামের মূলমন্ত্র। শত্রুরা বাহির হইতে ইছলামের দুর্ভেদ্য দুর্গে আঘাৎ হানিতে অসমর্থ হইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং অনুপম ইছলামী সাম্যের মহীরুহকে ধরাশায়ী করার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াদিল।

ষড়যন্ত্রকারীদের দলপতি জনৈক ইয়াহুদী আবদুল্লাহ বিনে ছবা বনিহাশিম ও বনিউমাইয়ার পুরাতন প্রাক্‌-ইছ্‌লামী শত্রুতাকে ঝালাইয়া তোলার উদ্দেশ্যে—আলেরছুলের শ্রেষ্ঠত্ব, হযরত আলীর নবুওত ইত্যাদি সম্পর্কে মদীনা, বছ্‌রা, কুফা, দেমেশ্‌ক এবং কায়রো

* ইমামতুল উয্‌মা, ১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রভৃতি নগরসমূহে ঘোর প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়াদের এবং অশেষ চালাকি ও সাবধানতার সহিত হয্‌রত উছ্‌মানের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ হয্‌রত উছ্‌মান তাঁহার চরিত্রগত কোমলতা ও স্বজনপ্রীতির দুর্বলতার ফলে ছাহাবাগণের এমন কি উমরফারুকের নিয়োজিত নির্বাচনী বোর্ডের সদস্যগণের মধ্যেও অনেকেরই বিভাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ছাহাবাগণ ইছ্‌লামের মৌলিক আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন বলিয়া ইব্‌নে ছবার সংহতিবিরোধী প্রচারণা মদীনায় ফলপ্রসূ হইতে পারেনাই। ইব্‌নে ছবা মদীনা হইতে বছরায় গমন করে, তথায় ঈরানী ও ইরাকী নওমুছ্‌লিম সৈন্যদলের শিবিরে তাহার প্রচারণা সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং তথায় সে বিদ্রোহীদের একটী ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া কুফায় উপস্থিত হয়। কুফার ফওজী ছাওনীতে যেসকল মিশ্রিত শ্রেণীর লোক ছিল, ইছলামের মূলমন্ত্র ও রাষ্ট্রনীতির সহিত তাহাদেরও বিশেষ পরিচয় ছিলনা বলিয়া আবদুল্লাহ বিনে ছবা সেস্থানেও বিদ্রোহীদের একটী বিরাট দল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। দেমেশ্‌কে তাহার ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত এবং তথাহইতে বিতাড়িত হইলে সে মিছরের কায়রো নগরীতে উপস্থিত হয় এবং এই স্থানেই তাহার ষড়যন্ত্র বিপুলভাবে সার্থকতা লাভকরে। ফলকথা বছ্‌রা, কুফা ও কায়রোর নওমুছ্‌লিম বিদ্রোহী সৈন্যদল ৩৫ হিজ্‌রীতে ইছলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল মদীনায় চড়াও করিয়া আমীরুল মুমেনীন উছ্‌মানকে পৈশাচিকভাবে হত্যাকরে।

আলী মুর্তযার খিলাফত,

হয্‌রত উছ্‌মানের শাহাদতের পূর্বাপর অবস্থাপরম্পরায় মদীনায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহার ফলে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে— ইলেকশন বোর্ড গঠন করা সম্ভবপর হয় নাই। মদীনায় সমাগত বিদ্রোহীরাই সর্বপ্রথম হযরত আলীকে খিলাফতের বয়অত গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করে। হযরত আলী প্রথমতঃ তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং পরিষ্কারভাবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, খিলাফতের মনোনয়ন— প্রদান করার তোমাদের কোনই অধিকার নাই, ইহা 'আহলে— শুরা' বা মন্ত্রণাসভা এবং বদ্‌রী ছাহাবাগণের কাজ, তাঁরা যাঁর খিলাফতে রাযী হইবেন তিনিই প্রকৃত খলীফা!

ليس ذلك اليكم ' انما
هو لاهل الشورى واهل
بدر ' فمن رضى به اهل
الشورى واهل بدر
فهو الخليفة — فنجتمع
وننظر فى هذالامر فابى
ان يبايعهم —

তিনি বলেন, আমরা সকলে সমবেত হইয়া— এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিব। মোটের উপর পরামর্শের পূর্বে হযরত আলী জনসাধারণের নিকট হইতে বয়অত গ্রহণ করিতে সম্মত হননাই। * তাবারীর বিভিন্ন রেওয়ায়ত দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় যে, খিলাফতের দায়িত্ব স্বীকার করার পূর্বে— নির্বাচন সম্পর্কে হযরত আলী মন্ত্রণার বিশেষ ভাবে পক্ষপাতি ছিলেন। † হযরত আলী তাঁহার সিদ্ধান্তে স্থির থাকিতে পারিলে এক দিকে যেমন শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো খলীফার পদে— অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইতনা, তেমনি তাঁহার খিলাফতের পরিণাম অর্থাৎ মুছলিম জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস আজ ভিন্নভাবে লিখিত হইত। ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, হযরত উছমানের পর কোন দিক দিয়াই অপর কেহ হযরত আলীর সমকক্ষ— ছিলেননা এবং খিলাফতের আসনের জন্য তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত যোগ্যতা ও সাহস মুআবীয়া বা অন্য কোন ব্যক্তির ছিলনা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বিদ্রোহীদের পীড়াপীড়ি ও অতি-আগ্রহের ফলে মন্ত্রনা সভার মীমাংসার অপেক্ষা না করিয়াই হযরত আলী শ্রেয় পর্য্যন্ত সাধারণ নির্বাচনের সাহায্যে জাতির সর্বাধিনায়কত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বর্তমান জগতের প্রচলিত রীতি অনুসারে হযরত আলীর নির্বাচন পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ গণ-

---

* ইবনে কুতয়বা, ৪৩ পৃঃ।

† তারীখ (৫) ১৫৩ ও ১৫৬ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

তান্ত্রিক (Typically democratic) ছিল, কিন্তু ইছ্‌লামী রাজ্যশাসন-বিধির অপরিহার্য পরামর্শ রীতির ব্যতিক্রম ঘটায় এই নির্বাচনের যে ভয়াবহ কুফল—জাতিকে অদ্যাবধি ভুগিতে হইতেছে, ইছলামের ইতিহাসের ছাত্রমণ্ডলীর তাহা অপরিজ্ঞাত নয়।

ইছ্‌লামের আদর্শ যুগে খলীফাগণ রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কত্ব যে পদ্ধতিতে অর্জন করিয়াছিলেন তাহার মোটামুটি ইতিহাস অবগত হইবার পর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, উত্তরাধিকার সূত্রে ইমামতের পদ লাভ করা ইছলামী রাজ্য শাসন—বিধির প্রতিকূল, এইরূপ বল প্রয়োগ দ্বারা জনগণের অমতে যদি কেহ শাসন কর্তৃত্বের আসন অধিকার—করিয়া বসে, অবস্থাগতিকে তাহার আনুগত্য স্বীকার করা আবশ্যক বিবেচিত হইলেও ইমামত লাভ করার এ পদ্ধতিও ইছলামী রাষ্ট্র বিধান কর্তৃক অনুমোদিত হইবেনা। ইছলামী বিধানের বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেকেই উপরিউক্ত দ্বিবিধ পদ্ধতির বৈধতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু ইছলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হযরত রছুলে করীমের (দঃ) জীবনাদর্শ ও তাঁহার নির্দেশ এবং তদীয় প্রকৃত স্থলাভিষিক্তগণের আচরণ দ্বারা উল্লিখিত পদ্ধতিদ্বয়ের নিয়মতান্ত্রিকতা প্রমাণিত হয় নাই। একমাত্র নাগরিকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত ইমাম ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের বৈধ এবং শরয়ী—সর্বাধিনায়ক, 'আহ্‌লুল হাল্লে ওয়াল আক্‌দ' অর্থাৎ মন্ত্রণা সভার সদস্যগণ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তাহাদের মনোনয়ন প্রদান করিবার অধিকারী মাত্র। পূর্ববর্তী খলীফা বা মন্ত্রণাসভার মনোনয়ন সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করার পক্ষে চরম এবং যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) আবুবক্‌রের ইমামতকে সর্ব্বসাধারণ মুছলমানগণের অনুমতি সাপেক্ষ রাখিয়া যাইতেননা বা উমর ফারুককে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য আবুবক্‌র ছিদ্দীককে জনসাধারণের—অনুমতি গ্রহণ করিতে হইতনা, কিংবা উমর ফারুকের নিয়োজিত মন্ত্রণাসভাকে মদীনার গলিতে—গলিতে ঘুরিয়া আপামর জনসাধারণের ভোট সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে হইতনা।

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের উক্তি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। তিনি আবদুছ বিনে মালিক আত্তারকে—লিখিয়া পাঠান যে, যে ব্যক্তির খিলাফতে সর্বসাধারণ একমত এবং সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহার হস্তে যাকাত প্রদান করা জায়েয। ইমাম ছাহেব আরও বলেন, তুমি কি জান ইমাম কে? যাঁহার নেতৃত্বে সমুদয় মুছলমান একমত হইয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তিনিই ইমাম। *

من ولى الخلافة فاجمع عليه الناس و رضوا به فدفع الصدقات اليه جائز - و قال : تدرى ما الامام ؟ الامام الذى يجمع عليه المسلمون كلهم -

অবশ্য ইছলামী রাজ্য শাসন বিধি অনুসারে—মন্ত্রণা সভার পরামর্শের পূর্বে জনসম্মতির কোনই মূল্য নাই। যোগ্য ব্যক্তিগণের পরামর্শ দ্বারা স্থিরীকৃত—মনোনয়ন এবং জনমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচন এই দুইটী নিয়মই ইমামতের প্রতিষ্ঠাকার্যে অবিচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোত ভাবে অনুসরণীয়।

পরামর্শের অধিকারীগণের যোগ্যতার মান,

যাহারা রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক নির্বাচন ব্যাপারে জাতিকে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে ইমামকে সঠিক পরামর্শ প্রদান করার অধিকারী, মাওয়ার্দী তাঁহাদের যোগ্যতার মান স্বরূপ তিনটী গুণ উল্লেখ করিয়াছেন :—প্রথম, নৈতিক বিশ্বস্ততা; দ্বিতীয়, সর্বাধিনায়কের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহার সম্যক অভিজ্ঞতা; তৃতীয়, যে ব্যক্তি ইমামতের আসনের সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য এবং জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা সচেতন—এবং উহার প্রতিষ্ঠার

العدالة الجامعة لشروطها والعلم الذى يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة فيها والراى والحكمة الموديان الى اختيار من هو للامامة اصلح وبتدبير المصالح اقوم واعرف -

* মিন্‌হাজুছ্‌ ছুন্নাহ (১) ১৪২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কৌশল যাহার সুবিদিত এবং যে উহা কার্যকরী—করিতে সমর্থ, তাহাকে সর্বাধিনায়ক পদে বরণ করার দূরদর্শিতা ও নিপুণতা। ❋

নৈতিক বিশ্বস্ততা বা আদালতের যে যোগ্যতা—ইমাম বা খলীফার মধ্যে থাকা আবশ্যক, পরামর্শদাতা (আহ্লুল হাল্লে ওয়াল আক্দ) গণের মধ্যেও সে যোগ্যতা তুল্য রূপে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য—ইছ্লামের নীতি ও জীবনাদর্শের প্রতি যে বা যাহারা স্বয়ং আস্থাসম্পন্ন নয়, ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক মনোনয়ন ব্যাপারে তাহাদের পরামর্শের কোন মূল্য থাকিতে পারেনা। সুতরাং শুরার অধিকারীদিগকে ইছলামী আখ্লাকের দিক দিয়া সর্বগুণসম্পন্ন হইতে হইবে। তাহাদিগকে শরীঅতের নির্দেশিত ফর্য সমূহের পাবন্দ, চরিত্র মহিমায় গৌরবান্বিত, পাপ—এবং নীচতা বিবর্জিত ও প্রগল্ভতা শূন্য হইতে হইবে। হযরত উমরের নিয়োজিত মজ্লিছে-শুরার প্রকৃতি ও আকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যোগ্যতার বর্ণিত মানকে ন্যূনতম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে উপরিউক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা সর্বাধিনায়কের কর্তব্য। মাওয়ার্দী বলেন, রাজধানীতে যাঁহারা বাস করেন, রাজধানীর বাহিরের অন্যান্য—প্রদেশের অধিবাসী যোগ্যব্যক্তিগণের—উপর তাঁহাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই।

ليس لمن كان فى بلد
الامام على غيره من اهل
البلاد فضل مزية يقدم
بها عليه –

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের—মধ্যে অধিকাংশের পক্ষে রাজধানীতে বসবাস করাই স্বাভাবিক এবং গুরুতর বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং সেগুলির প্রতিকার কল্পে অগ্রসর হইবার সুবিধা রাজধানীর অধিবাসীগণের পক্ষেই—অধিক।

সর্বাধিনায়কের অপসারণ,

যোগ্যতার মান প্রসংগে আলোচিত হইয়াছে যে, ইছ্লামী-নীতি ও জীবনাদর্শের প্রতি যে ব্যক্তি আস্থাশীল নয়, সে ব্যক্তি কিছুতেই নির্দিষ্ট ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ইছ্লামী রাষ্ট্রের (Ideological State) সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হইতে পারেনা।—আবার কোন মুছলমান রাষ্ট্রাধিনায়কত্ব বা শাসন কর্তৃত্বের আসন লাভ করার পর যদি ইছ্লামী মতবাদ ও জীবন পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করে,—তাহাকে অবিলম্বে অপসারিত ও পদচ্যুত করা মন্ত্রণা-সভার সদস্যগণের জন্য ওয়াজিব। ছিহাহর সংকলয়িতাগণ সমবেতভাবে উবাদা বিনুছ্ছামিতের—প্রমুখাৎ এক সুদীর্ঘ হাদীছ প্রসংগে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে

ان لاننازع الامر اهله الا
ان تروا كفرا بواحاً –

শাসনকর্তাগণের বিরুদ্ধে, যতক্ষণ না তাহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট কুফ্র পরিলক্ষিত হইবে, উত্থান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাফিয ইবনেহজর উপরিউক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন, কুফ্রের দোষের জন্য সর্বাধিনায়ককে অপসারিত করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ ইজ্মা—করিয়াছেন, অতএব এরূপ অবস্থার উদ্ভব ঘটিলে সমুদয় মুছলমানের রাষ্ট্রাধিনায়কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হইবে এবং—যে ক্ষমতাসত্বেও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিবে তাহাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে আর যে অক্ষম, তাহার পক্ষে সেই রাষ্ট্র হইতে হিজরত করিয়া অন্য স্থানে গমন করিতে হইবে। ❋

الامام ينعزل بالكفر
اجماعاً فيجب على كل
مسلم القيام فى ذلك،
فمن قوى على ذلك
فله الثواب ومن داهن
فعليه الاثم، ومن
عجز وجبت عليه الهجرة
من تلك الارض –

কাযী এয়ায বলেন, বিদ্বানগণ ইজমা করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের ইমাম—কুফ্রকে বরণ করিয়া লইলে পদচ্যুত হইবে।

اجمع العلماء على ان
الامام لو طرأ عليه الكفر
انعزل، وكذا لو ترك

❋ আহ্কামে-ছুল্তানীয়াহ, ৪ পৃঃ।

❋ ফত্হুলবারী (১৩) ২০৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

এইরূপ সে নমাযের প্রতিষ্ঠা এবং উহার জন্য আহ্বান করার কার্য ছাড়িয়া দিলে তাহাকে পদচ্যুত — করিতে হইবে। — মোটের উপর ইমাম যদি কাফের হইয়া যায় কিংবা সে শরীঅতের বিধানকে রূপান্তরিত— অথবা ধর্মের মধ্যে নূতন আচার ও সংস্কার প্রবর্তন করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহার অভিভাবকত্ব বাতিল এবং তাহার আনুগত্য অগ্রাহ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে উত্থান এবং তাহাকে অপসারিত করা মুছলমানদের জন্য ওয়াজিব হইবে। *

اقامة الصلوة والدعاء اليها' فاو طرأ عليه كفرا و تغيير للشرع او بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته' وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه –

ফলকথা কুফ্রের জন্য ইমামকে অপসারিত করা সম্বন্ধে কোনই মতভেদ নাই, কিন্তু সর্বাধিনায়ক যদি অত্যাচারী ও ফাছিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে— অপসারিত করা হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে দলীলের — তারতম্য অনুসারে বিদ্বানগণের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়াছে। শাসনকর্তাদের উৎপীড়নে ধৈর্য অবলম্বন করা বহু ছহীহ হাদীছ ছিহাহ ও ছুননের সংকলয়িতাগণ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, ঐ সকল দলীলকে অবলম্বন করিয়া বিদ্বানগণের বৃহত্তম দল জাতীয় সংহতির সংরক্ষণ কল্পে অত্যাচারী ও ফাছিক ইমামের বিরুদ্ধে উত্থান করার কার্যকে অবৈধ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে অত্যাচারী ও ফাছিক শাসকদলের বিরুদ্ধে ইমাম হুছইন, আবদুল্লাহ বিনুয্যুবয়র প্রভৃতি বিশিষ্ট ছাহাবাগণের এবং আবদুর্ রহমান বিনে মোহাম্মদ বিনুল আশ্আছের নেতৃত্বে চারি সহস্র বিদ্বান তাবেয়ীগণের উত্থান ইছলামের ইতিহাসের সর্বজন বিদিত ঘটনা। সকল বিষয় সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া — দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অত্যাচারী ও অনাচারী শাসকদলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র উত্থান ব্যক্তিগত — ভাবে প্রত্যেক মুছলমানের জন্য বৈধ নয়, ইহাতে সংশোধন ও সংস্কারের পরিবর্তে বৃহত্তর অনর্থপাতের সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া মন্ত্রণা— সভার সদস্যগণের জন্য অত্যাচার ও ব্যভিচারের — বিরুদ্ধে মৌনাবলম্বন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কিছুতেই জায়েয হইবেনা। প্রয়োজন হইলে অবস্থাগতিকে তরবারীর সাহায্য লইয়াও অত্যাচারী শাসনকর্তাকে অপসারিত করার জন্য তাঁহাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে— হইবে। ইমাম আবুবকর জছ্ছাছ তাঁহার আহ্কামুল কোরআনে লিখিয়াছেন যে, যালিম ও উৎপীড়ক শাসন কর্তাদের সহিত অস্ত্র যুদ্ধ করা সম্বন্ধে ইমামে-আ'যমের — অভিমত সর্বজনবিদিত। তিনি বলিয়াছেন যে, সত্যের জন্য আদেশ ও অন্যায় হইতে বিরত রাখার নির্দেশ দান করা — ওয়াজিব, মৌখিক পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে তরবারী উত্তোলন করিতেই হইবে। * ইমামুলহারামাইন— বলেন, অত্যাচারী— ইমাম, যাহার উৎপীড়ন ও শোষণ ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে এবং নিষেধ সত্ত্বেও যে — অত্যাচার হইতে — বিরত থাকিতে প্রস্তুত নয়, তাহার প্রতিরোধ কল্পে 'আহ্লুল্হাল্লওয়াল্ আক্দ'গণকে সমবেত ভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে তরবারী ও সংগ্রামের সাহায্যে তাহাকে পদচ্যুত — করিতে হইবে। †

و كان مذهب ابى حنيفة مشهورا فى قتال الظلمة و ائمة الجور – و كان من قوله وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض بالقول' فان لم يو تمرله فبالسيف

الامام الذى جار وظهر ظلمه وغشمه و لم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه فلاهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهرالسلاح و نصب الحروب –

মাওয়ার্দী এ সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা — করিয়াছেন, তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন, দুই প্রকার — ত্রুটির জন্য সর্বাধিনায়ককে অপসারিত করিতে হইবে:

* শরহে মুছলিম, নববী (২) ১৫ পৃঃ।

* আহ্কামুল কোর্আন (১) ৮১ পৃঃ।

† শরহে মকাছিদ (২) ২৭২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

প্রথম, বিশ্বস্ততার ত্রুটি; দ্বিতীয়, দৈহিক ত্রুটি।— বিশ্বস্ততার ত্রুটিকে তিনি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা (ক) প্রবৃত্তির অনুসরণ ও (খ) কাল্পনিক মতবাদের অনুগমন। প্রবৃত্তির অনুসরণের তাৎপর্য হইল—শরীঅতের নির্দেশকে প্রকাশ্য ভাবে—উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া প্রবৃত্তির অর্চনায় মগ্ন হইয়া—শরীঅত বিগর্হিত কার্যকলাপে রত হওয়া, ইহা বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই শ্রেণীর অপরাধকে ফিছ্ক বলা হইবে এবং এরূপ অপরাধী ব্যক্তিকে সর্বাধিনায়ক পদে বহাল করা বা স্থায়ী রাখা নিষিদ্ধ। যাহার ইমামত সাব্যস্ত হইয়াছে, সে ফাছিক হইয়া গেলে ইমামতের পদ হইতে সে অপসারিত হইবে এবং চরিত্র সংশোধন করিলেও নূতন আনুগত্যের—শপথ গৃহীত নাহওয়া পর্যন্ত তাহার ইমামত অসিদ্ধ থাকিবে। কাল্পনিক মতবাদের অনুগমন দুই ভাবে সম্ভবপর: প্রথমতঃ শরীঅতের কোন নির্দিষ্ট মতবাদ সম্পর্কে সর্বসম্মত ব্যাখ্যার পরিবর্তে একটী কাল্পনিক ব্যাখ্যার অনুসরণ করা। দ্বিতীয়তঃ শরীঅত কর্তৃক বর্ণিত মতবাদ বা উহার সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে উড়াইয়া দিয়া স্পষ্ট শিরক, কুফর বা বিদ্আতকে বরণ করিয়া লওয়া।

মাওয়ার্দী বলেন যে, উভয়বিধ কল্পনাবিলাসের অপরাধে শাসনকর্তা তাহার আসন হইতে বিচ্যুত—হইবে। *

আমি বলি, ব্যাখ্যা বা তাবীলের ব্যতিক্রমে ও বিভ্রাটের জন্য শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করার কথা—ভ্রান্তিমূলক। ব্যাখ্যা যতই অদ্ভুত ও অভিনব হউক না কেন, তাহার পিছনে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক বা যৌক্তিক প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলে এবং উহা প্রকাশ্য কোরআন ও প্রামাণ্য হাদীছের প্রতিকূল না হইলে সেরূপ ব্যাখ্যা (Interpretation) কে গুরুতর পাপ—সাব্যস্ত করা গোঁড়ামির পরিচায়ক মাত্র।

মাওয়ার্দী দৈহিক ত্রুটিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ—করিয়াছেন: (ক) বুদ্ধিভ্রংশ, (খ) ইন্দ্রিয় বৈকল্য, (গ) প্রভাবচ্যুতি। প্রথম দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যা—নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয় শ্রেণীর দৈহিক ত্রুটি অর্থাৎ প্রভাবচ্যুতিকে মাওয়ার্দী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: প্রথমতঃ রাষ্ট্রাধিনায়কের সহযোগী ও সহকর্মীদের প্রভাব প্রতিপত্তি এরূপ ভাবে বাড়িয়া যাওয়া,—যাহার ফলে ইমাম তাহাদের হস্তে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পরিচালিত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থার কবল হইতে সর্বাধিনায়ককে উদ্ধার করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ এমন শক্তিশালী শত্রুর কবলে সর্বাধিনায়কের বন্দী—হওয়া যে, তাহাকে উদ্ধার করা নাগরিকগণের সমবেত চেষ্টা অর্থাৎ সংগ্রাম ও ক্ষতিপূরণ সত্ত্বেও অসম্ভব সাব্যস্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কোন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সর্বাধিনায়কের পদে নির্বাচিত করার অধিকার সমগ্র জাতির রহিয়াছে। *

এক-কেন্দ্রিক (Unitary) বনাম যুক্ত-রাষ্ট্রীয় (Federal) শাসনপদ্ধতি,

ইছ্লামী রাষ্ট্রের আদর্শ এককেন্দ্রিক শাসনপদ্ধতি না ফেডারেল, এসম্পর্কে মতভেদের সুযোগ রহিয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশগুলি কেন্দ্রের এজেন্ট স্বরূপ। আবশ্যকমত কেন্দ্রীয় সরকার সুবিধা ও ইচ্ছামত প্রদেশগুলিকে সৃষ্টি বা পরিবর্তন করার এবং ইচ্ছানুসারে উহাদের ক্ষমতা সম্প্রসারিত ও সংকুচিত করার অধিকারী। ইচ্ছা করিলে গ্রেটব্রিটেনের ন্যায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলিকে আভ্যন্তরীণ শাসনসৌকর্যে ইচ্ছামত কার্যকরার বহুবিস্তৃত স্বাধীনতা ও সুযোগ প্রদান করিতে পারে। The subdivisions of government in a unitary state are merely agents of the national government and may be created or altered, and their powers enlarged or contracted, at its will, nevertheless the national government may grant to them a considerable sphere of local autonomy and self government. †

পক্ষান্তরে ফেডারেল শাসনব্যবস্থায় সংযুক্ত—প্রদেশগুলির প্রত্যেকটী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইউনিট। শাসনসংবিধানের রচনা ও রাজনৈতিক পদ্ধতি—নিরূপণ কার্যে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহা সত্ত্বেও

* আহ্কামে ছুল্তানীয়াহ, ১৬ পৃঃ।

* আহ্কামে ছুল্তানীয়াহ, ১৯ ও ২০ পৃঃ।

† R. G. Gettell, Political Science P. P. 229.

www.ahlehadeethbd.org

প্রদেশগুলি সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয় এবং কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবারও তাহাদের ক্ষমতা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার ফেডারেশনের অন্তরভুক্ত কোন—প্রদেশকে ভাংগিয়া দিতে অথবা উহার অনুমতি ছাড়া প্রদেশের সীমানার মধ্যে রদবদল করিতে অথবা প্রদেশের আভ্যন্তরীণ অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেননা। পক্ষান্তরে যেসকল অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, প্রাদেশিক সরকার সেগুলি বিষয়ে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করারও অধিকারী নন।

ইছ্‌লামী শাসন-সংবিধানের স্বভাব ও আকৃতি পর্যালোচনা করিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্তমান দুনয়ায় প্রচলিত ইউনিট্যারি ও ফেডারেল শাসন পদ্ধতির একটীও ইছ্‌লামী রাষ্ট্রাদর্শের সহিত সুসমঞ্জস নয়। ইছ্‌লামী রাজ্যশাসন বিধানের স্বভাব যেমন কতকটা এককেন্দ্রিক, তেমনি অনেকদিকদিয়া উহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-প্রবণ Inclined to federal form of government,

যাহারা মনে করেন যে, এককেন্দ্রিক শাসন-পদ্ধতি ছাড়া ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে অন্যকোন ব্যবস্থার স্থান নাই, তাঁহারা প্রধানতঃ 'ইমামতের একত্ব' (وحدت امامت) নীতিকে তাঁহাদের দাবীর পোষকতায়—উপস্থিত করিয়া থাকেন, কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক ও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকিলে ফেডারেল শাসন পদ্ধতিতেও ইমামতের একত্ব—বজায় থাকিতে পারে অথচ প্রয়োজন মত কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করার পথে—কোরআন ও ছুন্নতে ছহীহা অন্তরায় নয়।

এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ছাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগ পর্যন্ত ইছ্‌লামী আদর্শের বিস্তার-সাধনকল্পে যেসকল প্রদেশ মুছলমানদিগকে অধিকার করিতে হইয়াছে, সেইসকল প্রদেশের প্রচলিত—স্বেচ্ছাতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও শোষণ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন ও ইছ্‌লামী শাসন-নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে—আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিমূলক বহুবিষয়ে স্বাধীনতা থাকাসত্ত্বেও বিজিত প্রদেশগুলি অভিন্ন এবং একমাত্র খলীফার শাসনাধীন ছিল এবং তখন এ অবস্থার ব্যতিক্রম সাধন করা সম্ভবপর ছিলনা। যেসকল রাষ্ট্রের বুনয়াদ সত্য বা মিথ্যা আদর্শমূলে প্রতিষ্ঠিত, সেসকল স্থানে এরূপ হওয়া অনিবার্য। রাশিয়ায় সোভিয়েট রিপাবলিক সমূহের ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের গণতন্ত্র ও ফেডারেল শাসন তন্ত্রের অবস্থা কি? Each having considerable local autonomy and even the right to secede, in practice, however, the Russian state is highly centralized under the unitary control of the leaders of the Communist party. আইনতঃ আভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রত্যেকটী—প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রচুর ক্ষমতা এমনকি কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার থাকাসত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে রাশিয়ার রাষ্ট্র অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত এবং প্রদেশগুলি কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের এককেন্দ্রিক আওতার অধীনে পরিচালিত। *

ইমামতের একত্ব-নীতিতে ইছ্‌লাম জগতে ছাহাবাদের সময় হইতেই ভাংগন ধরিয়াছিল এবং বনুউমাইয়াদের শেষ যুগে এই নীতি সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকৃত এবং প্রয়োজন মত মুছ্‌লিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক সর্বাধিনায়ক নিয়োগের বৈধতা স্বীকৃত—হইয়াছিল।

মাওয়ার্দী বলেন, দুইটী প্রদেশে একই সময়ে দুই জন সর্বাধিনায়কের ইমামত বৈধ নয়, কিন্তু একদল বিদ্বান ইহা জায়েয বলিয়াছেন। ‡

اذا عقدت الامامة لامامين في بلدين لم تنعقد امامتهما، لانه لا يجوز ان يكون للامة امامان في وقت واحد وان شذ قوم فجوزوه -

কাযী উযদ মওয়াকিফ গ্রন্থে এবং ছৈয়েদ শরীফ জুর্জানী উহার — ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, পৃথিবীর নির্দিষ্ট — একটী প্রান্তে, যদি—

ولا يجوز العقد لامامين في صقع اي جانب متضايق الاقطار لادائه الى وقوع الفتنة و

* Ibidem.

* Political Science, Foot note, P. P. 229.

‡ আহ্‌কামে ছুল্‌তানীয়া, ৭ পৃঃ।

اختلال النظام' اما فى متسعها اى اما العقد لاما مين فى صقع متسع الاقطار بحيث لايسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد لوقوع الخلاف –

উহা সংকীর্ণ অঞ্চল হয়, দুই জন সর্বাধিনায়কের নেতৃত্ব বৈধ নয়, কারণ উহাতে শান্তিভংগ ও বিশৃংখলার আশংকা রহিয়াছে। অবশ্য যদি অঞ্চল বিশাল হয় এবং এক জনের পক্ষে রাষ্ট্রের সুব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহা ইজ্‌তিহাদ সাপেক্ষ, কারণ এরূপ ক্ষেত্রেও যে এক জনের অতিরিক্ত সর্বাধিনায়ক হইতে পারিবেনা, সে সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ রহিয়াছে। * তুরস্কের স্বনাম ধন্য ফকীহ হাছান চল্‌পী ফনারী — শরহে মওয়াকিফের টীকায় আঞ্চলিক ব্যবধানতার জন্য একাধিক সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করার উক্তিকেই নির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন।

হিন্দের প্রগতিশীল মুহাদ্দিছ ও সাহিত্যিক — ছৈয়েদ ছিদ্দীক হাছান কেন্নৌজী এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের রাষ্ট্রের— আইন প্রণেতাগণের অবগতি ও বিচারের জন্য আমরা তাঁহার আলোচনার প্রয়োজনীয় অংশ সংকলিত — করিয়া দিতেছি—

اذا كانت الامامة الاسلامية مختصة بواحد والامور راجعة اليه مربوطة به كما كان فى ايام الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم الشرع فى الثانى الذى جاء بعد ثبوت ولاية الاول ان يقتل اذا لم يتب عن المنازعة' واما اذا بايع كل واحد منهما جماعة فى وقت واحد فليس احدهما اولى من الاخر –

واما بعد انتشار الاسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافه فمعلوم انه قد صار فى كل قطر الولاية الى امام او سلطان وفى القطر الاخر كذلك' ولا ينفذ لبعضهم امر ولا نهى فى غير قطره الذى رجع الى ولايته' فلا بأس بتعدد الائمة والسلاطين وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على اهل القطر الذى ينفذ فيه اوامره ونواهيه.........ولا يجب على القطر الاخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الاقطار – فاعرف هذا فانه المناسب للقواعد الشريعة والمطابق لما تدل عليه الادلة ودع عنك ما يقال فى مخالفته' فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الاسلامية فى اول الاسلام وما هى عليه الان اوضح من شمس النهار' ومن انكر ذلك فهو مباهت لايستحق ان يخاطب بالحجة لانه لايعقلها –

অর্থাৎ যত দিন ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কত্ব এক জনের জন্য নির্দিষ্ট এবং জাতির সমুদয় বিষয় তাঁহার মীমাংসাধীন ও তাঁহার সহিত শৃংখলিত ছিল, যেমন ছাহাবা, তাবেয়ীন ও তাঁহাদের অনুসরণকারীগণের যুগের অবস্থা ছিল, ততদিন পর্যন্ত শরীঅতের নির্দেশ মত একজনের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর — সর্বাধিনায়কত্বের পরবর্তী দাবীদার, তাহার দাবী— প্রত্যাহার নাকরিলে, তাহাকে হত্যা করা বিধেয় ছিল, কিন্তু একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির আনুগত্যের শপথ গৃহীত হইয়া থাকিলে একজনকে অন্য জনের অগ্রণী করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই এবং এ কলহের মীমাংসা শুরার বিবেচনা সাপেক্ষ।

কিন্তু ইছলাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়ার পর এবং উহা সুদূর প্রসারী এবং উহার অঞ্চলগুলি পরস্পর বহু দূরবর্তী হওয়ার পর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সর্বাধিনায়ক অথবা ছুলতান গৃহীত হইলেন। এক অঞ্চলের ইমামের আদেশ নিষেধ অন্য অঞ্চলের অধিবাসীগণের উপর বলবৎ রহিলনা। অতএব — ইছলামী রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন সর্বাধিনায়ক হওয়ায় দোষ নাই এবং যে অঞ্চলের লোকেরা তাহাদের অঞ্চলের যে ইমামের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছে, এবং যে সর্বাধিনায়কের আদেশ ও নিষেধ তাহাদের প্রতি বলবৎ রহিয়াছে তাহার বিশ্বস্ততা স্বীকার করাই— সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ওয়াজিব হইবে,

* শরহে মওয়াকিফ (৮) ৩৫৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য তাহার আনুগত্য অথবা তাহার রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হওয়া ওয়াজিব — হইবেনা। ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করা কর্তব্য— কারণ এই ব্যবস্থা শরীঅতের বিধানের সহিত সুস-মঞ্জস এবং দলীলের দিক দিয়া বলিষ্ঠ, ইহার বিরুদ্ধ কথা গ্রাহ্য করার উপযুক্ত নয়। কারণ প্রাথমিক যুগের ইছলামী রাষ্ট্র এবং আধুনিক ইছলামী রাষ্ট্রসমূহের প্রকৃতি ও আকৃতিতে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহা সূর্যের আলোকের চাইতে সুস্পষ্ট এবং এই অবস্থার অস্বীকার-কারী মিথ্যাবাদী, তাহার সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত — হওয়ার কোনই সার্থকতা নাই, কারণ প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ংগম করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। *

কৃষ্টিগত পার্থক্যের জন্য ফেডারেল শাসন ব্যবস্থার যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করিনা, কারণ সাংস্কৃতিক বৈষম্যের নিরসন ও সামঞ্জস্য সাধন কল্পে এককেন্দ্রিক শাসন পদ্ধতিই সমধিক উপযোগী। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইছলামী রাষ্ট্র বর্তমান যুগের তথাকথিত ন্যাশনাল স্টেট নয়, উহা আদর্শবাদী রাষ্ট্র, সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে এক ও অভিন্ন আদর্শের উন্নয়ন কল্পে ন্যায় বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে শরীঅত নির্দেশিত শর্তসমূহের অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন পৃথক— পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার কোনই বাধা থাকিতে পারে না। যে প্রাথমিক আদর্শকে অনুসরণ করিয়া এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের ওজুব সাব্যস্ত করা হইয়া থাকে, তদনু-সারে বনি উমাইয়ার শেষ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের সমুদয় মুছলিম রাষ্ট্রগুলি বিদ্রোহী ও কতলের উপযোগী সাব্যস্ত হইবে এবং মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের ভাবী সংগঠন ও সংযোগের পরিকল্পনা দিবা-স্বপ্নে পর্যবসিত হইবে। সমুদয় মুছলিম রাষ্ট্রের সার্ব-ভৌমত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়া ওগুলিকে ইছলামী অখণ্ডতের আদর্শমূলে সংহত করা ছাড়া আজ অন্য কোন পন্থা নাই।

আমরা এমন কথা বলিনা যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রত্যেকটী প্রদেশের সর্বতোভাবে স্বাধীনতা ও সার্ব-ভৌমত্বের অধিকারী হওয়া উচিত, আমরা শুধু এই কথা বলিতে চাইযে, অবস্থা বিশেষে যখন পৃথক পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হওয়া ইছলামী রাষ্ট্রা-দর্শের পরিপন্থী নয়, তখন পাকিস্তানের প্রদেশগুলি কেন্দ্রের শুধু এজেন্ট হইয়া থাকিবেনা। প্রদেশগুলির অবস্থান লক্ষ করিয়া এবং ভাষা ও ভৌগলিক বৈষম্য বিবেচনা করিয়া প্রদেশগুলিকে আভ্যন্তরীণ সমুদয় বিষয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিতে— হইবে। প্রদেশের অধিনায়কগণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োজিত কর্মচারী হইবেননা, প্রদেশের অধিবাসী-গণ স্বয়ং তাঁহাদিগকে নির্বাচিত করার অধিকারী হইবেন, তাঁহাদের পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন হইবে, এই পার্লামেন্টগুলির সম্মুখে তাঁহাদের অধি-নায়কদিগকে জওয়াবদিহী করিতে হইবে এবং পার্লা-মেন্ট বা মজ্‌লিছে-শুরাই তাঁহাদিগকে অপসারিত করার অধিকারী হইবে। রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক— (Supreme Head) শুধু একজন হইবেন, তাঁহার— ইমামত ও নেতৃত্ব প্রদেশসমূহের উপর বলবৎথাকিবে, কিন্তু তাঁহার সার্বভৌমত্ব সীমাহীন হইবেনা যেসকল বিষয়ের অধিকার প্রদেশগুলি কেন্দ্রকে সমর্পণ করিবে, কেবল সেই সকল বিষয়ে প্রদেশ সমূহের উপর সর্বাধি-নায়কের কর্তৃত্ব চলিবে। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা-কল্পে এবং বহির্শত্রুর প্রতিরোধ ব্যাপারে সমস্ত প্রদে-শের দায়িত্ব সমান হইবে। মোটের উপর পাকিস্তা-নের শাসনপদ্ধতি এক কেন্দ্রিক ও ফেডারেল রীতির অমৃত যোগ হইবে। প্রাথমিক যুগের ইছলামী রাষ্ট্রে অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও বহু বিষয়ে— প্রদেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল, ইহার ভূরিভূরি নযীর বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইমাম আবু ইউছুফ মুজালিদ বিনে ছঈদের মধ্য-স্থতায় আমির বিনে আবদুল্লাহ শঅবীর বাচনিক — রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত উমর কুফা, বছরা ও শামের অধিবাসীবর্গকে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতম ও — যোগ্যতম প্রতিনিধিদিগকে তাঁহার নিকট প্রেরণ— করার জন্য নির্দেশ দেন, তদনুসারে কুফার অধিবাসী-গণ উছমান বিনে ফরুকদকে, শামের অধিবাসীরা মঅন বিনে ইয়াযীদকে আর বছরাবাসীরা হজ্জাজ—

* রওযাতুন্নদীঈয়া, ৪১৩—৪১৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিনে আলাতকে উমর ফারূকের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহাদের প্রত্যেককে তাঁহাদের প্রদেশের—কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। *

আশারায় মুবাশ্শরার অন্যতম, ইরাক বিজেতা ছঅদ বিনে আবি ওয়াক্কাছকে হযরত উমর কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুফার অধিবাসীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় হযরত উমর তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ছঅদকে অযোগ্যতা বা অবিশ্বস্ততার জন্য পদচ্যুত করা হয় নাই, অর্থাৎ কুফাবাসীদের আপত্তি ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে শাসন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। †

মোটের উপর গভর্ণর ও কলেক্টরগণের নিয়োগ ও অপসারণ যে জনমত সাপেক্ষ, ইছলামী রাজ্য—শাসনের এই নীতি উপরিউক্ত ঘটনাগুলির সাহায্যে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হইতেছে এবং সংশয়াতীত ভাবে ইহা সাব্যস্ত হইতেছে যে, প্রদেশের শাসন—কর্তাগণকে নির্বাচন করার অধিকার মূলতঃ প্রদেশের অধিবাসী বৃন্দেরই, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে বা অনভিপ্রেত কোন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করার অধিকার সর্বাধিনায়কের নাই। ইছলামী শাসন সংবিধানের এই নীতি প্রচলিত এক কেন্দ্রিক শাসন পদ্ধতির প্রতিকূল এবং ফেডারেল ব্যবস্থার পরিপোষক।

প্রদেশের অধিকার শুধু নির্বাচন ব্যাপারেই—সীমাবদ্ধ নাই। যাকাত ও উশর প্রভৃতি ইছলামী কর সম্বন্ধে উমর বিন্তুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ বিনে—মছউদ, ইমরান বিনে হেছীন, মুআয বিনে জবল প্রভৃতি ছাহাবীগণ এবং তাউছ, উমর বিনে আবদুল আযীয, ছঈদ বিনে জুবয়র, ইবরাহীম নখয়ী ও হাছান বছরী প্রভৃতি তাবেয়ীগণ এবং অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যে আবু হানীফা, মালিক, ছুফ্য়ান ছওরী, হাছান বিনে ছালিহ, লয়েছ বিনে ছঅদ, শাফেয়ী, আহ্মদ বিনে হাম্বল, বুখারী ও আবু উবায়দ কাছেম বিনে-ছল্লাম সমবেত ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, যে অঞ্চল হইতে উল্লিখিত ট্যাক্সগুলি আদায় করা হইবে, সেই অঞ্চলেই উহা বিতরণ করিতে হইবে।*

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেক অঞ্চলকে অর্থ—নৈতিক দিক দিয়া বলিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে এবং স্থানীয় প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ইছলামী রাজস্ব প্রদেশের এমন কি ইলাকার বাহিরে প্রেরিত হইবে না। রাজস্ব আদায় ও বিতরণের উপরিউক্ত ব্যবস্থা ফেডারেল শাসন পদ্ধতির—অনুকূল।

মোটের উপর ফেডারেল শাসন পদ্ধতির যে রূপায়ণ আমরা পাকিস্তানের জন্য আবশ্যক মনে করি, উহা এক দিক দিয়া যেমন শরীঅত অনুমোদিত,—তেমনি উহা পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিশালী করিয়া তোলার উপযোগী, অথচ কেন্দ্রের সহিত যে যোগাযোগ এই পদ্ধতির সাহায্যে সুরক্ষিত—থাকিবে, পাকিস্তানের সংহতি ও জাতীয় ঐক্যের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। কিন্তু এক কেন্দ্রিক ব্যবস্থা দ্বারা এক দিকে প্রদেশগুলি যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—হইতে বঞ্চিত থাকিবে, তেমনি সকল সময়ে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকার ফলে উহাদের নাবালগত্ব—কোন দিন বিদূরিত হইবেনা এবং ইহার ফলে পাকিস্তানের অংগ প্রত্যংগগুলি চির দিনের মত দুর্বল থাকিয়া যাইবে।

সর্বাধিনায়কের জীবন যাত্রার মান,

সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রই হউক অথবা গণতান্ত্রিক এই সকল রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক এবং ইছলামী রাষ্ট্রের—ইমামের জীবন যাত্রার মানে যে প্রকাণ্ড পার্থক্য বিদ্য-

* কিতাবুল খিরাজ, ১০৫ পৃঃ।

† ইছাবা (৩) ৮৪ পৃঃ।

* আম্ওয়াল, ৫৯৫—৫৯৮ পৃঃ; দারকুতনী (১) ২১৮ পৃঃ; আবুদাউদ (২) ৩৩ পৃঃ; উম (২) ৬১—৭৮ পৃঃ; নয়লুল আউতার (৪) ১২৯ পৃঃ; আহকামূল কোরআন (৩) ১৬৮; কিতাবুল খিরাজ, ৯৬ পৃঃ; হিদায়া, ইনায়া ও ফতহুল কদীরসহ (২)—২৯ পৃঃ; মছায়েলে ইমাম আহমদ, ৮৩ পৃঃ; বলুগোল আমানী (৯) ৪৭ পৃঃ, ছহীহ বুখারী ফতহ সহ (৩) ২৮২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মান রহিয়াছে, ইছলামী ও অনৈছলামিক রাজ্য শাসন-বিধির তারতম্যের তাহাই হইতেছে প্রকৃত নিদর্শন। সাম্য, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জয়ঢাক পিটান মুশকিল নয়, কিন্তু সাম্যের প্রতিষ্ঠা এবং কর্মজীবনে তাহার—রূপায়ণ অতিশয় দুঃসাধ্য। ইছলামী শাসন সংবিধানে এই ব্যাপারকে সুসাধ্য করিয়া দেখানো হইয়াছে। আমরা এই প্রসংগে কেবল তিনটী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

(ক) সামাজিক সাম্য,

ইছলামী রাষ্ট্রের যাঁহারা শাসনকর্তৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, শান্তিরক্ষক, বিচারপতি, — কলেক্টর যিনিই হউননা কেন, ইছলামী সমাজ ব্যবস্থায় তাঁহাদের ও ক্ষুদ্রতম নাগরিকের মধ্যে কোন—প্রভেদ নাই। আমর বিন্নুল আছের সহিত সন্ধিশর্ত আলোচনা করার জন্য মিছরের সম্রাট তাঁহার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাটের দরবারে মুছলিম সৈন্য বাহিনীর যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখেই শ্রবণ করা উচিত—মুছলিম সেনানীদের — মধ্যে কাহারো অন্তরে পার্থিব সম্পদের — বুভুক্ষা নাই, তাহারা মৃত্তিকায় উপবেশন—করে ও হাঁটু গাড়িয়া আহার করে। তাহাদের অধিনায়ক — তাহাদেরই এক জনের ন্যায়। তাহাদের মধ্যে ভদ্র ও ইতর এবং প্রভু ও দাসের কোন ভেদাভেদ নাই।*

ليس لاحـــد منهم فى الدنـيا رغبة ولا نـهمة‘ وانما جلوسهم على التراب واكلهم على ركبهم اميرهم كانه واحد منهم‘ مايعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد -

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের প্রথম সর্বাধিনায়ক হয্‌রত—আবুবক্‌র ছিদ্দীক খলীফার পদে নির্বাচিত হইবার অব্যবহিত পরেই যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—জনগণ, — আপনারা শুনুন আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বনিবার জন্ম — আমাকে সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত—করা হয় নাই। — আমার আন্তরিক—ইচ্ছা ছিল আপনাদের মধ্য হইতে কেহ এই কার্যভার গ্রহণ করিতেন। যে ঐশীবাণী দ্বারা আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে দৃঢ় রাখিতেন, যদি তাহার সাহায্যে আপনারা আমাকে পরিমাপ করিতে চান, তাহাহইলে সে যোগ্যতা আমার নাই, আমি আপনাদেরই এক জন বই কিছু নই। অতএব যখন আপনারা দেখিবেন, আমি সরল পথে চলিতেছি, তখন আপনারা আমার অনুসরণ করিবেন আর যখন দেখিবেন আমি বক্রপথ ধরিয়াছি, আপনারা আমাকে সোজা করিয়া দিবেন।*

اعلموا ايهاالناس‘ انى لم اجـعل لهذا المكان ان اكون خيركم ولوددت ان بعضكم كفانيه‘ ولئـن اخذتمونى بما كان الله يقيم بـه رسولـه من الوحى ما كان ذلك عندى‘ وما انا الا كاحدكم‘ فـاذا رأيـتـمونـى قـد استقمت فاتبعونى وان زغت فقومونى -

উমর ফারূক খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া জন-সাধারণকে যে ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের অধিনায়কবর্গের সকল দিক দিয়া তাহা লক্ষ করা কর্তব্য। তিনি বলেন, আমি আমার নিজের নিকট হইতেও হক আদায় করিয়া লইব। আমার কোন আচরণ সম্বন্ধে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, আমি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহার কৈফিয়ত — প্রদান করিব। সুতরাং আপনাদের মধ্যে কাহারো যদি কিছু প্রয়োজন থাকে কিংবা কোন অত্যাচার—সম্বন্ধে অভিযোগ থাকে, অথবা আমার বা আমার কর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তাহাহইলে আমাকে তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত করা কর্তব্য, আমি—

اعقل الحق من نفسى واتقدم وابين لكم امرى - فايما رجل كانت له حاجة اوظلم مظلمة اوعـتب علينا فى خلق فليؤذنى فانما انـا رجل منكم و انا حبيب الى صلاحكم و عزيز على عتبكم وانامسؤل عن امانتى وما اناونه -

* মোহাম্মদ হুছয়ন হয়কল, আল্‌ফারূক (২) ১১৩ পৃঃ।

* ইবনে কুতয়বা, ইমামত ও ছিয়াছত (১) ১৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আপনাদের একজন লোক বই অন্য কিছু নই, আমি আপনাদের শুভানুধ্যায়ী এবং আপনাদের অসন্তুষ্টিতে ম্রিয়মান, যে আমানত ও দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করা হইয়াছে তার জন্য আমি আপনাদের নিকট জওয়াবদিহী করিতে বাধ্য। *

জনৈক সেনাপতিকে তাঁহার বিদায় সম্ভাষণে উমর ফারূক ইছ্‌লামী সাম্যবাদের মূলনীতি এই — বলিয়া স্মরণ করাইয়া দেন যে,— আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর সংগে কাহারো কোন — আত্মীয়তা নাই। — ইছলামী জীবন — পদ্ধতিতে মুছলমানগণের ভদ্র ও অভদ্র সকলেই সমতুল্য। †

ليس بين الله وبين
احد نسب الا بطاعته'
فالناس شريفهم و
وضيعهم فى دين الله
سواء –

সাম্যের আদর্শ ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের কেবল নিয়মতান্ত্রিক ঘোষণা নয়, রাষ্ট্রজীবনের প্রত্যেক স্তরেই উহার যথার্থতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত — হইবে। ইরাক অভিযান উপলক্ষে কোনস্থানের অধিবাসীরা জেনারেল আবুউবায়দাকে নিমন্ত্রণ— করেন এবং উৎকৃষ্ট ধরণের ভোজ্যবস্তু তাঁহার নিকট পাঠান। আবুউবায়দা জিজ্ঞাসা করেন যে, এই— শ্রেণীর ভোজ্যবস্তুর নিমন্ত্রণ সমুদয় সৈন্যকে করা হইয়াছে কিনা? নিমন্ত্রণকারীরা বলেন, উহা শুধু তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট। সেনাপতি অসন্তুষ্ট হইয়া— নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন— এরূপ— খানার আমাদের— দরকার নাই! আবুউবায়দা অপেক্ষা মন্দ আর কে হইবে যে একদল লোক তাহাদের দেশ হইতে— সংগে লইয়া আসে তাহারা উহার আদেশে নিজেদের রক্ত প্রবা-

لا حاجة لنا فيه – بئس
المرء ابو عبيدة ان صحب
قوما من بلادهم واهرا قوا
دماءهم دونه او لم
يهريقوها ' فاستاثر عليهم
بشئ يصيبه' لا والله
لا ياكل مما افاءالله عليهم
الا مثل ما ياكل اوساطهم –

* হয়কল, আলফারূক উমর, ১০৬ পৃ:।

† ঐ ১৫১ পৃ:।

হিত করে অথচ ভোগের বেলায় সে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা গ্রহণ করে? না! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর প্রদত্ত মাল হইতে অন্যান্য লোকেরা যাহা খাইবে, আবুউবায়দা শুধু তাহাই খাইবে, তাহার— অতিরিক্ত বা উৎকৃষ্টতর নয়! *

(খ) রাষ্ট্রাধিনায়কগণের পারিশ্রমিক,

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের অধিনায়কগণ তাঁহাদের — কার্যের পারিশ্রমিক সরকারী কোষাগার হইতে প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ গণতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক বা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রাধিপতিদের বেতনের হার অনুসারে হইবেনা। কম্যুনিজ্‌মের বিরুদ্ধে— আমাদের সরকারী নীতি যতই বিরূপ হউকনা কেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ নাস্তিকতা ও ভোগবিলাসের দিকদিয়া পাকিস্তানের অধিনায়কগণ কম্যুনিস্টিক এমন কি— রাজতান্ত্রিক নীতির সর্বাপেক্ষা উৎসাহী সমর্থক। অথচ সরল জীবনযাত্রা ও জীবনের উপভোগক্ষেত্রে সততার সহিত সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা দ্বারাই ইছ্‌লামী রাজ্যশাসন-নীতিকে সর্বতোভাবে জয়যুক্ত করা সম্ভবপর।

উমরফারূকের ঘোষণা এসম্পর্কে সুস্পষ্ট, তিনি তাঁহার অন্যতম বক্তৃতায় বলেন, সরকারী কোষাগারে আমার ঐটুকু দাবী আছে, যতটুকু দাবী পিতৃহীনের সম্পত্তিতে— তাহার অভিভাবকের রহিয়াছে। যদি — আমার অভাব না থাকে তাহা হইলে আমি সরকারী — কোষাগার হইতে— কিছুই গ্রহণ করিবনা আর যদি আমার

انما انا ومالكم كولى
اليتيم ان استغنيت
استعففت وان افتقرت
اكلت بالمعروف ولست
ادع احدا يظلم احدا ولا
يعتدى عليه حتى اضع
خده على الارض و اضع
قدمى على الخد الاخر
حتى يذعن للحق –
ولكم على ايها الناس
خصال اذكرها لكم
فخذونى بها : لكم على
ان لا اجتبى شيئا من
خراجكم ولا مما افاء الله

* হয়কল, আলফারূক (২) ১১২ পৃ:।

www.ahlehadeethbd.org

অভাব হয় তাহা— হইলে আমার খোরাকির জন্য সংগত পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিব। আমি কাহাকেও অন্য কাহারো উপর উৎপীড়ন করিতে দিবনা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত— অত্যাচারীর একগাল

عليكم الا من وجهه - ولكم على اذا وقع فى يدى ان لايخرج منى الا فى حقه ولكم على ان ازيد اعطياتكم وارزاقكم واسد ثغوركم - ولكم على ان لاالقيكم فى المهالك ولاجمركم فى ثغوركم -

মাটিতে ফেলিয়া তাহার অন্য গালকে আমি পদদলিত না করিব আর তাহাকে ন্যায় বিচারের জন্য বাধ্য করিতে নাপারিব, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে ছাড়িব না। জনগণ, আপনারা অবহিত হউন, আমার কাছে আপনাদের কতকগুলি দাবী রহিয়াছে, সেগুলি — আমার নিকট হইতে আপনাদের আদায় করিয়া লওয়া উচিত। তন্মধ্যে একটী এই যে, দেশের রাজস্ব এবং যুদ্ধ-লব্ধ মাল অন্যায় ভাবে জমা করা হইবে না।— দ্বিতীয়, রাজস্ব ও গনীমৎ আমার কাছে জমা হইলে উহা অন্যায় ভাবে বণ্টন করা হইবেনা। আমার— উপর আপনাদের আর একটী দাবী এই যে, আমাকে আপনাদের বৃত্তি ও খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, আপনাদের রাষ্ট্রের সীমান্তাঞ্চল আমাকে সুরক্ষিত— রাখিতে হইবে, আপনাদিগকে আমি বিপদে নিক্ষেপ করিতে পারিবনা এবং আপনাদের সৈন্য বাহিনীকে সীমান্তে সদাসর্বদার জন্য আমি আটক করিয়া রাখিতে পারিবনা। *

(গ) তৃতীয় বৈশিষ্ট্য,

জাঁকজমক এবং বেহুদা আড়ম্বর ইছলামী রাষ্ট্রের অধিনায়কবর্গের জন্য সর্বতোভাবে বর্জনীয়, দ্বারপাল ও শরীর রক্ষীদের আড়ম্বর প্রদর্শন করা তাঁহাদের জন্য অবৈধ। তাঁহাদিগকে সর্বদা উৎপীড়িত, দুর্বল ও দরিদ্র জনসাধারণের অধিগম্য হইতে হইবে। আবুবক্‌র, উমর, উছমান ও আলী রাষ্ট্রাধিপ নির্বাচিত— হইবার পর তাঁহাদের জন্য দরবার সজ্জিত করা হয়নাই, শোভাযাত্রা বাহির হয়নাই, পতাকাও — উত্তোলিত হয় নাই, অভিভাদনও গৃহীত হয়নাই। হযরত উমর যেদিন এপদে অধিষ্ঠিত হন, অবশ্য সে দিন হযরত আলী তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—দেখুন আপনি যদি আপনার সহচরের স্থান লাভ করিতে চান তাহা— হইলে জামায় তালি দিন, তহ্‌বন্দ উঁচু—

ان اردت ان تلحق صاحبك فارقع القميص وليكس الازار وانصف النعل وارقع الخف وقصر الامل وكل دون الشبع -

করুন, স্বয়ং নিজের জুতা মেরামত করুন, মোজা— রিফু করুন, আকাংখা কমাইয়া দিন আর পেটপুরিয়া খাওয়া ছাড়ুন। *

হযরত উমর এই অভিনন্দনকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকের মুখে শ্রবণ করা উচিত।

শামদেশ সবেমাত্র জয় হইয়াছে, দেশের অধিবাসীরা রোমক সম্রাটগণের জাঁকজমকপূর্ণ গর্বিত শাসনপদ্ধতিতে অভ্যস্ত। সেই দেশের সরকারী ছফরে ইছলাম জগতের সর্বাধিনায়ক খলীফা উমর ফারুক চলিয়াছেন। ঐতিহাসিক ইব্‌নেকছীর বলেন, উমর এলিয়ার পথে একটী শুভ্র উষ্ট্রের পৃষ্ঠে জাবীয়ায় আগমন করিলেন। মাথায় টুপী পাগ্‌ড়ী কিছুই ছিলনা, রৌদ্র ঠিক কপালের উপর পড়িতেছিল। উষ্ট্রের জিনের দুইদিকে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। সংগে একটীমাত্র কম্বল ছিল, অবতরণ কালে উহা শয্যারূপে আর উষ্ট্রপৃষ্ঠে উহা গদীরূপে ব্যবহৃত হইত। গায়ে মোটা খদ্দরের পিরান ছিল কিন্তু এতই পুরাতন যে, বগলের দিকদিয়া দুই ধারেই ছিন্ন হইয়া চলিয়াছিল। মোহাম্মদ হুছয়ন হয়কল লিখিয়াছেন, তাঁহার গাত্রবসনে ১৪টী তালি পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি ছিল চামড়ার! জাবীয়ায় পৌছিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের নেতা জনৈক পাদ্রীকে ডাকাইয়া হযরত উমর নিজের পিরান তাঁহাকে ধৌত করিয়া সিলাই করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন আর একটী পিরান ধার চাহিলেন। পাদ্রীছাহেব উৎকৃষ্ট এক সূক্ষ্ম বসন তাঁহাকে দিলেন। তাঁহার কাপড় ধৌত ও রিফু—

* আবু ইউছুফ, কিতাবুল খিরাজ, ১৪০—১৪১ পৃঃ।

* কিতাবুল খিরাজ, ১৭পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হইয়া আসিলে তিনি উহা পরিধান করিলেন এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্রখানা পাদ্রীর বহু আপত্তি সত্ত্বেও তাহাকে ফেরৎ দিলেন। পাদ্রী ছাহেব বলিলেন, আপনি আরবের সম্রাট, আপনি যদি আপনার পোষাক—পরিবর্তন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিতেন, তাহা-হইলে রোমকদের দৃষ্টিতে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি—পাইত! হযরত উমর বলিলেন— দেখ, আল্লাহ আমাদিগকে যে মর্যাদা দিয়াছেন তাহা শুধু ইছ্-লামের জন্যই দিয়াছেন, আমরা ইছ্লাম ছাড়া অন্য-কোন বস্তুকে আমাদের মর্যাদালাভের উপলক্ষ করিতে চাইনা।

এই ছফরের আর একটী ঘটনা ইব্নেশিহাবের বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, পথে একস্থানে খানিকটা পানী অতিক্রম করার প্রয়োজন হয়। হযরত উমর তৎক্ষণাৎ উষ্ট্র-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন আর—উষ্ট্রের লাগাম ধরিয়া পানিতে প্রবেশ করিলেন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবুউবায়দা বলিয়া—উঠিলেন— আমীরুলমুমিনীন, আপনার এই অবস্থা দেখিয়া স্থানীয় লোকরা বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইবে! ফারুক বলিলেন, দেখ আবুউবায়দা, একথা তোমার পরিবর্তে অন্যকেহ বলিলেই শোভা পাইত! তুমি কি জাননা আবুউবায়দা—যে, আমাদের অপেক্ষা হেয়, আমাদের তুল্য নীচ আর আমাদের মত নগন্য সংখক জাতি পৃথিবীতে আর কেহই ছিলনা, কিন্তু আল্লাহ আমাদিগকে শুধু ইছ্লামের সাহায্যে গৌরবান্বিত করিয়াছেন! ইছ্লামের প্রদত্ত মর্যাদার পরিবর্তে তোমরা অন্যকোন গৌরবের যদি অভিলাষ কর,—তাহা হইলে স্মরণ রাখিও—আল্লাহ তোমাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন। *

যাহারা ইউরোপ ও আমেরিকার আদর্শে পাকিস্তা-নকে বাহ্যাড়ম্বর ও জাঁকজমক দ্বারা পৃথিবীর দরবারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যে ব্যক্তির ভ্রমণবৃত্তান্ত উধৃত করিলাম, তিনি ইছলামী রাষ্ট্রের সেই সর্বাধিনায়ক, যাঁহার — বাহিনী মদীনা হইতে মার্চ করিয়া পূর্বে আফগানি-স্তান ও চীনের সীমান্ত পর্যন্ত, উত্তরে আনাতুলিয়া ও ক্যাস্পীয়ান সাগর পর্যন্ত, পশ্চিমে তিউনিস পর্যন্ত—আর উত্তরে আবিসিনিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং যিনি মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রোমক ও পারসিক সম্রাটগণের সমুদয় জাঁকজমক ও স্পর্ধা—মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছিলেন।

ইছলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক ও শাসনকর্তাগণের জন্য জনমণ্ডলীর অধিগম্য হওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মছউদ তফ্তাযানী বলেন, যাহাতে প্রয়োজন হইলে জনসাধারণ রাষ্ট্রের অধিনায়কগণের সান্নিধ্য লাভ—করিতে সমর্থ হয় এবং তিনি তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার করিতে পারেন তজ্জন্য ইছলামী রাষ্ট্রের—অধিনায়কবর্গকে জনমণ্ডলীর অধিগম্য হইতে — হইবে। +

আল্লামা তফতাযানীর এই অভিমত আল্লাহর—রছুলের (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশের বলিষ্ঠ দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইমাম আহ্মদ ও তিরমিযী প্রভৃতি—আমর বিনে মুররার বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদেশ করিতে শুনিয়াছি--যে অধি-নায়ক বা শাসনকর্তা প্রতিকারপ্রার্থী — অভাবগ্রস্ত ও দীন হীন-দের জন্য তাহার দ্বার রুদ্ধ করিবে, তাহার প্রয়োজন, অভাব ও দারিদ্রের দিনে আল্লাহও তাহার জন্য আকাশের দ্বার অবরুদ্ধ রাখিবেন।

ما من امام او وال يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة الا غلق الله ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته -

এই হাদীছ সূত্রে ইমাম শাফেয়ী এবং বিদ্বান-গণের একটী দল শাসনকর্তাদের জন্য দাররক্ষী নিযুক্ত করার কার্যকে সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয়াছেন কিন্তু বিদ্বান-গণের অপর একটী দল এই কার্যকে সম্পূর্ণ অবৈধ — বলেননাই, কারণ বুখারী প্রভৃতি রছুলুল্লাহর (দঃ) দাররক্ষী থাকার কথা আবুমুছার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। মোটের উপর যাঁহারা ইহার বৈধতা

* ইব্নেকছীর, তারীখ (৭) ৫৯ ও ৬০ পৃঃ।

+ শর্হেআকায়েদ নছফী, ২৩০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহাকে তিনটী শর্তের সহিত আবদ্ধ রাখিয়াছেন :—

প্রথম, ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বা জাঁকজমকের—উদ্দেশ্যে নাহইয়া জনসাধারণের সুবিধা, সময়ের সদ্ব্যবহার এবং কার্যের শৃংখলা বিধানের জন্য দ্বাররক্ষীর ব্যবস্থা হওয়া।

দ্বিতীয়, দেখা সাক্ষাতের জন্য এই নিয়ম প্রবর্তন করা যে, প্রথমে যে আসিবে তাহার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করিতে হইবে, বাহিরের আগন্তুকদিগকে—স্থানীয়দের অগ্রগণ্য করিতে হইবে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, প্রভাবপ্রতিপত্তি ও সুফারিশ প্রভৃতির প্রতি দৃকপাত করা হইবেনা।

তৃতীয়, দ্বারপাল বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ—চরিত্র, অমায়িক এবং মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে।

ইমাম শওকানী বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে দ্বাররক্ষীর ব্যবস্থা বৈধ হইলেও শাসনকর্তাদের পক্ষে সকল সময়ের জন্য এই ব্যবস্থা বলবৎ রাখা জায়েয নয়। *

শাসক দলের আচরণের বিচার ব্যবস্থা,

পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সর্ববিধ রাষ্ট্রসংবিধানে সর্বাধিনায়ক এমন কি তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ পর্য্যন্ত বিচারের উর্ধে বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু ইছলামী শাসন-সংবিধানে শাসকগোষ্ঠির জন্য এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। —এমন কি তাঁহাদিগকে সাধারণ বিচারালয়ের বাহিরে স্বতন্ত্র কোনরূপ বিচারব্যবস্থার সুবিধাও প্রদান করা হয় নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রছুল ও মহামানব হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) স্বয়ং কোন দিন নিজকে রাষ্ট্রের আইনের উর্ধে স্থান দান করেননাই এবং এক জন সাধারণ বেদুইনের দাবীর গুরুত্বকেও নিজের সমকক্ষতায় কোন দিন ন্যূন হইতে দেন নাই। এরূপ কয়েকটী ঘটনার কথা রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র জীবনী হইতে নিম্নে সংকলিত করিয়া দেওয়া হইল—

(ক) হাবীব ইব্‌নে মছলমা বলেন, একদা—রছুলুল্লাহ (দঃ) অনিচ্ছাকৃতভাবে জনৈক বেদুইনের গাত্রচর্মকে আহত করিয়া ফেলেন, বেদুইনটী তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ দাবী করিয়া বসে। জিব্‌রীল—রছুলুল্লাহ (দঃ) কে প্রত্যাদিষ্ট করেন, হে আল্লাহর রছুল, আল্লাহ আপনাকে অত্যাচারী অথবা দাম্ভিক রূপে প্রেরণ করেন নাই। ইহাতে রছুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত বেদুইনকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলেন—আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ কর—ইব্‌নে-আছাকির।

(খ) জনৈক ছাহাবী বলেন, হুনায়নের যুদ্ধকালে একদিন আমি ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, আমার পায়ে ভারী পাদুকা ছিল, আমি—আমার সেই ভারী পাদুকা সহ রছুলুল্লাহর (দঃ) পা মাড়াইয়া ফেলি। হুযুর তাঁহার হস্তস্থ বেত্র—দ্বারা আমাকে আঘাত করেন। পরদিবস তিনি—আমাকে ডাকাইয়া পাঠান এবং উক্ত বেত্রাঘাতের জন্য আমাকে ৮০টী ছাগল ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করেন— ইব্‌নে ইছ্‌হাক।

(গ) বদরের যুদ্ধদিবসে রছুলুল্লাহ (দঃ) তদীয় বাহিনী পরিদর্শন করিতেছিলেন এবং সৈন্যদল স্ব স্ব স্থানে ঠিকভাবে অবস্থান করিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে একটী সোঁটা ছিল। জনৈক সৈনিক সারির কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী হইয়া—দণ্ডায়মান হওয়ায় রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সেই সোঁটা দ্বারা উক্ত সৈনিকের পেটে আঘাত করেন। সৈনিকটী প্রতিশোধ দাবী করায় রছুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ—তাঁহার পবিত্র পেট হইতে জামা উত্তোলিত করিয়া তাহাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেন—ইব্‌নে হিব্বান ও ইব্‌নে হিশাম।

(ঘ) আবুহোরায়রা ও আবুছঈদ খুদ্‌রী বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন এক যুদ্ধে যাত্রাকরার প্রাক্কালে ক্যাম্পে নমাযের জামাআতে যোগদান করার জন্য উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে মক্কার জনৈক বৃদ্ধ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং তাহার কথা নাশুনা পর্যন্ত রছুলুল্লাহ (দঃ) কে কিছুতেই অগ্রসর হইতে দিবেনা বলিয়া

* নয়লুল আওতার ২২৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আব্দার করিতে থাকে। হুযুর তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া সরাইয়া দেন এবং তাড়াতাড়ি জামাআতে যোগদান করেন। নমায শেষ হইবার পর রছুলুল্লাহ (দঃ) গম্ভীর বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে-লোকটীকে আমি বেত্রাঘাত করিয়াছিলাম সে—কোথায়? লোকটী সভয়ে নিকটস্থ হইলে হুযুর ছড়িটী তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, এই ছড়ি দিয়াই তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর। লোকটী বলিল, ইহা অসম্ভব! আমি আল্লাহর রছুলের দেহে আঘাত করিব? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি যদি ক্ষমা না কর, তাহাহইলে তোমাকে প্রতিশোধ লইতে—হইবেই—দারমী।

(ঙ) আবুছঈদুল খুদরী বলেন, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) যুদ্ধের লুঠ বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) শরীরে ঝুলিয়া পড়ে। তিনি তাহাকে স্বীয় সোঁটা দ্বারা আঘাত করেন,—ইহাতে তাহার চেহারা আহত হয়। রছুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, উঠ এবং আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ কর—আহমদ, আবুদাউদ ও নাছায়ী।

(চ) আবদুল্লাহ বিনে আবি আল বাহিলী বলেন, বিদায়-হজ্জের সময়ে এক দিন আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে উষ্ট্র পৃষ্ঠে দর্শন করিয়া তাঁহার পা আমার দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরিলাম। রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বেত্রাঘাত করিলেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, হে আল্লাহর রছুল, প্রতিশোধ! হুযুর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ছড়ি আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি তখন রছুলুল্লাহর পবিত্র হস্ত এবং পদযুগল চুম্বন করিলাম—ইবনেকানেঅ্।

(চ) মোহাম্মদ বিনে আম্র ছলমী বলেন,—রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন তায়েফ হইতে জি'রানায় গমন করিতেছিলেন, তখন আবু দহম তাঁহার উষ্ট্রে রছুলুল্লাহর (দঃ) পার্শ্বে ছওয়ার ছিলেন, আবু দহমের—পাদুকা দ্বারা তাঁহার পা ঘর্ষিত হয় এবং তিনি যন্ত্রণা বোধ করেন। আবুদহম বলিতেছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) আমার পায়ে বেত্রাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি—আমাকে আহত করিয়াছ, পা সরাইয়া লও। আবু দহম বলেন আমি অতঃপর উট চরাইতে যাই এবং সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলে জানিতে পারি যে,——রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি আমার পা ব্যথাতুর করিয়াছিলে আর আমি তোমাকে বেত্রাহত করিয়াছিলাম। এখন আমার আঘাতের প্রতিশোধ স্বরূপ এই ছাগলগুলি গ্রহণ কর।

(জ) রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত কাল পূর্বে এক জনসভায় বক্তৃতা দান—করেন, উক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন,

জনগণ, আমার উপর তোমাদের বিভিন্নরূপ দাবী দাওয়া থাকিতে পারে, আমি যদি কোন দিন কাহারো পৃষ্ঠে আঘাত হানিয়া থাকি, আমি তাহাকে বলি আজ আমার পৃষ্ঠদেশে সে আঘাতের প্রতিশোধ সে গ্রহণ করুক! আমার দ্বারা যদি কোন সময়ে—কাহারো সম্ভ্রম হানী ঘটিয়া থাকে, সে আজ আমার সম্ভ্রমকে নষ্ট করিয়া তাহার বদ্‌লা গ্রহণ করুক! আমি যদি কাহারো ধন সম্পদ গ্রহণ করিয়া থাকি, এই—আমার সম্পদ মওজুদ রহিয়াছে, সে প্রতিশোধ গ্রহণ করুক! মোটের উপর যে ব্যক্তি আজ তাহার ন্যায্য দাবী আমার নিকট হইতে বুঝিয়া লইবে এবং—আমাকে ক্ষমা করিবে, সেই আমার সর্বাপেক্ষা—প্রিয়! কারণ আমি আমার প্রভুর সহিত নিশ্চিন্ত মনে মিলিত হইতে চাই! রছুলুল্লাহর (দঃ) এই ঘোষণার পর শুধু এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়ায় এবং দাবী করে যে হুযুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সেই দাবী তৎক্ষণাৎ মিটাইয়া দেওয়া হয়—আহ্‌মদ ও ইবনেজরীর।

উধৃত নযীর সমূহ দ্বারা ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, দাবী দাওয়ার দিক দিয়া—রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন দিন আইনতঃ নিজেকে জনসাধারণের উর্ধে স্থাপিত করেন নাই, অথচ রিছালতের দিক ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও তিনি যে সমগ্র অতীত, বর্তমান ও ভাবী মুছলিম জনমণ্ডলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, ইহা কোরআন কর্তৃক স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। ছুরত-আল্ আহ্‌যাবে আল্লাহ আদেশ—করিয়াছেন যে, নবী মুমিনগণ অপেক্ষা—তাহাদের ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া উত্তম এবং তাঁহার সহধর্মিণীগণ মুমিনগণের জননী—৬ আয়ত।

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم -

এই আয়ত দ্বারা জানা যায় যে, রক্ত মাংসের দিক দিয়াও রছুলুল্লাহর স্থান সাধারণ মানুষের উর্ধে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে রাষ্ট্রসংবিধান সহকারে তিনি—ধরাধামে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার (Equity of Justice) কোন ধারায় তাঁহার জন্য কোন বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় নাই। ইছলামী বিচারের এই নীতিকে রছুলুল্লাহর (দঃ) স্থলাভিষিক্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খলীফায় রাশিদগণ সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে—পারিয়াছিলেন বলিয়া আবুবক্‌র, উমর, উছমান ও আলী রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুমকে তাঁহাদের রাজত্ব—কালে রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের মত বাদী অথবা প্রতিবাদীরূপে সাধারণ বিচারালয়ে প্রতিপক্ষের সমকক্ষ আসনে বসিতে হইয়াছিল। খিলাফতে রাশিদার ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের প্রত্যেকটী পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিয়া এমন একটী ঘটনার সন্ধান বাহির করার উপায় নাই যে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোন কার্য বা আচরণের জন্য তাঁহারা রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বলিয়া সাধারণ বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। *

উপসংহার

পাকিস্তানের শাসন সংবিধান সম্বন্ধে লিখিত এই নিবন্ধ এই স্থানেই সমাপ্ত করা হইতেছে। বিষয়বস্তুর এমন অনেক প্রয়োজনীয় দিক রহিয়া গেল, যেগুলির আলোচনা এই নিবন্ধে সম্ভবপর হইল না। নাগরিক অধিকার, অমুছলমান নাগরিকদের অধিকার, রাষ্ট্রের আনুগত্যের তাৎপর্য ও সীমা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাসংগিক ইংগিত ছাড়া কিছুই বলা হয় নাই। দছতুর (Constitution) সম্পর্কে লিখিত বিষয় যে ভাবে সুসজ্জিত ও সুসম্পাদিত করিতে হয়, এই নিবন্ধে সে রীতিও—অনুসরণীয় হয় নাই। এই কার্য সঠিক ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে যোগ্যতা, সাজসরঞ্জাম ও অবসরের আবশ্যক, নিবন্ধের লেখক সেগুলি হইতে—বঞ্চিত থাকায় উপরিউক্ত বিভ্রাটগুলি ঘটিয়াগিয়াছে।

ইছলামী রাজ্য শাসন-বিধান সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে লিখিত বহি পুস্তকের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য, কোরআন হাদীছ, ফিক্‌হ, আকায়েদ ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উহার সূত্র, নীতি, ব্যাখ্যা ও নযীরগুলি এরূপভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে যে সেগুলি অনুসন্ধান করিয়া চয়ন—করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংকলিত ও সম্পাদিত করা একক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নয়। ইছলামী—শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, আধুনিক ভাবধারার সহিত সম্যকরূপে পরিচিত অথচ প্রকৃত ইছলামী রুচি ও দৃষ্টি ভংগী—সম্পন্ন একটী ক্ষুদ্র দলের মিলিত ও স্বাধীন সুদীর্ঘ—সাধনা দ্বারাই এই গুরুতর বিষয় সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিল, কিন্তু এরূপ কোন মিলিত প্রচেষ্টা পূর্বপাকিস্তানে দানা বাঁধিতে পারেনাই। রাষ্ট্র সংবিধান—সম্বন্ধে পূর্বপাকিস্তানে যাহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, দু একজন বাদে দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা ইছলামী শাস্ত্রে যেমন অনভিজ্ঞ, তেমনি ইছলামী রুচি বিবর্জিত। অথচ ইহাদের মধ্যেই এমন একটি ক্ষুদ্র দল রহিয়াছেন, যাঁহারা ইছলামকে, তাহার নীতি ও আদর্শকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন কিন্তু অজ্ঞতা ও রুচি বিভ্রাটের জন্য ইছলামের প্রতি তাঁহাদের সুগভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা অনেক ক্ষেত্রে ইছলামের সহিত শত্রুতায় পর্যবসিত হইতেছে। সরকারী আওতায় বসিয়া যাঁহারা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের যোগ্যতা সম্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, আর যাঁহাদের যোগ্যতা সুবিদিত, তাঁহাদের স্বাধীনতা ও অধিকার অতিশয় অস্পষ্ট। এ রূপ প্রতিকূল পরিবেশে পাকিস্তানে ইছলামের—সঠিক আদর্শ মূলে শাসনতন্ত্রের রূপায়ণ ঘটিবে এ আশা সুদূর পরাহত।

তথাপি ইছলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একাডেমিক আলোচনা একাধিক কারণে নিরর্থক ও অনাবশ্যক নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন ও ছুন্নতের—ভিত্তির উপর লিখিত সাহিত্য দ্বারা আমাদের মাতৃভাষাকে সম্পদশালী করিয়া তোলা আবশ্যক। ইছলামী আদর্শ ও কার্যক্রমের প্রচার প্রত্যেক মুছলমানের আন্তরিক ভাবে কাম্য হওয়া উচিত। সুখের বিষয় যে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ পরিত্যক্ত হইবার আশংকা নাই এবং পাকিস্তানের নাগরিক মণ্ডলীও এখনো ইছলামের প্রতি আস্থা হারাননাই, সুতরাং মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী বা ইছলামবিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্রে আপাততঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইছলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকে যদি বানচাল করিয়া দেওয়াও হয়, তথাপি জনগণের মধ্যে ইছলামী রাষ্ট্রাদর্শের চেতনা উদ্‌গ্র হইয়া উঠিলে পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট বা কামালী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার—সমুদয় ষড়যন্ত্র অদূরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য।

"পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান"

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলীর সফলতার পথে কিঞ্চিন্মাত্র সহায়ক হইলেই এই দীন ও নগণ্য সংকলয়িতার সমুদয় পরিশ্রম সার্থক হইবে।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم -
وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى
آله واصحابه واتباعه اجمعين والعاقبة
للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

* তাবাকাত ইব্‌নেছঅদ (১) ২য় প্রং ৯৭ পৃঃ; ছরখ্‌ছীর মব্‌ছুত (১৬) ৭৩, ৭৪ ও ১২২ পৃঃ; কিতাবুল খিরাজ ৬৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ব-সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ মনছুর উদ্দীন এম, এ।

(৪)

(২৯) বুয়িদ শাসনকালে একদল জ্যোতিষী পদার্থ বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ গড়ে উঠেছিলেন। যাঁদের মধ্যে আলকোহি এবং আবুল ওয়াফা এই দুইজনের নামই উল্লেখযোগ্য। আলকোহী গ্রহাদির গতি-বিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করে সে সম্বন্ধে স্বীয় মতাবলী ব্যক্ত করে গেছেন। গ্রীষ্ম ক্রান্তি এবং— শারদীয় সমীরণ সম্বন্ধে তাঁর পর্য্যবেক্ষণাবলী মানব-জাতির জ্ঞানভাণ্ডার প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আবুল ওয়াফা ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তঃপাতি বৈজ্জানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৯৫৯ খৃঃ তিনি ইরাকে এসে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। তাঁর জিজুস সামিল বা পরীক্ষিত গণনা তালিকা চরম পরিশ্রম এবং সূক্ষ্ম নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণের পরিচয় দেয়। ত্রিকোনমিতি এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি সেকাণ্ট ও টেনজেণ্ট প্রবর্ত্তিত করেন। সেটিলট বলেন "শুধু তাই নয়, টলেমীর চন্দ্র সম্বন্ধীয় গবেষণার অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে প্রাচীন গণনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করে কেন্দ্র ও বহির্গম্য নিরপেক্ষ হয়ে অন্য একটি অসম সংখ্যার আবিষ্কার করেন। ঠিক এই অসমতাই ছয় শতাব্দী পরে টাইকোব্রাহে কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয়েছিল।

(৩০) মিশরে ফাতেমীয়দের অধীনে কায়রো নগরী জ্ঞানবিজ্ঞানের নূতন কেন্দ্র হয়ে উঠলো।— এখানেই আজিজ বিল্লাহ ও হাকিম বি আমরিল্লাহের রাজত্বকালে ইবনে ইউনুস নামক এক মহামনিষীর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করে তার দোলন সাহায্যে সময় নিরূপণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক সম্রাটের নামে লিখিত জিয়াউল আকবর আলহাকিমী নামক গ্রন্থের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ শীঘ্রই ক্লডিয়াস টলেমীর মতবাদ উল্টিয়ে দিল। জ্যোতিষী কবি ওমর খৈয়াম কর্ত্তৃক পারসীক ভাষায় ইহা অনূদিত হয়েছিল।— গ্রীকদের মধ্যে ইহা ক্রাইস্টকক্কাসের বাগ্‌জালের ভিতর দিয়ে মোঙ্গলদের মধ্যে নাসিরুদ্দিন তুসীয় জিজিন খানীরূপে এবং ১২৮০ খৃষ্টাব্দে চীনাদের — মধ্যে চচৌকিং এর জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিতর দিয়ে— প্রচার ও প্রসারলাভ করেছিল। এরূপে আমরা দেখতে পাই চীনের প্রাচীন সভ্যতা বলে যাকে অভিহিত করা হয় তা মুসলমানদের জ্ঞানালোকবর্ত্তিকা থেকে ধার করা স্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নয়।

(৩১) ১০০৯ খৃষ্টাব্দে ইবনে ইউনুসের মৃত্যুর পর ১০৪০ খৃষ্টাব্দে কায়রো নিবাসী ইবনুনদবী এবং ইউরোপে আলহাজেম নামে প্রসিদ্ধ হাসান ইবনে হাইতেম তাঁহার আরব্ধ গবেষণাগুলো চালিয়ে যান। আলহাজেম বায়ুমণ্ডলীর প্রতিস্মরণের তথ্য আবিষ্কার করেন। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর— আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ এবং আলোক বিজ্ঞানী। স্পেন দেশেই তাঁর জন্ম হয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তিনি মিশরেই কাটিয়েছেন। আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থাবলী তাঁকে ইউরোপে সুপরিচিত করে রেখেছে। এদের একটী "রিফুনার" কর্ত্তৃক লেটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দৃষ্টি শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে গ্রীকদের ভ্রান্ত ধারণা তিনি সংশোধন করেছেন এবং তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছেন যে আলোকরশ্মি চক্ষু — থেকে বহির্গত হয়ে অন্য বস্তুর উপর পড়েনা বরং— দৃশ্যমান বাহ্যিক বস্তুথেকে এসেই চোখে পড়ে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে রেটিনার উপরই দৃশ্যবস্তুর— ছবি ফুটে উঠে এবং অপটিক স্নায়ুদ্বারা দর্শনের অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কে নীত হয়। দুটী রেটিনের একই স্থানে দৃশ্যবস্তুর ছায়া পড়ায় কেমন করে যে আমরা একটী বস্তুকে দেখি তা তিনি সম্যক দেখিয়ে দিয়েছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে আলোকরশ্মির প্রতিস্মরণ বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এবং এ ঘনত্ব উচ্চতার তারতম্য অনুসারে কমবেশী হয়। তিনি নির্ভুল এবং পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কেমন করে গ্রহনক্ষত্রাদি প্রকৃতপক্ষে উদিত হওয়ার এবং অস্তমিত হওয়ার পরেও বায়ুমণ্ডলীর প্রতিস্মরণ জন্য আমরা তাদের দেখতে পাই। তিনি—দেখিয়েছেন যে গোধূলির সুন্দর দৃশ্য আলোকরশ্মির গতিপথে বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিস্মরণ এবং বাতাসের প্রতি ফলক ক্রিয়ারই দ্বারা উদ্ভূত। যে গতি বিজ্ঞানকে আধুনিক যুগের আবিষ্কার বলে ধরা হয় সেই সম্বন্ধে তিনি তাঁর Balance of wisdom নামক গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বায়ুমণ্ডলের ওজন ও ঘনত্বের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং ঘন এবং হাল্কা মণ্ডলে জাগতিক বস্তু সমূহের ওজনের তারতম্য সম্বন্ধে—তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। ভাসমান পদার্থের জলমজ্জন ও ঘন পাতলা মাধ্যমে ডুবে যাওয়ার পর যে শক্তি তাদেরে ঠেলে তুলে সে সম্পর্কেও তিনি অনেক কিছু বলেছেন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি—তিনি সম্যক অবগত ছিলেন এবং পৃথিবীর আকর্ষণকে একটা শক্তি হিসাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পরন্তু পদার্থের গতি অবস্থান এবং সময়ের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক তিনি স্থির করেছিলেন এবং ক্রমিক আকর্ষণ সম্বন্ধে তাঁর নির্ভুল ধারণা ছিল।

(৩২) স্পেন দেশেও পিরানীজ থেকে জিব্রল্টার পর্যন্ত একই মানসিক কর্ম্মক্ষমতা দেখা যাচ্ছিল। মেন্ডিল, কর্ডোভা, মুরসিয়া, টলেডো এবং অন্যান্য—অনেক স্থানের নিজস্ব সাধারণ পাঠাগার এবং স্কুল কলেজ ছিল। সে সব বিদ্যায়তনে তাঁরা জ্ঞানবিজ্ঞানের অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান করেন। কর্ডোভা সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন "রাজপ্রাসাদ—এবং উদ্যানগুলিই যে শুধু সুন্দর ছিল তা নয়, উন্নততর মানসিক মনোবৃত্তি বিকাশের দরুণ সে নগরী প্রশংসার দাবী করতে পারে। বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মত নগরীর বুকও ছিল তেমনি প্রতিভার আলোয় আলোকিত; উপযুক্ত শিক্ষক বা অধ্যাপকেরা তাকে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।—ইউরোপের সকল স্থান হইতেই ছাত্রেরা এসে সমবেত হত, মনিষীদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করত এবং এর ফলেই আমরা দেখতে পাই সন্ন্যাসিনী হ্রস্ব উইথা সুদূর গুডারসিসে তার মঠে বসে যখন সেন্ট ইউলালিয়াসের শহীদির কথা বর্ণনা করেন তখনও জগতের উজ্জ্বলতম স্থান রূপে কর্ডোভার প্রশংসা না করে—পারেননি। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধীত হত। আন্দালুসিয়ার ডাক্তার ও সার্জ্জনদের নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা জগতের পরিধি বেড়েই চল্‌লো গ্যালেনের পরবর্ত্তী বহু যুগেও তা এতটুকু প্রসার লাভ করেনি। কর্ডোভার ছেলেরা পরম আগ্রহের সহিত জ্যোতি—বিজ্ঞান, ভূগোল, রসায়নশাস্ত্র, প্রাকৃত ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়ন করত। সাহিত্যের উন্নতির সম্বন্ধে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ইউরোপে আর কখনো এমন দিন আসেনি যখন কাব্য ও কবিতা সর্ব্বসাধারণের—দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হয়েছিল। সে সময়ে সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকেরাই আরবী কবিতা লিখতে পারত। বোধ হয় তাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্পেনের ভ্রাম্যমান গায়কেরা এবং প্রোভেন্স ও ইটালীর কথকেরা তাদের গ্রাম্যগাথা ও ছড়া রচনা করেছিল। দু চার পংক্তি কবিতা ব্যতিরেকে কোন বক্তৃতা বা অভিভাষণই সম্পূর্ণ হতো না তা সে বক্তৃতার কালে মুহূর্ত্তের ফাঁকেই রচিত হোক আর কোন প্রসিদ্ধ কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃতই হোক।" দেখা—যাক্ রেনান এ সম্পর্কে কি বলেছেন, "দশম শতাব্দীর মধ্যে জগতের সেই সুন্দর মনোরম অংশে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি একটা সাধারণ রুচিবোধ পরমত সহিষ্ণুতার যে উদাহরণ দেখিয়েছিলেন আধুনিক যুগের ইতিহাসেও তা বিরল। খ্রীষ্টান, ইহুদী ও মুসলমান সকলেই একই ভাষায় কথা বলত, একই গান গেয়ে—চলত এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় একযোগে কাজ করত। যে সমস্ত বাধা নিষেধ বিভিন্ন জাতিকে পৃথক করে রাখে তাদের কোনো চিহ্নই ছিল না। সকলেই এক সাধারণ সভ্যতার উন্নতি বিধানে এক যোগে—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাজ করত। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী পরিপূরিত কর্ডোভার মসজিদ সমূহই দর্শন এবং বিজ্ঞান সাধনার সক্রিয় কেন্দ্র ছিল।

(৩৩) আরবেরাই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণার্থে ১১৯০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত গনিতজ্ঞ জাবির ইবনে আকিয়ার তত্ত্বাবধানে "জিরাণ্ডা" বা সেভিল টাওয়ার — নির্ম্মিত হয়। এই টাওয়ারের ভাগ্য কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করার বস্তু। মুরদের বিতাড়নের পর স্পেনীয়রা এর অন্য কোন ব্যবহার না জেনে একে গীর্জ্জার ঘণ্টা ঘরে পরিণত করেছিল।

(৩৪) এখানে পদার্থ বিজ্ঞানী হিসাবে ওমর ইবনে খলিদুন, ইয়াকুব ইবনে তালিক, মুসলিমা আল মাশরাবী এবং স্বনামধন্য এভিরোজ (আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশ্‌দ) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে,— পশ্চিম আফ্রিকাও এ সময়ে বৃথা বসে থাকেনি।— সিউটা ও তাঞ্জিয়ার ফেজ ও মরোক্কো, কর্ডোভা সেভিল ও টলেডোর সাথে পাল্লা দিয়ে চলত। তাদের কলেজ সমূহ অভিজ্ঞ অধ্যাপক গড়ে তুলত। অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অপরিসীম আগ্রহের সাক্ষ্য দিত।

(৩৫) একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক জীবনে এক বিশাল পরিবর্ত্তন এসেছিল। ইয়েমিনউদ্দৌলা ও 'আমিনুল মিল্লাত' বা সাম্রাজ্যের দক্ষিণ হস্ত ও বিশ্বাসীদের রক্ষক উপাধীধারী প্রসিদ্ধ গজনভী বিজয়ী বীর মাহমুদের উত্থানের সঙ্গে— সঙ্গেই ট্রান্স অক্সিয়ানা, আফগানিস্তান ও পারস্য গজনীর অধিকারে আসে। তিনি তাঁর চতুর্দ্দিকে একদল প্রসিদ্ধ মনিষী ও সাহিত্যিক জড়ো করেছিলেন যাঁরা তাঁর রাজত্বের উপর উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করেছেন। আল আশারীর পুনরুজ্জীবিত গোঁড়া মতবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে যুক্তিবাদী চিন্তাবিদদের প্রতি তাঁর এক গোপন বৈরী ভাব ছিল। যে সমস্ত কবি তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখে গেছেন — তাঁদের প্রতি বদান্যতায়ও তিনি খুবই মিতব্যয়ী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও আবু রায়হান মহাম্মদ আল বেরুনীর ন্যায় দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও ভোগলিক, কবি-শিরোমনি ফিরদৌসী ও দাকিকী আনসারী প্রভৃতির প্রতিভা লক্ষ্য করার মত বুদ্ধির অভাব তাঁর ছিল না। আলবেরুনীর মন ছিল যেন এক বিরাট বিশ্বকোষ। পৃষ্ঠপোষক সুলতান মাহমুদের নামানুসারে রচিত তার জ্যোতিষ গ্রন্থ আলকানুন-ই-মাহমুদীকে জ্ঞান ও গবেষণার কীর্ত্তিস্তম্ভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি একবার ভারত ভ্রমণে এসে হিন্দুদের ভাষা, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করে সে সম্বন্ধে এক— খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সম্প্রতি সেই বই খানির ইংরাজী অনুবাদ এসে আমাদের হাতে পৌঁছেছে। সহানুভূতির কথা বাদ দিলেও যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আলবেরুনীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ফুটে — উঠেছে তা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত— রীতি নীতি সমূহের মাঝে আজিও দেখা যায়না এবং তা ইসলামের জ্ঞানসাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মিয়ে দেয়। আলবেরুনীর কিতাবুলহিন্দ থেকে আমরা বুঝতে পারি গ্রীক জ্ঞান ভাণ্ডারের— অমূল্য সম্পদকে মুসলমানেরা কতটুকু ব্যবহার করেছিল বা বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছিল। এই দুইটী গ্রন্থ ছাড়াও তিনি গণিত কালনিরূপণ বিদ্যা,— ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ণ শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখে গেছেন * †

---

* ভাষান্তরিত—লেখক

† অধ্যাপক মোহাম্মদ মনছুরুদ্দীন ছাহিবের অনুদিত প্রবন্ধ ওরিয়েন্টালিস্ট পদ্ধতিতে লিখিত হইলেও আলোচিত বিষয়বস্তুর দিক দিয়া মূল্যবান। ওরিয়েন্টালিস্ট পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, নিরপেক্ষতার ভান থাকা সত্ত্বেও গবেষণার ধারা উদ্দেশ্য মূলক হইয়া থাকে, অথচ উদ্দেশ্য পূর্ণ ও একদেশদর্শী ঐতিহাসিকতা বিষয়বস্তুর মর্যাদা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক নয়। বনু উমাইয়াদের প্রতি অতিবিদ্বেষ আর বনুহাশিম গণের সীমাহীন পক্ষপাতিত্ব এবং আহ্‌লে ছুন্নতগণের প্রতি উপেক্ষার সংগে সংগে যুক্তিবাদী মুতাযিলাদের জয়ঢাক পিটিবার অতি আগ্রহের দ্বারা প্রবন্ধের — মৌলিক সৌন্দর্য অনেকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, অথচ

www.ahlehadeethbd.org

الرسائل والمسائل -
জিজ্ঞাসা ও উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم -

نحمد الله العظيم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم -

১৯। মওলানা আবু তাহির রুকনী ছাহেব -
সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

শরীঅতের নির্দেশ পরিবর্তিত করার তাৎপর্য বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। যথা—

১। কোন নছ্‌ছের ব্যাখ্যা এমনভাবে করা যে, প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাসমূহের সহিত উহার — সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর না হয়। এরূপ ব্যাখ্যার— পিছনে সুদৃঢ় আনুসংগিক প্রমাণ, যথা আভিধানিক, সৌসাদৃশ্যিক এবং যুক্তিসংগত প্রমাণ থাকা আবশ্যক। ইহা মুজ্‌তাহিদের জন্য বৈধ, অবশ্য মতলক ইজ্‌তিহাদ নয়, যে বিষয়ে সে ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছে, অন্ততঃ উক্ত মছ্‌আলায় তাহার ইজ্‌তিহাদ করার দক্ষতা থাকা চাই। এরূপ ব্যাখ্যার অনুসরণ করা জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

২। নির্দেশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্থান, কাল ও— পাত্রভেদে স্বয়ং শরীঅত কর্তৃক নিধারিত হওয়া, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রের নমায, রুগ্ন ব্যক্তির ছিয়াম ইত্যাদি।— এরূপ পরিবর্তন শরীঅত কর্তৃক অনুমোদিত এবং সর্বসম্মত।

৩। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে শরীঅতের কোন নির্দেশের প্রয়োগকে বিলম্বিত বা স্থগিত করা, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাধের দণ্ড বিলম্বিত করা বা দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্যবস্তু চুরির দণ্ড রহিত করা ইত্যাদি। — মুহাক্কিক আলেমগণ এ রূপ পরিবর্তনকে বৈধ বলিয়াছেন এবং ছুন্নত ও আছারে ছাহাবায় ইহার বহু — নযীর রহিয়াছে।

৪। ইজ্‌তিহাদের অনধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শুধু প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া কিংবা খামখিয়ালী — বশতঃ শর্‌য়ী নির্দেশ সমূহের নিরোধ বা পরিবর্ত্তন সাধন। ইহা মহাপাপ এবং সর্বতোভাবে অবৈধ— হারাম।

দলীল,—

(ক) আল্লাহ্‌ বলেন, তোমরা আল্‌কিতাবের কতক অংশের প্রতি افتؤمنون ببعض الكتاب

---

৪৯২ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ—

বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলি প্রতিপাদ্যের অপরিহার্য অংগ ছিল না এবং ওগুলি পরিহার করিতে পারিলে প্রবন্ধের সৌষ্টব এবং গৌরব বহুলাংশে বর্ধিত হইয়া যাইত। একথা বিস্মৃত হওয়া কোন ঐতিহাসিকের উচিত নয় যে,— খুলাফায়ে রাশেদীনের পর ইছলামের দিগ্বিজয় এবং আরাবী খিলাফত তথা ইছলামী রাজ্য শাসননীতির সংরক্ষণ উমাইয়াদের রাজত্বকালে যতটুকু সাধিত হইয়াছিল, ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার শতাংশও কোন দিন সংঘটিত হয়নাই। বনু হাশিমদের — বিরুদ্ধে ইছলামের সর্বনাশ ও জাতীয় বিধ্বস্তির যে সুদীর্ঘ অভিযোগ তালিকা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সেগুলির প্রত্যুত্তর আজও পাওয়া যায় নাই। বিজাতীয় দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য যুক্তিবাদীদের পক্ষে যতই আত্মশ্লাঘার কারণ হউক না কেন ইছলামের তাহাতে বিশেষ কোন গৌরব নাই, অথচ ইছলামী নীতির বিজয় বৈজয়ন্তি চিরকাল আহ্‌লে-ছুন্নতগণের হস্তেই উড্ডীয়মান হইয়াছে। রসায়ন, খগোল, গণিত, জ্যোতিষ, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা ও নৌবিদ্যা প্রভৃতিতে আহ্‌লেছুন্নতগণের কৃতিত্ব মুতাযেলীদের অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই — উপেক্ষণীয় নয়। অনুবাদক স্বয়ং যাঁহাদের যশোগাথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রথমোক্ত— দলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা, রাফেযীয়ত ও নাস্তিকতার জয়ধ্বনি ব্যতীরেকেও বিশ্ব-সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনার ইতিবৃত্ত রচনা করা চলিত— তর্জুমানুল হাদীছ সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঈমান আনিতেছ — আনুষঙ্গিক অংশকে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতেছ ? তোমাদের মধ্যে — যাহারা এরূপ আচরণ করিবে, তাহাদের প্রতিফল কি হইবে ? শুধু এই যে, পার্থিব জীবনে নিগ্রহ এবং কিয়ামতে তাহারা কঠোর শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে— আল্‌বাকারাহ : ৮৫।

وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحيوة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشدالعذاب !

(খ) আল্লাহ তদীয় রছুল (দ:) কে বলিতেছেন,— হে রছুল (দ:) আপনি কি উহাকে দর্শন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানাইয়া লইয়াছে ?— আল্‌জাছিয়া : ২৩।

افرايت من اتخذ الهه هواه ?

(গ) আল্লাহ বলেন, এমনও এক দল লোক রহিয়াছে, যাহারা বিদ্যা না থাকা সত্ত্বেও হিদায়ত ও উজ্জ্বল— গ্রন্থ ব্যতিরেকেই — আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়.— আলহজ্জ : ৮।

ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير !

(ঘ) আল্লাহ তদীয় রছুলকে আদেশ করিতেছেন, যাহারা তাহাদের দীনকে খেলা— তামাশায় পরিণত— করিয়াছে এবং যাহাদিগকে পার্থিব জীবন বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদিগকে আপনি পরিহার— করুন—আল্‌আন্‌আম : ৭০।

وذرالذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا وغرتهم الحيوة الدنيا -

(ঙ) আল্লাহ তদীয় রছুল (দ:) কে বলেন, আপনার প্রভুর বাক্য সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার নির্দেশাবলীর কেহই পরিবর্তনকারী নাই এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাবিজ্ঞ— আল্‌আন্‌আম : ১১৬।

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهوالسميع العليم -

(চ) আল্লাহ তদীয় রছুল (দ:) কে সতর্ক করিয়াছেন—অতঃপর হে রছুল (দ:), আমরা আপনাকে দীনের— প্রশস্ত পথে অর্থাৎ— শরীঅতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, অতএব — আপনি উহারই অনুসরণ করিতে থাকুন এবং সাবধান! অজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির অনুগমন করিবেন না:— আলজাছিয়া : ১৭ আয়ত।

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولاتتبع اهواء الذين لايعلمون -

উপরিউক্ত আয়তসমূহের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে :—

প্রথম, ইছলামী শরীঅত আবশ্যকতার দিকদিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহ (দ:) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উম্মতের পক্ষে উক্ত শরীঅতের অনুসরণ ওয়াজিব।

তৃতীয়, শরীঅতকে পরিহার করিয়া প্রবৃত্তি ও খামখেয়ালীর অনুসরণ করা দীনকে খেলাতামাশায় পরিণত করার নামান্তর মাত্র।

চতুর্থ, যাহারা এরূপ করে, তাহারা প্রবৃত্তির — উপাসক, আল্লাহর উপাসক নয়।

পঞ্চম, এরূপ করা হারাম ও মহাপাপ এবং যাহা প্রকৃত সঠিক তাহা শুধু আল্লাহ অবগত আছেন।

২০। শরীআতের ব্যাখ্যায় যাহারা ভিন্ন মত হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা যতই উদ্ভট হউক না কেন, ব্যাখ্যার দ্বন্দ্বের জন্য তাহাদের পিছনে নমায অসিদ্ধ নয়। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী এবং শেষবর্তী মুহাক্কিক— বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। বিদ্বানগণের এই অভিমত কোর্‌আন, ছুন্নতে-ছহীহা এবং আছারে-ছাহাবার সাহায্যে সুদৃঢ়। কয়েকটী প্রমাণ নিম্নে— উল্লিখিত হইতেছে—

১। আল্লাহ বলেন,— যাহারা নমায পড়িতেছে, তাহাদের — সংগে তোমরাও নমায পড়—আলবাকারাহ : ৪৩— আয়ত। কোর্‌আনের অধিকাংশ ভাষ্যকার উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে জামাআতের ওজুব সাব্যস্ত ——

واركعوا مع الراكعين -

www.ahlehadeethbd.org

করিয়াছেন।

২। বুখারী প্রভৃতি আবু হোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— ইমামগণ — তোমাদের নমায — পড়াইবে, যদি সঠিক ভাবে পড়ায় তাহা— হইলে তোমাদের ও উহাদের নমায বিশুদ্ধ হইল — আর যদি প্রমাদ ঘটায়, তোমাদের নমায সঠিক এবং প্রমাদের জন্য তাহারাই দায়ী থাকিল। يصلون لكم، فان اصابوا فلكم و لهم و ان اخطأوا فلكم وعليهم –

৩। আবু দাউদ আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— প্রত্যেক মুছলমান,— সাধু হউক অসাধু — হউক, তাহার পিছনে ফরয নমায আদা করা ওয়াজিব, যদি কবীরা পাপও উক্ত ইমাম কর্তৃক — আচরিত হইয়া থাকে। الصلوة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر

৪। বয়হকী আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ এবং ইব্‌নে মাজা ও দারকুতনী ওয়াছিলার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— তোমরা সাধু অসাধু সকলের পিছনেই নমায পড়। صلوا خلف كل بر وفاجر –

মোল্লা আলীকারী মিশ্‌কাতের শরহ মিরকাত গ্রন্থে চতুর্থ হাদীছ প্রসংগে লিখিয়াছেন, ইহা দ্বারা — ফাছিক ও বেদআতীর পিছনে, যতক্ষণ তাহারা কুফর উচ্চারণ না করে, নমায সিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। আবুদাউদের হাদীছ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,— উহা মকহুলের মধ্যস্থতায় আবুহোরায়রার প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে এবং দারকুতনী উহার ভাবার্থ রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু আবু হোরায়রার সহিত — মকহুলের সাক্ষাৎকার প্রমাণিত হয় নাই। ইবনুল-হুমাম বলেন, দারকুতনী এই হাদীছের দোষ ধরিয়াছেন, কারণ মকহুল আবু হোরায়রার নিকট শ্রবণ করেন নাই, এতদ্ব্যতীত ছনদের অন্যান্য সমুদয় রাবী বিশ্বস্ত। মোল্লা আলীকারী বলেন, ফলকথা হাদীছটী অন্যতম শ্রেণীর মুর্ছল এবং উহা হানাফীগণের নিকট গ্রাহ্য। দারকুতনী বিভিন্ন ছনদ সহকারে এবং আবু-নঈম ও উকায়লী উহার ভাবার্থ রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং মুহাক্কিকগণের বিবেচনায় এই হাদীছ হাছানের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে এবং ইহাই সঠিক।

ছাহাবাগণের মধ্যে আবদুল্লাহ বিনে উমর ও — আনছ বিনে মালিক হাজ্জাজের পশ্চাতে এবং অন্ততঃ দশজন ছাহাবী ইয়াযীদ, যিয়াদ ও ওলীদ বিনে — উক্‌বা—প্রভৃতি ফাছেক ইমামদের পিছনে নমায — পড়িতেন। ইব্‌নে তয়মিয়া মিন্‌হাজে লিখিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ 'খারেজী'দের পিছনে বিশেষতঃ নজদাতুল হুরূরীর পশ্চাতে নমায পড়িতেন।

ইমাম আবুহানিফা বলিয়াছেন,— সাধু অসাধু সকল মুমিনের পশ্চাতে والصلوة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة – নমায জায়েয—ফিক্‌হে আকবর। আল্লামা ইয়ামানী বলুগোল মরামের শরহে লিখিয়াছেন, হানাফী ও শাফেয়ীগণ ফাছেকের ইমামতকে জায়েয বলিয়াছেন। ইমাম নববী ফতহুলমুগীছে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব ও পরবর্তী— বিদ্বানগণ চিরদিন ধরিয়া 'মুতাযিলা'দের পশ্চাতে নমায পড়িয়া আসিতেছেন।

'ফতাওয়ায় আলমগীরি'তে লিখিত আছে যে, এরূপ বিদ্‌আত যাহার ফলে কাফের নাহইতে হয়, তাহার আচরণকারীর পিছনে নমায জায়েয।

'খুলাছা'য় লিখিত আছে যে, যদি আমাদের কিবলার অনুসারী হয় এবং বিদ্‌আত কার্যে এরূপ— বাড়াবাড়ি নাকরে যাহার ফলে কুফর প্রমাণিত হয়, এরূপ ইমামের পিছনে নমায জায়েয।

বহরুল উলুম 'আরকানে আরবাআ'তে লিখিয়াছেন যে, মুশাব্বহা প্রভৃতির পিছনে নমায শুদ্ধ নয়, এরূপ ধরণের উক্তি পরবর্তীগণের সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিচায়ক, ইহা পূর্ববর্তী মুজ্‌তাহিদ ইমামগণের উক্তির বিপরীত। ফতওয়া দেওয়া দূরে থাক, এরূপ ধরণের কথার দিকে দৃকপাত করাও উচিত নয়।

(২১) ঈদগাহে নারীদের সমাবেশ হিজাবের শর্ত সহকারে এবং পৃথক সারিতে মুস্‌তহব, ইহা—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুস্পষ্ট নছ্ছের সাহায্যে প্রমাণিত। এইরূপ ওয়া'য ও দরূদের মজ্লিছেও উপরিউক্ত শর্ত সহকারে তাহাদের উপস্থিতি জায়েষ এবং গোলযোগ ও মর্যাদাহানীর আশংকা ছাড়া নিষিদ্ধতার অপর কোন কারণ নাই। দুষ্টামি ও ফাছাদের নিশ্চিত আশংকা থাকিলে মুছ্তহবের জন্য হারাম কার্যের পথ প্রশস্ত করা হইবেনা। আর ঈদ-সম্মেলন ইত্যাদি বিদ্আতি অনুষ্ঠানসমূহের কোন নযীর শরীঅতে নাই, এগুলির মধ্যে নরনারীর সমাবেশ একেবারেই অবৈধ এবং পাপ। কারণ উল্লিখিত সম্মেলনগুলি স্বয়ং মকরূহ এবং নবাবিষ্কৃত এবং গায়ের মহরমদের সহিত মেলামেশা করা সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয এবং যাহা প্রকৃত সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন

(২২) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ—
উমরদিঘী, বগুড়া

আপনাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়সমূহের উত্তরে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি প্রণিধানযোগ্য :

(ক) বাঙ্লাদেশের সকল জমিদারের জমিদারী-স্বত্ব শরীঅত অনুমোদিত নয়, সুতরাং মুছ্লিম-অধিকৃত রাষ্ট্রের মাটিতে স্থাপিত জুমা ও ঈদগাহগুলিকে হিন্দু জমিদারের খাস মাটিতে স্থাপিত বলিয়া নাজায়েষ সাব্যস্ত করা চলেনা। জিজ্ঞাসিত ঈদ্গাহের উপর হিন্দু জমিদারের শরয়ী স্বত্ব প্রমাণিত—হইবার পূর্বে উহার বৈধতার প্রশ্ন উঠিতে পারেনা।

(খ) জিজ্ঞাসিত ঈদ্গাহে মুছলমানগণ হিন্দু জমিদারের জ্ঞাতসারেই দীর্ঘকাল যাবৎ নমায পড়িয়া আসিতেছিলেন এবং জমিদার পক্ষ হইতে মুছলমানদের নমাযে আপত্তি দেওয়ার কোন প্রমাণ—নাই। মুছলমান প্রজাদের ভয়ে তাহারা আপত্তি করেনাই, একথা অবান্তর, কারণ তাহারা বহুস্থানে মুছলমান প্রজাদিগকে তাহাদের নিজস্ব বাস্তুভিটাতেও যে কোরবানী করিতে বাধা দিয়াছে, ইহার নযীর রহিয়াছে। সেট্লমেন্টের রেকর্ডকে ঈদগাহ হইবার শরয়ী প্রমাণরূপে গ্রহণ নাকরার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। জিজ্ঞাসিত জমি ঈদ্গাহরূপে সেট্লমেন্টে রেকর্ডেড হওয়ায় সংশয়াতীতভাবে সাব্যস্ত হইতেছে যে, উহা আদৌ গছবের জমি নয় এবং ঈদগাহ করার পক্ষে হিন্দু জমিদারের অনুমতি—মওজুদ। অতএব উক্ত ঈদ্গাহে নমায নিঃসন্দেহে জায়েষ হইয়াছে। উক্ত ঈদ্গাহের নমাযকে বাতিল বলা ধৃষ্টতা মাত্র। সাধারণ পতিত জমিতে নমায পড়ার জন্য অনুমতি খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে, এমন কথা কোন বিদ্বান ব্যক্তি বলেননাই।

(গ) মুছলমানগণ জিজ্ঞাসিত জমিতে ঈদ্গাহ তৈয়ার করিয়াছেন, হিন্দু জমিদার নয়। হিন্দু জমিদার এবিষয়ে মুছলমানদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন মাত্র, সুতরাং ছুরত-আত্তওবার সপ্তদশ আয়ত—"মুশ্রিকরা কুফ্রে দৃঢ় থাকা অবস্থায় আল্লাহর মছ্জিদসমূহ আবাদ করার উপযুক্ত নয়"—অনুসারে জিজ্ঞাসিত ঈদ্গাহকে নাজায়েষ বলা মনগড়া তফ্ছীর মাত্র! জিজ্ঞাসিত ঈদ্গাহ মুছলমানরাই কায়েম করিয়াছেন এবং তাঁহারাই আবাদ করিতেছেন,—তাঁহারা গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কদাচ ঈদ্গাহ কায়েম করেননাই।

(ঘ) অমুছলমানের মাল হইলেই যে তাহা অপবিত্র হইবে, ইহা অপ্রমাণিত উক্তি। কোন অমুছলমান মুছলমানদের ব্যবহ খরচের জন্য মুছলমানদিগকে জমি বা টাকা দিলে তাহা গয়ের-তৈয়েব হইবেনা। শরীঅতে বর্ণিত অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা জমিই কেবল অপবিত্র, মুছলমানের হইলেও অপবিত্র!

(ঙ) ওয়াক্ফের শরয়ী অর্থ—দান, বিক্রয়, হস্তান্তর, উত্তরাধিকার ও হেবা প্রভৃতির অধিকার হইতে কোন বস্তু বা সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করা আর আল্লাহর জন্য ওয়াক্ফ করার তাৎপর্য হইতেছে কোন বস্তু বা সম্পত্তিকে মানবীয় স্বত্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে বেদখল করিয়া শুধু আল্লাহর অধিকারে নির্দিষ্ট করিয়া—দেওয়া। জিজ্ঞাসিত ঈদ্গাহে নমায জায়েয এবং উপরিউক্ত ব্যাখ্যাসূত্রে উহা মোটামুটিভাবে ওয়াক্ফের পর্যায়ভুক্ত হইলেও সাধারণ দৃষ্টিতে উহা আল্লাহর জন্য ওয়াক্ফ ছিলনা কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ নমায আদা করার দরুণ এবং কাহারো পক্ষ হইতে স্বত্বের—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নাই বলিয়া জিজ্ঞাসিত **ঈদগাহটী প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর জন্যই ওয়াক্‌ফ বিবেচিত হইবে।** প্রচলিত আইনেও এরূপ ঈদগাহ বা মছ্‌জিদের ক্রয়বিক্রয় এবং উত্তরাধিকার অসিদ্ধ। পাকভারতের অধিকাংশ মছ্‌জিদ ও মুছাল্লা উপরি-উক্ত নীতিসূত্রেই শর্‌য়ী মছ্‌জিদ ও মুছাল্লারূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

(চ) ভাবী গণ্ডগোলের আশংকা হইতে মুক্ত করার জন্য ওয়াক্‌ফের রেজিস্টারী ডকুমেণ্ট হওয়া—উত্তম এবং উহা কার্যে পরিণত করা প্রশংসনীয় হইয়াছে।

(ছ) নূতন ঈদগাহ যে সকল ওজুহাতে নির্মিত হইয়াছে, সেগুলি ভ্রান্তিমূলক।

অতএব সকল মুছলমানের পুরাতন ঈদগাহে—নমায আদা করা কর্তব্য এবং প্রকৃত পক্ষে যাহা সঠিক, তাহা শুধু আল্লাহ অবগত আছেন।

২৩। মোহ্‌সুদ আবদুল গফুর মিয়াঁ—

আখীরাপাড়া—রাজশাহী।

মোহাঃ নঈমুদ্দীন আখন্দ—

পুন্তাইড় – রংপুর।

হাজী আবদুর রউফ—

পাঁচগাছি—রাজশাহী

মোহাম্মদ হাছান আলী

কোচাশহর—রংপুর।

মোহাঃ আফাযুদ্দীন দাউদ

বিন্নাকুড়ি—দিনাজপুর।

বাদ্যযন্ত্র সমস্তই এক শ্রেণীর নয় এবং স্থান ও—প্রয়োজন ভেদে ওগুলির ব্যবহার হারাম, অবৈধ এবং মুবাহ। যথা, বাদ্যযন্ত্রকে ইবাদতের অংগীভূত করা এবং উহার চর্চাকে পুণ্যজনক বিবেচনা করা হারাম। আমোদ প্রমোদের জন্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কে—অবৈধ, ইহাই সঠিক সিদ্ধান্ত এবং অবস্থা ও যন্ত্রের তারতম্য অনুসারে হারাম ও মকরূহের পর্যায় ভুক্ত। নারীগণ কর্তৃক ঢোলক জাতীয় দফ প্রভৃতির ব্যবহার নির্দিষ্ট রূপে বিবাহ উৎসবের জন্য জায়েয এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নাক্কারা, দামামা, বিগ্‌ল ও বৃহৎ ঢোলকের ব্যবহার মুবাহ। যে সময়ের জন্য যাহা যতটুকু আকারে মোবাহ রাখা হইয়াছে, সকল সময়ের জন্য তাহাকে ব্যাপক করিয়া লওয়া জায়েয হইবে না। ইমাম মক্‌দছী বলেন, যদি কেহ যুদ্ধ-ঢোলকের জন্য ওছীয়ত করে, উক্ত ওছীয়ত শুদ্ধ—হইবে কারণ উহা—লাভজনক মুবাহ,—অথচ বাদ্য-ঢোলকের ওছীয়ত করিলে তাহা শুদ্ধ হইবেনা, কারণ উহা লাভজনক মুবাহ নয়। পুনশ্চ যুদ্ধ—বিরতির সময়েও উক্ত ওছীয়ত শুদ্ধ হইবে না, কারণ উপস্থিত ক্ষেত্রে উহার উপকার বিদ্যমান নাই। * মোটের উপর যুদ্ধক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে নরহত্যার কার্য বৈধ হইলেও অন্যান্য সময়ের জন্য যেমন উহা হারাম, সেই রূপ সমরাংগণে বা ট্রেনীং ক্ষেত্রে আধুনিক যুদ্ধের অপরিহার্য অংগ—রূপে নাক্কারা ও দামামা প্রভৃতির ব্যবহার জায়েয হইলেও যুদ্ধবিরতিকালে এবং সাধারণ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যুদ্ধের বাদ্য যন্ত্র লইয়া মাতামাতি করিয়া বেড়ান শরীঅত সংগত হইবেনা। কোরবানীর চামড়া—প্রধানতঃ ফকীর মিছকীনের হক, গুরুতর পরিস্থিতিতে উহার একাংশ আন্‌ছার বা হোমগার্ড অথবা সেনা-বাহিনী গঠনের কার্যে ব্যয় করা যাইতে পারে।—আন্‌ছার বাহিনীর জন্য সরকার প্রয়োজন বোধ—করিলে ঢোলক ইত্যাদি সরঞ্জাম ক্রয় করার ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু ঢোলকের জন্য ফকীর মিছকীনের—অংশ কর্তন করা চলিবেনা। অবশ্য গুরুতর অবস্থায় উক্ত অর্থের দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করা যাইতে পারে, ইহা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। আন্‌ছারদের—পোষাকের জন্যও বয়তুল মালের অর্থ ব্যয় করা উচিত হইবেনা, কারণ দীন দরিদ্রদের হক এক এবং জাতির

وان اوصى لـه بطبل حرب صحت الوصيـة لان فيه منفعة مباحة وان كان بطبل لهو لم تصح لعدم المنفعة المباحة به وان كان مع ذلك اذا فصل صلح للحرب لم تصح الوصية به ايضا لان منفعته فى الحال معدومة –

* মুগ্‌নী (৬) ৫৮৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ادارية

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

তর্জুমানের একাদশ সংখ্যা,

তর্জুমানুল হাদীছ সম্পাদকের পুরাতন অম্লপিত্ত শূলের পীড়া বিগত রামাযানের পর হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেপ্টেম্বর মাসে বেদনা ও জ্বরের ঘন ঘন আক্রমণের ফলে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী হইয়া—থাকার দরুণ যুল্‌কা'অদার 'তর্জুমান' মুহার্‌রমের মধ্য-ভাগে গ্রাহকবর্গের হস্তগত হইতেছে। এ বৎসরের শেষ দ্বাদশ সংখ্যাও ছফরের মধ্যভাগের পূর্বে প্রকাশ-লাভ করিতে পারিবেনা। যে বিপুল আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক ও মানসিক প্রাণান্তকর কষ্ট ও অসুবিধার ভিতর দিয়া বিগত দুই বৎসরকাল যাবৎ 'তর্জুমান' গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের খিদ্‌মতে উপস্থিত হইতেছে, তজ্জন্য আল্লাহর কাছে ফরুইয়াদ ও শিকায়ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। 'তর্জুমানে'র খাদিমগণের—উযর ও কৈফিয়ৎ যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, তর্জুমানুল হাদীছের এরূপ অনিয়মিত পরিচালনার দরুণ আমরা বাস্তবিক অপরিসীম লজ্জা ও অনুশোচনা ভোগ করিয়া আসিতেছি। 'তর্জুমান' যে ভাবা-দর্শের বর্তিকা ধারণ করিয়া এবং যে সাহিত্যিক মান লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, নানারূপী প্রতি-কূল ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও সামান্য দুই বৎসরের মধ্যে উহা শিক্ষিত সমাজের হৃদয়ে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমরা নিজদিগকে ধন্য ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বহু চেষ্টা করিয়াও এপর্যন্ত এই আমানতের ভার সঠিক ভাবে বহন করার জন্য আমরা কোন যোগ্য ব্যক্তির খিদ্‌মত লাভকরিতে পারিলামনা। এরূপক্ষেত্রে—আমাদের সম্মুখে মাত্র দুইটী পথ খোলা রহিয়াছে—প্রথম, দ্বাদশ সংখ্যার পর 'তর্জুমানে'র প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়, ত্রুটি বিচ্যুতি ও অনিয়মের ভিতর দিয়াই যেনতেন প্রকারেণ যতদিন সম্ভব কষ্টে-সৃষ্টে 'তর্জুমান' চালাইয়া যাওয়া। আমাদের পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত, তাহার মীমাংসার ভার আমরা তর্জুমানের সহৃদয় গ্রাহকবর্গের হস্তেই ন্যস্ত করিতেছি। আশাকরি তাঁহারা অনতিবিলম্বে তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, যাহাতে তর্জু-মানুল হাদীছের তৃতীয়বর্ষের প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছ,

নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদী-ছের আনুগত্য কোন রাষ্ট্রের জন্যই সীমাহীন নয়, তাহার আনুগত্য আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) আনু-গত্যের শর্তাধীন। পাক-গণপরিষদ যে মুহূর্তে তাহার যুগান্তকারী উদ্দেশ্য প্রস্তাব দ্বারা পাকিস্তানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং কোরআন ও ছুন্নতের আনুগত্য—

---

৪৯৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ—

সাধারণ প্রয়োজন অপেক্ষা পোষাকের প্রয়োজনকে অগ্রগণ্য করার কোন হেতুবাদ নাই। অবশ্য পাক—সরকার যদি ইছলামী রাষ্ট্র সংবিধানের অনুসরণ—করিয়া বয়তুলমাল স্থাপন করেন, এবং উহার অর্থের কতকাংশ আন্‌ছারদের পোষাক ও ঢোলক ইত্যা-দিতে ব্যয় করেন, তাহাতে জনসাধারণের কোন রূপ আপত্তির শরয়ী কারণ থাকিবে না। আনছার দলের রক্ষণাবেক্ষণ, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর না হইলে স্থানীয় সংগতিপন্ন মুছলমানগণের পক্ষে এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঘোষণা করিয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানটীও সেইদিন হইতে পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে রক্ষা এবং উহাতে ইছ্‌লামী আদর্শবাদকে রূপায়িত করার জন্য সর্বস্বপণ— করার শপথ গ্রহণ করিয়াছে। "স্বষ্টিকর্তার নাফর্‌মানীর ব্যাপারে— لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، انما الطاعة فى المعروف — কাহারো আনুগত্য নাই, আনুগত্য শুধু সংগত আদেশসমূহের জন্য সীমাবদ্ধ"——[বুখারী (৪) ১৬২পৃঃ] রছুলুল্লাহর (দঃ) এই নির্দেশ রাষ্ট্রের আনুগত্য সম্বন্ধে আমাদের জমইয়তের আদর্শ। যাহাদের কাছে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশিত আদর্শবাদের কোন মূল্যই নাই, যাহারা ইছ্‌লামী নীতি ও জীবনপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আস্থাহীন, যাহারা — পাকিস্তানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কম্যুনিস্টিক রাষ্ট্রাদর্শ এবং অ্যাংলো আমেরিকান জীবনপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা-সাধনাকেই পাকরাষ্ট্রের আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা মনে করে, নিখিলবংগ ও আসাম জমইয়তে— আহ্‌লেহাদীছের পরিগৃহীত নীতি ও কর্মপদ্ধতি যে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবেনা, এরূপ আশংকার অবকাশ থাকাসত্ত্বেও তজ্জন্য দুঃখিত হওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নাই।

পাকিস্তান কায়েম হইবার বহু পূর্বে নিখিল বংগ ও আসাম জমইয়তে আহ্‌লেহাদীছ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর ভারত-রাষ্ট্র পাকিস্তানের সহিত সৌহার্দ ও বন্ধুত্ব ভাব বজায় রাখিয়া — চলিবে এবং শিক্ষা ও কৃষ্টিগত ব্যাপারে ভাবের আদান প্রদানে কোন রূপ অন্তরায় সৃষ্টি হইবেনা, এরূপ দুরাশার বশবর্তী হইয়াই আমরা পশ্চিম বাংলার আহ্‌লেহাদীছগণের অভিপ্রায় মত তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক ছেদন করিনাই এবং প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নাই। তারপর ভারত রাষ্ট্রের পাক-বিরোধী এবং মুছলিম বিদ্বেষী— তৎপরতা যখন হইতে আমাদের সমুদয় আশা ভরসা নির্মূল করিয়া দিয়াছে এবং স্বয়ং পশ্চিম বাংলার— আহ্‌লেহাদীছগণও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সকল — সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন, তখন হইতে নিখিল বংগ ও আসাম জমইয়তে আহ্‌লেহাদীছের নাম পরিবর্তন — করার প্রশ্ন আমাদের মনে পুনঃপুনঃ জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙলা ১৩৫৫ সালের পর জমইয়তের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স আহ্বান করা সম্ভবপর না হওয়ায় উপরিউক্ত প্রশ্ন আজও চরমভাবে মীমাংসিত হয় নাই। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ পুনর্বিবেচনা করার যে আগ্রহ ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, যদি তাহাও দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়, তাহা হইলে জমইয়তের নাম পরিবর্তন করিতে হইবেই।

র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড,

পাঞ্জাব পরিষদের স্পীকার জনাব শওখ কয়েছ মোহাম্মদ ছাহেব হেগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত— করার জন্য পাকসরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডে যে বিশ্বাসঘাতকতা ও চতুরতা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার ফলেই পূর্বপাকিস্তানের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, আনুসংগিক কারণের— (other factors) একদেশদর্শী ব্যাখ্যাদ্বারা পূর্বপাকিস্তানের মুছ্‌লিম অধ্যুষিত মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম যিলাগুলিকে হিন্দুস্থানের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, সমগ্র আসাম হইতে মুছলমানগণ নির্বাসিত হইয়াছেন। ইহার ফলেই পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর যিলাকে হিন্দু পাঞ্জাবের সহিত যুক্ত করিয়া কাশ্‌মীরে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, ইহার ফলেই কাশ্‌মীরের তল্‌ওয়ার পাকিস্তানের মাথার উপর এরূপভাবে ঝুলিয়া আছে যে, আজ ইহাই তাহার জীবন ও মর্যাদার বৃহত্তম সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। কাশ্‌মীরের যবরদখল দ্বারা নদীগুলির গতি ঘুরাইয়া পশ্চিম পাঞ্জাবকে মরুভূমিতে পরিণত করার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র শুরু— হইয়াগিয়াছে এবং সতলজ নদীতে এই উদ্দেশ্যে বাঁধও নির্মিত হইতেছে। পাক-সীমান্তের সর্বত্র ভারতীয় সৈন্যসমাবেশ দ্বারা এবং আসন্ন যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের দরবারে কাশ্‌মীরের উপর ভারতের নিয়মতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য পণ্ডিত আবদুল্লাহ-পরিষদের অভিনয়ও শেষ করিয়া ফেলা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য যেকোন রাষ্ট্র ভারতের এইসকল ব্যবহারে যুদ্ধ ঘোষণা নাকরিয়া থাকিতে পারিতনা, কিন্তু আমাদিগকে বুঝান হইতেছে—হিন্দুস্থান এখনো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে-নাই, পণ্ডিত আবদুল্লাহর গণপরিষদের কোন নিয়মতান্ত্রিক মূল্য বিশ্বের দরবারে সাব্যস্ত হয়নাই কিন্তু পাকিস্তানের ধৈর্য ও আইনানুবর্তিতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতরাষ্ট্র যেভাবে জুনাগড় ও হায়দারাবাদকে হজম করিয়া ফেলিয়াছে, বিশ্বের দরবারে বিশেষতঃ রাষ্ট্রসংঘে তাহার নিয়মতান্ত্রিকতার কোন—সন্ধান মিলিয়াছে কি? আমরা অহেতুকী যুদ্ধের কিছুতেই পক্ষপাতি নই এবং যুদ্ধের সর্বনাশা পরিণাম সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা অস্পষ্ট নয়, কিন্তু শৃগালের শতবার্ষিক জীবনের তুলনায় ব্যাঘ্রের এক মুহূর্তের জীবনের মূল্য যে অধিক, পাকিস্তানের সন্তানগণ—ছুলতান টিপু শহীদের এই অমূল্য বাণীর যে ধারক ও বাহক, আমরা মনে প্রাণে তাহা বিশ্বাস করি। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী আলী জনাব খান লিয়াকত আলী খান ছাহিবের বজ্রমুষ্টির নব প্রতীক আজ পাকিস্তানের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মনে যে দৃঢ়সংকল্প ও মরণপণ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কি তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না? আর নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের উপরেই যদি আমাদের রাষ্ট্রাধিনায়কগণের অধিকতর আস্থা থাকে তাহাহইলে শয়খ ফয়েয মোহাম্মদ ছাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সকল অনর্থের মূল র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের পাপ ও অবিচারের প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হওয়ায় আপত্তি কেন?

মওলানা আবুল কালামের তওহীদ,

২২ শে সেপ্টেম্বর তারীখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে ভারত রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুলকালাম আজাদ যে বক্তৃতা দেন, তাহার বহুলাংশ অতিরঞ্জিত, অনৈতিহাসিক এবং একদেশদর্শী হইলেও সেগুলি এস্থানে আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। কিন্তু—রবীন্দ্রনাথের স্তুতিবাদ করিতে গিয়া তিনি ইছলামের বিশ্বজনীন এবং সর্বপ্রধান মৌলিক আকীদা (Faith) তওহীদের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এক দিকে যেমন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তেমনি দুরভিসন্ধি—মূলক। ইছলামের বিরুদ্ধে এরূপ বিকৃত অপপ্রচারণা তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থের সহায়ক হইলেও তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং জ্ঞানগরীমার পক্ষে দুরপনেয় কলংক। তিনি বলিয়াছেন :—

"শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্ এই তিনটী কথায়—ভগবানের যেস্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা জাতি ও ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বহু উর্ধে। অদ্বৈতম কথাটী আরবীতে অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়— 'ওয়াহদাহু,—লাশরীক' অর্থাৎ যাঁহার দ্বিতীয় নাই। একেশ্বরবাদের ইহাই মূল কথা,"—সত্যযুগ, মফঃস্বল ৭ই আশ্বিন।

আমরা জানি, মওলানা আবুল কালাম কিছুদিন হইতে ইছলাম ও বৈদান্তিক মতের সমন্বয় সাধনকল্পে হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত তফছীরের নূতন সংস্করণে তাঁহার এ উদ্যমের সন্ধান অনেকেই লাভ করিবেন। এ প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট মহলে যতই প্রশংসনীয় বিবেচিত হউক না কেন, 'অদ্বৈতবাদ' সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামী শংকরাচার্যের প্রদত্ত ব্যাখ্যা হিন্দু মতবাদের নবীন প্রচারকের প্রদত্ত ব্যাখ্যার তুলনায় সুধীসমাজে যে অগ্রগণ্য বিবেচিত হইবে, এ বিষয়ে— صاحب البيت ادرى بما فيه — সন্দেহের অবকাশ— নাই। 'ঘরের লোক বাহিরের লোক অপেক্ষা ভিতরের সংবাদ বেশী রাখে" এ প্রবচনের সত্যতা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

শ্রীমৎ স্বামী শংকরাচার্য (৭৮৮—৮২০ খৃঃ) কে সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদের প্রচারক বলা হইয়া থাকে। অবশ্য খ্রীষ্টের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেও হিন্দ, মিছর, চীন ও জাপানে অদ্বৈতবাদের প্রচলন ছিল বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দান করিয়াছেন,—কিন্তু সে মতবাদের পটভূমিকা আজ অস্পষ্ট এবং—ধুম্রাচ্ছন্ন। শংকরাচার্যের কথা এই যে,

"আমি, তুমি, কিংবা মনুষ্যের চক্ষুগোচর দৃশ্যমান জগত অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থ সমূহের নানাত্ব—আসলে সত্য নহে। একই শুদ্ধ ও নিত্য পরব্রহ্ম এই

www.ahlehadeethbd.org

সমস্ত ভরিয়া আছেন এবং তাঁহার মায়াতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সমক্ষে নানাত্ব অবভাসিত হয়। মনুষ্যের —আত্মাও মূলতঃ পরব্রহ্ম রূপই এবং আত্মা ও পরব্রহ্মের একতার পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবাত্মক উপলব্ধি নাহইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না"—লোকমান্য তিলকের—গীতারহস্য—বংগানুবাদ ১৩ ও ১৪ পৃঃ।

কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিলেও শংকরাচার্য —যাহা বলিয়াছেন তাহার মোটামুটি অর্থ এই যে সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন, যিনি শিব তিনিই জীব, জড়বস্তু এবং বিশ্বপতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া বানর শূকর এমনকি শুষ্ক তৃণ খণ্ড—পর্যন্ত সমস্তই এক, অভিন্ন এবং স্বয়ম্ভু রব্বুল আলামীন দ্বারা পরিপূর্ণ। ফলকথা সৃষ্টিকর্তার পৃথক কোন সত্বা নাই, জড়জগত ছাড়া আল্লাহর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব—নাই। অদ্বৈতবাদ (Pantheism) সম্বন্ধে নাস্তিক —Ernst Hackel (১৮৩৩—) প্রদত্ত ব্যাখ্যা অধিকতর সুস্পষ্ট:

God and the world are one. The idea of God is identical with that of nature or Substance,— Riddle of the Universe, P. P. 236.

অর্থাৎ আমরা যাহা বুঝিয়াছি আর বলিয়াছি—তাহারই নাম অদ্বৈতবাদ। এক্ষনে প্রশ্ন এই যে, ইহাই কি 'ওয়াহদাহু লাশরীকা লাহু'র তাৎপর্য?

প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈত ও অদ্বিতীয়তার আক্ষরিক ঘনিষ্ঠতা উপনিষদের নব-ব্যাখ্যাতাকে উহাদের তাৎপর্যের বৈপরীত্য উপলব্ধি করার সুযোগ দেয় নাই। 'অদ্বৈত' নেতি বাচক, অর্থাৎ উহা দ্বারা সৃষ্টি —ছাড়া স্রষ্টার সত্বা অস্বীকৃত হইয়াছে আর 'অদ্বিতীয়তা' অস্তিবাচক, উহাদ্বারা সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র স্রষ্টার সত্বা ও গুণ স্বীকৃত হইয়াছে! কোথায় স্বর্গ!—কোথায় পাতাল!

بسوخت عقل ز حیرت که این چه بوالعجبی است !

আমরা বৈদান্তিকতা ও থিয়সফীর ধার বেশী না ধারিলেও মওলানা আবুলকালাম তাঁহার কপোল-কল্পিত তওহীদের ব্যাখ্যার সমর্থনকল্পে ছুফীমতবাদেরই ইংগিত করিয়াছেন। ছুফীমতবাদ বলিতে তিনি কি বুঝেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু প্রত্যেক অজ্ঞ, নাস্তিক এবং অনৈছ্লামিক দার্শনিকতায় প্রভাবান্বিত ব্যক্তিকে আমরা ছুফী বলিতে এবং তাহাদের প্রলাপকে ইছ্লামী মতবাদরূপে এক-মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করিয়ালইতে প্রস্তুত নই।—এক্ষণে পরীক্ষা করা হউক তরীকতে-ইছ্লামীয়ার ইমাম ছৈয়েদুত্তায়েফা জুনয়দ বাগদাদী (—২৯৭ হিঃ) "ওয়াহ্দাহু, লাশরীকালাহু"র কি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন! তিনি বলেন——চিরন্তনকে নবোদ্ভূত হইতে স্বতন্ত্র করার নাম তওহীদ! কারণ নবোদ্ভূত যাহা, শুধু তাহাই তোমার —কল্পনার আয়ত্তাধীন। দৃশ্যমান জগতের কোন বস্তু যাহাতে আল্লাহ বলিয়া ধারণা নাহয়, সত্বা অথবা গুণ কোন দিকদিয়াই যাহাতে এরূপ ধারণা না জন্মে। কারণ আল্লাহর সত্বা ও গুণ কাহারো সত্বা বা গুণের সহিত তুলনীয় নয় তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা—শর্হে ফিক্হে আকবর, ১৭ ও ১১০পৃঃ।

التوحيد افراد القدم من الحدث ، اذ لا يخطر ببالك الا حادث ، فافراد القدم ان لاتحكم على الله بمشاهدة شئ من الموجودات ، لا في الذات ولا في الصفات بوجه من الوجوه فانه لايشبه ذاته الذات ولا صفاته الصفات : ليس كمثله شئ وهو السميع البصير -

রবীন্দ্রনাথের পরিগৃহীত আদর্শে এবং কাব্যে সাধকসম্রাট জুনয়দ বাগদাদীর বর্ণিত তওহীদের—কোনস্থানে নামগন্ধও নাই। অদ্বৈতবাদের অনুসরণ করিয়া তাই তিনি তাঁর কাব্যের কোনস্থানে 'মানুষকে সবার বড়' সাব্যস্ত করিয়াছেন আর কখনো বা 'মহামানবের সাগরতীর্থ' রচনা করিয়াছেন। ইছ্লামের আদর্শে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র আল্লাহর পবিত্র সত্বার উপলব্ধি এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনের—উদগ্র বাসনা। গুরু নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির শির্ক ও তওহীদের অপূর্ব জগা খিচুড়ি প্রস্তুত করার সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে, এই ব্যর্থতার

www.ahlehadeethbd.org

মূর্ত প্রতীক স্বয়ং আবুলকালাম! তাঁর ব্যর্থ সাধনার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে কি তাঁর লজ্জা বোধকরা—উচিত নয়?

উমর দিবস,

কোন জীবনাদর্শ ও কর্মসূচিকে বাস্তব জীবনে—রূপায়িত করিয়া তোলার জন্য আবশ্যক আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাস, নৈতিক হিমালয়ী দৃঢ়তা, ব্যক্তিগত—যোগ্যতার সংগে বিশ্বস্ত এবং সুযোগ্য সহকর্মীদের সমাবেশ, নিরাপত্তা ও অবসরের সুযোগ। খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে এক মাত্র উমর ফারুক বর্ণিত—সমুদয় গুণ ও সুবিধার অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার খিলাফতে ইছলামী জীবনাদর্শ ও কর্মসূচির রূপায়ণ যেরূপ সর্বাংগসুন্দর ভাবে ঘটিয়াছিল, অন্য কোন খলীফার শাসনকালে সেরূপ ভাবে ঘটে নাই। হযরত উমর প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লবী—ছিলেননা, তিনি কোন বিপ্লবসৃষ্টি করেননাই। মানব জাতির বিশ্বাস ও কর্ম জীবনে রছুলুল্লাহ (দঃ) যে বিরাট ইন্‌কিলাব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন তাহার যথার্থরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল হযরত উমরের সুদীর্ঘ ও বাধাহীন শাসনকালে। ইছলামের প্রত্যেকটী রেখা ও বর্ণ তাঁহার দক্ষ ও সংগঠনী হস্তে যেরূপ জীবন্ত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ইছলামের উত্থানযুগের—ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইছলামী জীবনের মূল্যমান স্বীকৃত হইয়া থাকিলে—ফারুকে আ'যমের রাষ্ট্রনীতি আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত এবং এই উদ্দেশ্যেই বিগত ২রা অক্টোবর তারীখে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রান্তে মহাসমারোহে উমর দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। আদর্শ অধিনায়ক উমরের রাজনীতি ও জীবনাদর্শ মুখ্যতঃ পাকিস্তানের শাসনকর্তাদেরই অনুসরণীয় কিন্তু তজ্জন্য ইছলামের প্রতি যে ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং ইছলামী জীবনের মূল্যমানের প্রতি যে সুগভীর শ্রদ্ধার প্রয়োজন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রাধিনায়ক এবং নেতৃবর্গের মধ্যে তাহার অভাব থাকিলে এই উৎসব-বহুল রাষ্ট্রে নূতন একটী প্রাণহীন উৎসব-দিবসের বৃদ্ধি ছাড়া উমর দিবসের অন্য কোন সার্থকতাই নাই। যে মহা জ্যোতির কিরণ সম্পাতে উমর ফারুক জ্যোতির্ময় গ্রহ রূপে—ইছলামের আকাশে উদিত হইয়াছিলেন, স্বয়ং সেই মহা জ্যোতির কনক প্রভা যদি জাতির অদৃষ্টগগণকে ভাস্বর করিয়া তুলিতে না পারে, উমর রূপী গ্রহের জ্যোতি সে অমানিশাকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া তুলিবে কেমন করিয়া? অমৃতের সন্ধান লাভ করিতে হইলে বাহ্যাড়ম্বরের পরিবর্তে কর্মের বাস্তব সাধনা আবশ্যক। পাকিস্তানে আজ শির্ক, বিদ্‌আত, ব্যভিচার, দুঃশাসন শোষণ ও পীড়নের যে তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, অথচ সকল সময়ে ও সকল ক্ষেত্রে যে ভাবে ইছলামের নাম ভাংগিয়া খাওয়া হইতেছে, ইহার ভিতর ফারুকী স্বীয়-পরায়ণতা ও বিজয় অভিযানের স্বপ্ন দিবা স্বপ্নেরই—নামান্তর। আল্লাহ আমাদের শাসক গোষ্ঠি ও জনগণের মধ্যে সদিচ্ছা জাগ্রত করুন—আমীন!

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন সম্বন্ধে গবেষণা,

আহ্‌লেহাদীছ মতবাদ এবং আন্দোলন সম্বন্ধে জনসাধারণ দূরের কথা, উচ্চ শিক্ষিত দলের মধ্যেও অনেকের ধারণা অতিশয় অস্পষ্ট। ইছলামী আন্দোলন সমূহ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ-জীবন ও আকায়েদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি—করিয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের গড্ডলিকা প্রবাহকে নূতন উদ্যম ও উৎসাহের যৌবন জলতরংগে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে, ইছলামের সেই কেন্দ্রীয় আন্দোলন সম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা বৈরাগ্য নব-নির্মাণের এই পবিত্র উষায় জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়। আমরা তর্জুমানের প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, তর্জুমান—সম্পাদকের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ আবদুল বারী—আলকুরায়শী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরাবী এম,এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন সম্বন্ধে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে সরকারী বৃত্তি লইয়া সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আমরা তর্জুমানের গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দের নিকট তাঁহার দীর্ঘায়ু, সুস্থতা ও সংকল্পসিদ্ধির জন্য দোআর অনুরোধ—জ্ঞাপন করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org